তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র। ৵০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

১ চৈত্র শুক্রবার ১৭১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৭১।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবো পাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকালে প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! রজনীতে নিদ্রার সময় তোমার অপার স্নেহে আমি সুরক্ষিত হইয়াছি। এক্ষণে নূতন বল ও স্ফূর্ত্তি পাইয়া মনের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। এক্ষণে সকলি তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার অপার করুণা, প্রচার করিতেছে। দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার সমুদায়ই তোমার উপর নির্ভর করিতেছি; আমার শরীর মনের সকল শক্তি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমাকে এই প্রকার বল দেও, যাহাতে সংসারের সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি। তোমার উপদেশ যেন আমার মনকে উন্নত রাখে, তোমার প্রীতি হৃদয়কে উজ্জ্বল রাখে এবং তোমার অমৃত কিরণ যেন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় আমার সম্মুখে প্রকাশমান্ থাকে। তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমার প্রত্যেক মলিন কামনা দূর কর, প্রত্যেক কুটিল ভাব দমন কর এবং আমার সকল আশা, সকল ভাবকে তোমার দিকে লইয়া যাও। আমি যেন কখন এমন কার্য্যে লিপ্ত না হই, এমন চিন্তা মনে স্থান না দিই, যাহাতে তোমার প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। সংসারের কোন প্রলোভন যেন তোমা হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে না পারে। আমার অন্তঃকরণ যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়। হে জীবনের জীবন! আমার মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে তোমার অমৃত ভাবে বিশুদ্ধ কর। আমার সমুদয় জীবনের লক্ষ্য তোমার প্রতি স্থির রাখ। হে সুহৃৎ! প্রতিদিন যেন আমার চিত্ত তোমার সন্নিহিত হইতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকালে নিদ্রার পূর্ব্বে প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! অদ্যকার দিনে তুমি আমার উপর তোমার যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইয়া তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। আমার সাধ্য নাই যে তোমাকে ধন্যবাদ করি—

প্রত্যেক নিমেষ, প্রত্যেক নিশ্বাস, তোমার করুণা ও মঙ্গল-ভাবে পরিপূরিত। তোমারি প্রীতির ছায়াতে বাস করিয়া শরীর মনকে রক্ষা করিয়াছি—তোমার নয়নের সমক্ষে জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছি। আজ তোমার মঙ্গল নিয়ম যত দূর পালন করিতে পারিয়াছি—তোমার মঙ্গল কার্য্য যত দূর সম্পন্ন করিয়াছি—সত্য, প্রীতি, আত্ম প্রসাদ, যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছি; তজ্জন্য তোমাকে মনের সহিত বার বার নমস্কার করি।

হে অন্তরের অন্তর! তুমি আমার মনের ভাব সকলি জানিতেছ। আমার যে সকল পাপ, মলিনতা, দুর্ব্বলতা, তাহা তুমি দেখিতেছ। আমি এক্ষণে অনুতাপিত হৃদয়ে তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি যদি তোমার নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, আমাকে সহস্র দণ্ড দিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমার প্রসন্ন মুখ কখনই প্রচ্ছন্ন রাখিও না। আমরা আপনারদের ক্ষুদ্র বলে কিছুই করিতে পারি না; তুমি তোমার অমোঘ সাহায্য প্রদান কর, যেন পাপ তাপে মুহ্যমান না হই। হে হৃদয়েশ্বর! আমার আত্মাকে বল ও দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পূর্ণ কর এবং সকল প্রকার মলিন কুটিল ভাব হইতে আমাকে নিস্তার দেও।

হে পরমাত্মন্! এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন করি। যদি এই নিদ্রা হইতে উত্থান করি, তবে আবার যেন শরীর মন তোমার কার্য্যে সমর্পণ করি। এই রাত্রি যদি আমার এখানকার শেষ রাত্রি হয়; তবে যেন সেই পুণ্য লোকে গিয়া জাগ্রত হই, যেখানে তোমার প্রীতি ও আনন্দ নিরন্তর নিঃস্যন্দিত হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সম্পদে প্রার্থনা।

হে সর্ব্ব-কল্যাণ-দাতা সর্ব্বেশ্বর! তুমি তোমার অশেষ কারুণ্য গুণে সুখ সম্পদ্ আমার নিকটে অজস্র প্রেরণ করিতেছ—আমি যেন তাহাতে মুগ্ধ না হই। সংসারের সম্পত্তি যেন আমার চিত্তকে অহঙ্কার ও বৃথা গর্ব্বে পূর্ণ না করে, কিন্তু যেন আমার কৃতজ্ঞতা নিরন্তর উজ্জ্বল থাকে। যেন সর্ব্বদা মনে রাখি, তোমার এমন অভিপ্রায় নয় যে আমি সংসারীর মত হইয়া সংসারের ক্ষুদ্র ভাবে মগ্ন থাকি; কিন্তু যাহাতে সমুদয় যত্নের সহিত তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহার জন্যই আমার সমুদয় সুখ, সমুদয় সম্পদ। সকল সুখ সম্পদের মধ্যে যেন তোমাতে একান্ত অনুরক্ত থাকি। এখন আমার সম্পদ্; পরক্ষণে যদি সকলি যায়—যদি রোগ ও দারিদ্র আমাকে আক্রমণ করে, তাহাতেও যেন মুহ্যমান না হই। যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, তোমার প্রতি অচল বিশ্বাস যেন নিরন্তর জাগরূক থাকে। সংসারের অসার ভাব যেন আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সকল অবস্থাতে যেন মনে করিতে পারি যে এখানকার ধন মান সুখ কিছুই নহে। আমি যেন সেই ধন সঞ্চয় করি, সেই সম্পত্তি লাভ করি—যাহার কোন কালেই ক্ষয় নাই। পবিত্র হৃদয় আমার পরম ধন। তোমার প্রসন্নতা আমার পরম সম্পদ্। হে নাথ! তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিপদে প্রার্থনা।

হে নাথ! সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সকল সময়েই তুমি আমারদের সঙ্গে আছ। ধনী মানী, দীন হীন, সকলেরই

তুমি পরম ধন। তুমি আমাকে ধৈর্য্য ও সন্তোষ শিক্ষা দেও, যেন আমি দুঃখ দারিদ্রে বিষাদ-গ্রস্ত না হই। এই বিপদের মধ্যে যেন তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। তোমার মঙ্গল দৃষ্টি আমার উপর নিরন্তর রহিয়াছে, ইহা যেন কখন ভুলিয়া না যাই। সংসারে যখন আমার আর কেহই থাকে না, তখন তোমার বাহু আমার জন্য প্রসারিত দেখি। হে অনাথ-নাথ! তুমি আমাকে এই প্রকার দৃঢ়তা দেও, যেন সংসারের সকল যন্ত্রণা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারি। আমার যেমন অবস্থা হউক না কেন, তোমাকে যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখি। দীন হীনের তুমি পরম ধন। হে হৃদয়েশ্বর! তুমি আমাকে অসহ্য শোক, মোহ ও হৃদয়-ভার হইতে উদ্ধার কর। তোমার অমৃত জ্যোতি প্রেরণ করিয়া আমার সকল বিষণ্নতা ভস্মীভূত কর। তোমার প্রীতিতে হৃদয় মনকে উন্নত রাখ। হে নাথ! তুমি আমার সকলি—একান্ত বিশ্বস্ত হৃদয়ে তোমার হস্তে আমার সমুদয় জীবন সমর্পণ করিতেছি, আমাকে তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ।

২৮ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে আমারদের দশা কি হইত? সংসার কি অন্ধকার হইত। আমরা এখানে নানা দুঃখ ক্লেশে আবৃত হইয়া কোথাও আর বিশ্রামের স্থান পাইতাম না। এখানকার অন্তরের ও বাহিরের শত্রুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোথাও আর শান্তি পাইতাম না। তাহা হইলে সংসারানলে আমারদের সর্ব্বাঙ্গ অনবরতই দগ্ধ হইত, তাহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকিত না। এই প্রকার হইলে জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ! তিনি আমারদের শান্তির জন্য আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমারদিগের শোক-ভার-ভগ্ন হৃদয়কে নূতন করিয়া দিতেছেন। এখনি তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখনি তাঁহার ছায়াতে থাকিয়া সমুদয় শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার যখনি তাঁহার অমৃত সহবাস প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল লাভ হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফল—ভবিষ্যতে তাহার জন্য আর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতেই আনন্দ আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহার উপাসনার ফল সঙ্গে সঙ্গেই মিলিতেছে, ভবিষ্যৎকে প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে না। তিনি যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিতেছেন। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে উপাসনা করিবার আশা আছে, তাহা তিনি প্রতিক্ষণেই পূর্ণ করিতেছেন। প্রতিক্ষণে এই আশা আরো উজ্জ্বল হইতেছে। আমরা যদি এই অধস্থ মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়া এমন মলিন হইয়াও

তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি; তবে ক্রমে যত পবিত্র হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গমন করিব, তখন যে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে আরো উপভোগ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? এখান হইতে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতেছে যে উত্তরোত্তর তাঁহার আরো উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইব—নিরন্তর তাঁহার সহবাসে থাকিব—আর কখনই তাঁহা হইতে আমারদের বিচ্যুতি হইবে না।

এখানে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া যাইতাম; মৃত্যুর সময়েও কোন আশা ভরসা থাকিত না। এখানে কারা-বাসীর ন্যায় অন্ধকারেই দিন যাপন করিতাম, একটুকুও আশা-রশ্মি আমাদের হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার করিত না। হা! আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি এখানেই আমারদিগকে আপনাকে উপভোগ করিতে দিয়াছেন এবং আশা দিয়াছেন, যে অনন্ত কাল তাঁহাকে উপভোগ করিতে পাইব। চন্দ্র, তারক, পশু, পক্ষী, তাহারা এ প্রকার কিছুই জানে না; তিনি চন্দ্র তারকের অন্তরাত্মা, চন্দ্র তারক তাহা জানে না। নিকৃষ্ট পশু-সকল তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে, তাঁহাতেই বাস করিতেছে; কিন্তু সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত; তাহারা তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, অথচ কাহার কার্য্য করিতেছে, তাহা জানে না। মনুষ্যের নিকটেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। পবিত্র-হৃদয় পুণ্যাত্মার নিকটে তিনি তো প্রকাশমান থাকেনই; কিন্তু যাহারা সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত; যাহারা বিষয়-লালসাতেই ভ্রাম্যমাণ হইয়া একবারও তাঁহাকে মনে করে না; তাহার-দের মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মাতেও তিনি বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশ হইতেছেন। সাধু ব্যক্তির সরল কোমল হৃদয়ে তিনি তো প্রবেশ করিবেনই; কিন্তু সেই সকল ঘোর বিষয়ীরও হৃদয়ের মধ্যে লৌহময় কবাট ভেদ করিয়া প্রবেশ করেন—ইহাতে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি অতুল্য স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে! পুণ্যাত্মা আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছেন; ঘোর পাপীও নানা ক্লেশ, নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়াও পরিশেষে তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আসিতেছে। যে তাঁ-হাকে মনেও করে না, তাহাকেও তিনি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত; কোন পবিত্র সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইবা মাত্র হয়ত তাহার নীরস নেত্র হইতেও অশ্রু বিগলিত হয়; হয়ত ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে তাহার চির জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যায়; হয়ত সেই অবধি ঈশ্বরের ভাব তাহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়। ঈশ্বর এই প্রকারে পাপীকেও আপন গৃহে লইয়া আইসেন। তিনি কেবল অবসর চান; তিনি অবকাশ দেখেন; তিনি দেখেন, কোন্ সময় আমি প্রকাশ হইলে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবে—কোন্ সময় আমার ক্রোড়ে আসিয়া শীতল হইবে। আমরা যদিও তাঁহাকে মনেও করি না, তাঁহাকে প্রার্থনা করি না; তথাপি তাঁহার বিশ্রাম নাই,

তিনি সর্ব্বদাই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তিনি সকলের জন্যই ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য সকল! তোমরা তাঁহাকে একটুকুও মনে করিবে না; তাঁহার এই প্রকার প্রেম ও অজস্র কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে মনের সহিত কি একবারও ধন্যবাদ দিবে না। আমরা কি বিমূঢ়, তিনি আমারদিগকে সর্ব্বদাই আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন; আমরা সেই মাতৃস্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না। তিনি আমারদিগকে অমৃত বারিতে অভিষিক্ত করেন, এই তাঁহার অভিলাষ; আমরা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি না। তিনি নিয়তই প্রেম দান করিতেছেন; আমাদের ইচ্ছা নাই, স্পৃহা নাই, প্রীতি নাই, এই জন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা যখনি তাঁহাতে আত্মাকে সমর্পণ করি, তখনই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পরিপূর্ণ করিতেছেন; তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয় না। আমারদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি হয়, তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

যদিও এখানে তাঁহাকে সকলে মনে করে না; কিন্তু তিনি সকলকেই সংশোধন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন সন্তানই চিরকাল পতিত থাকিবে না; পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকে তিনি আপন গৃহে লইয়া যাইবেন—সকলকেই আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আমারদের এই প্রকার বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই ক্রমে সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইবে—ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় অধিকার করিবেন, এখানকার দুর্গতির অবস্থা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাঁহার রাজ্যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবে, সকলে ভ্রাতৃরূপে মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার চরণ সেবা করিবে; তখন সকলে—তখন সকলে আপনাদের সৌভাগ্য বুঝিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকিবে—আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এক্ষণকার যেরূপ বিকৃতির অবস্থা, তাহাতে বুদ্ধিতে কখনই নিরূপণ করা যায় না, কি রূপে এই প্রকার সুখের রাজ্য উদয় হইবে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; যখন সত্যের প্রভাব মনে উদয় হয়; তখন এই রূপ বিশ্বাস হয় যে পৃথিবীর সমুদয় লোকই ব্রাহ্ম ও ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া একান্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া সেই এক মাত্র পিতার অধীন ও শরণাপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই কৃতার্থ করিবেন; যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার ব্যাকুলতা তিনি শান্তি করিবেন।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিতেছি। এই পরিমিত ক্ষুদ্র জীবন ধারণ করিয়া সেই অনন্ত অসীমকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাকে জানিলে জানিবার কি আর অবশিষ্ট থাকে। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" কাহাকে জানিলে হে ভগবান্! এই সকল জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সেই সত্যকে জানিলে

সামান্য রূপে আর সকল জানা যায়। জ্ঞানের অন্ন সত্য; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু; তিনি সত্য বস্তু—তিনিই এক মাত্র জ্ঞানের তৃপ্তির স্থল। আসক্তিহীন প্রশান্ত-চিত্ত কৃতাত্মা ঋষিরা তাঁহাকে পাই-য়াই জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞান যতক্ষণ না এই সকল পরিমিত বিষয় হইতে তাঁহাতে গিয়া বিশ্রাম করে, ততক্ষণ আর তাহার শান্তি নাই—সে জ্ঞান চঞ্চলতা ব্যাকুলতার মধ্যেই দন্দ্রম্যমাণ হইয়া পরি-ভ্রমণ করে; সত্যের অন্বেষণ করিতে যায় কিন্তু কোন স্থানেই প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হয় না—আর সকল সত্য সেই সত্যের ছায়া। সেই সত্য-স্বরূপকে পাইয়াই আমরা জ্ঞান-তৃপ্ত হই, আমারদের সকল কামনার পরি-সমাপ্তি হয়। পূর্ব্ব কালের ঋষি-সকল সেই সত্যের পরম বিধান পরমেশ্বরকে পাইয়াই বলিয়া গিয়াছেন "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" "সত্যমেবায়তনং" "সত্যস্য সত্যং"। এই সকল মহাবাক্যে আমরা এখনও সমুদয় আত্মার সহিত সায় দিতেছি এবং এই সকল বাক্য চিরকালই পরিকী-র্ত্তিত হইবে, ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। সত্যের প্রভাব—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্র-ভাব যেমন পূর্ব্ব-কালে, তেমনি এখনও, তেমনি চিরদিনই। ইহা সমুদয় ভ্রম, সমু-দয় অন্ধকারের মধ্যেও মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত থাকিবে। সত্যের বল যদি কিছু মাত্র থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে ইহা সকল পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিবে। ঈশ্বর করুন যে অচিরাৎ সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে শান্তি ও মঙ্গল-ভাবে প্লাবিত করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য দিবার নিমিত্তে গত ১২ চৈত্র রবিবারে যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, তাহাতে বিধি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা সমাধা হইবার পরে বেদী হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন যে "অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে আমরা সকলে প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আমারদের আত্মাতে প্রীতি; হৃদয়ে মঙ্গল ভাব। আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি দান করিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব; এক কালে সম্যক্‌রূপে তাঁহার উপাসনা করিব। আজ আমারদের মহৎ দিন। ঈশ্বর আমারদের নিকট হইতে পূজা চান, প্রীতি চান এবং আমারদের প্রীতির দান চান। আমারদের যৎকিঞ্চিৎ অন্ন-দানে ভ্রাতৃগণের দুঃখ দূর হইবে। উত্তর-পশ্চিমে দারুণ মৃত্যু যে প্রকার নির্দ্দয়রূপে এক্ষণে শাসন করিতেছে—চিন্তা-অগ্নির সহিত শোকানল দাবানলের ন্যায় যে প্রকা-র অহর্নিশি প্রজ্বলিত হইতেছে; আমারদের কিঞ্চিৎ দানে তাহার উপশম হইবে। যে স্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রিয় ভূমি। সেই প্রদেশই আমারদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকর স্থান। আমারদের ঋষিরা সরস্বতী নদীর তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই সকল জী-বন্ত মহা বাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা এখনো পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখানকার লোকেরা এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সেই দাবানল নির্ব্বাণের নিমিত্তে আমারদের

যাহার যে ক্ষমতা, যৎ কিঞ্চিৎ বারি দানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারত ভূমির প্রধান স্থান,—সেখানকার সকলে শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহারদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা কি ব্যাকুল হইব না? আমরা কোন্ প্রাণে তাহারদের এই দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মৃতকল্পা মাতার উষ্ম নিঃশ্বাস এখান পর্য্যন্ত আসিয়া আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এস আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে আমরা কেবল আমারদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব, এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমারদের পিতার কার্য্য করা হইবে। এই এক স্থলে বসিয়াই আমারদের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে। সকলে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কর। প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারত ভূমিতে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে,তাহা কি এই সঙ্কীর্ণ ভারত ভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পশ্চিমবাসিগণ, যাহারদের সঙ্গে আমাদের এমন নৈকট্য সম্বন্ধ,যাহারদের দেশ হইতে—যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে—আমরা সেই গঙ্গার ন্যায় পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছি; ভাষাতে, জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সমুদয় সংসারের কার্য্যেতে, যাহারদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যতা; তাহারদের সঙ্গে সমদুঃখী হওয়া কি কঠিন? তাহারদের দুঃখ-দাবানলে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিতে কি আমারদের কষ্ট বোধ হইবে? তাহারদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে দিন যাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের কোন স্বাদ পাই?

আমরা ঈশ্বরের উপাসনার সময় বলি; তোমার যে করুণা, তাহার প্রতিক্রিয়া কি করিব? তুমি অহর্নিশি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছ, অন্নপানে হৃষ্টপুষ্ট রাখিতেছ, রজনীতে অন্ধকার প্রসারিত করিয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত করিতেছ; আমরা তাহার কি প্রতিক্রিয়া করিব? তাহার প্রতিক্রিয়া কি, শুন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্তে তোমারদিগকে অজস্র-রূপে অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন, তাঁহার অমৃত পুত্রদিগের দুঃখ-শান্তির নিমিত্তে তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমারদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার সকল আপনার জন্যই রাখিও না। তোমার ভ্রাতৃগণের দুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইও না। এই কি ভুলিবার সময়? তোমার ভ্রাতা ভগিনীরা আহার না পাইয়া কেহ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ প্রাণ ত্যাগ করিতেছে; এখন কি ভুলিবার সময়? এখন কি এ কথা বলিবার সময়, আমি বারম্বার দিয়াছি, আর দিতে পারি না? এ কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? আমরা যত বার দান করিব, শত শত লোক ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

আমরা এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কোন মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদের প্রীতির ধন আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আমারদের অকিঞ্চিৎকর বস্তু-সকল দিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি; ভ্রাতৃগণের দুঃখ

শান্তি করিতেছি। ব্রাহ্মেরই এই মহৎ অধিকার। এই প্রকার নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের হস্তে দান করা ব্রাহ্ম ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। অন্য লোকে লোককেই দান করে, আমরা ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে এই সকল অর্পণ করিতেছি। যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন; তাঁহার অন্ন পানীয় তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। দেখিও, যেন আমারদের সাধ্যের কোন ত্রুটি না হয়। এস আমরা মুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলি সমর্পণ করি—ভ্রাতৃবর্গের দুঃখ শান্তি করি—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য একত্রে সংসাধন করি।

এক বার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দ্দিকে দুঃখ-দাবানল জ্বলিতেছে। তোমার দয়া-বৃত্তি কি হৃদয়ে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা একটী লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ? সাধু দয়া-বৃত্তি কি আমারদিগকে বারম্বার এই প্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ, আমারদের দেশের কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভুমি মরু ভুমি হইয়া রহিয়াছে, হরিৎ বর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না। আমারদের এমন ভারতবর্ষ আরব্য দেশের মরু-ভুমি তুল্য জল-শূন্য মরু-ভুমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—এ কি সামান্য শোচনীয় বিষয়? চক্ষে দেখিলেই কি আমারদের দয়া উদয় হইবে? এই সকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণ কালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম? আমারদের ভ্রাতৃগণের হৃদয়-বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহারদের রক্ত-শূন্য অস্থি-সার দেহ দেখিয়া, কি আমারদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভুমির উপরে মৃত-শরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত দেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা দেখিলে আমারদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না আমারদের নিঃশ্বাস আর বহন হইত? জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনীর সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইত না?

আমরা এই দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতেছি না। আমারদের দুঃখের সময় কে দেখিবে? পশ্চিম দেশ হইতে যদি পূর্ব্ব দেশে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসে, তখন আমারদের কি হইবে? তখন আর বলিতে পারিবে না, পৃথিবী নির্দ্দয়—আমারদের প্রতি কেহই ফিরিয়া দেখে না। সম্পত্তি বিপত্তি এখানে অহর্নিশি পরিভ্রমণ করিতেছে। আজ আমার সম্পত্তি, আমার ভ্রাতার বিপত্তি; কল্য ভ্রাতার সম্পত্তি, আমার বিপত্তি। আগামী বৎসরে যদি আমারদের এই প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তখন পশ্চিমবাসিরা মনে করিবে, আমারদের দুঃখের সময় ইহারা এক বারও ফিরিয়া চায় নাই। আর আমারদের এ প্রকার কৃপণতার পরিবর্ত্তে যদি সেই সময়ে তাহারা আমারদের প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তখন আমারদের আপনারদের প্রতি কত লজ্জা ও ঘৃণা হইবে!

ঈশ্বরের ধর্ম্ম-সেতু দেখ। তিনি আমারদিগকে কি প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। যদি পশ্চিমবাসিরা আপনারদের প্রাণ রক্ষার জন্য এ দেশে পঙ্গপালের মত আসিয়া আমারদের সকলকে আক্রমণ করে, তবে আমারদের কি দশা হয়? তাহারা আসিয়া যদি আমারদের নিকট হইতে ধন ধান্য সকলি কাড়িয়া লয়, তবে কে আমারদিগকে রক্ষা করিতে পারে? পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে সকল লোক হাহাকার করিতেছে, তাহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় বঙ্গ দেশের উপরে পড়িয়া যদি ধান্য শস্য-সকল হরণ করে, তবে কি হয়? তাহা হয় না কেন? কেন না ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম-সেতু ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন! তাহারা বরং অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি বল পূর্ব্বক আমারদের নিকট হইতে এক মুষ্টি তণ্ডুলও গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক দান করিলে তবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে।

দেখ! ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলি বলিতেছে, তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর। আমরা যৎ কিঞ্চিৎ দিব বই নয়, আমরা যদি সর্ব্বস্ব জীবিকা প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে। আমারদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের দান নহে। অন্যেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যেরা নামের জন্য দেয়, অন্যেরা না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক, প্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য্য জানিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করিতেছি। আমারদের দানে যদি এক বেলার জন্য এক জনেরো ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমারদের সাধু ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই যে আর সহস্র লোকে তাহার অনুগামী হয়। কৃপণতা, ক্ষুদ্র ভাব, পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাঁর বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি এক বৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে। যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পরিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই বৃষ্টি, সূর্য্য, যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্য-কিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্ন পান পাইতেছি; তাঁর কার্য্য কি সমুদয় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিব না? আমারদের প্রতি তাঁহার অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্প মাত্রাও পরিশোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে।

যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ। এই বিষয়ে ইংরাজেরা দেখ কত সাহায্য করিতেছে। দুই তিন বৎসর হইল, সেই পশ্চিমের লোকেরা তাহারদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারদের বাসগৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহারদের স্ত্রী পুত্রদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে শোণিত এখনো শীতল হয় নাই। কি মহত্ত্ব! তাহারা সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সেই সকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করিতেছে; শত্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে। তাহাদের তুলনায় আমারদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়। আমারদের মধ্যে ধনী, মানী, উচ্চ পদের লোকেরা, তাহারদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারদের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাহারা আমোদ কোলাহলেই মত্ত—পর-দুঃখে কিঞ্চিৎ মাত্রও কাতর নহে। বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারদের দুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা তাহাদের দুঃখে দৃক্‌পাতও করিতেছি না। ব্রাহ্মেরা যেন এই সাধারণ দোষে দোষী না হন। তাঁহারদের দৃষ্টান্তে যেন আর সকল লোকে অগ্রসর হইয়া এই মহৎ কার্য্যে সহায়বান্ হন।

আমরা সকলে দীন দরিদ্র—ধনী মানী আমারদের মধ্যে অতি অল্প। ঈশ্বর ধন সম্পত্তি দেখেন না; তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকটে ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্র ভাব দেখেন; যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া এক জন ক্ষুধার্ত্তকে এক বেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে দান করি। হৃদয়কে প্রীতি ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করি; আমারদের যেন কোন নীচ হীন লক্ষ্য না থাকে, আমারদের সাধ্যের যেন ত্রুটি না হয়। মুক্ত হস্তে, প্রশস্ত হৃদয়ে, যে যাহা পারি; তাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে দান সংগ্রহ ও নিম্নলিখিত সংগীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

রাগিণী দেশ।

কাল-রজনী আঁধারিল এ ভারত; এ ঘোর বিপদে রাখ তুমি, দেখ চেয়ে করুণানিধান।

দিবা রাত জ্বলে ঘোর শোকানল, রাশি রাশি চিতা সঙ্গে; দেখ চেয়ে করুণানিধান।

আহা চাহিয়ে কেহ দেখে না রে, আপন ভাবে না আপন ভ্রাতা জনে। দেখ দেখি, জননীর ক্রোড়োপরে শিশু শুখাইছে।

নাহি আর কেহ তার ত্রিভুবনে; রাখ তারে করুণানিধান।

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে চাঁদায় যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার নিদর্শন।

২৬ চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ২২৮৩।৵১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে ২২৫০
অবশিষ্ট ৩৩।৵১০

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য ৬০০ টাকারো অধিক হইবেক।

১। ফিরোজা রঙ্গের রুমাল ১ খানা
২। সবুজ ঐ ঐ ২ খানা
৩। লাল ঐ ঐ ১ খানা
৪। চিকনের ঐ ঐ ১ খানা
৫। জরদ রঙ্গের জোড়া ১
৬। লাল রঙ্গের জোড়া ১
৭। শাদা রুমাল ১ খানা
৮। টুপী ১০ টা
৯। ৪ গজ কালো রঙ্গের আলপাকা
১০। আনারসি কাপড়ের কাবা ১ টা
১১। হীরার অঙ্গুরী ২টা
১২। ফিরোজার অঙ্গুরী ১ টা
১৩। স্বর্ণ অঙ্গুরী ২টা
১৪। ১ ছড়া সোণার গোট
১৫। ঘড়ির শিকলি ১ ছড়া
১৬। ঝুমকা ১ জোড়া ও পাসা ১ জোড়া
১৭। বালা ভাঙ্গা সোণা
১৮। সোণার বাজু ২খানা
১৯। বোঁদা ২ টা
২০। টুকরা সোণা
২১। রূপার থালা ১খানা
২২। রূপার আতরদান ১টা, গোলাপপাস ১টা এবং ফুলদান ১টা
২৩। রূপার বিছা ১ছড়া ও বকলস ২টা।
২৪। ঐ ছাননা ১০টা
২৫। ঐ গোটের খামি ১ খানা
২৬। ঐ মল ১ জোড়া
২৭। ঐ ছোট মল ১ জোড়া
২৮। ঐ কাঁটা ২ টা
২৯। ঐ শিকলি ১ ছড়া ও চুটকী ২ টা
৩০। ঐ চিরুণি ২ খানা
৩১। পিতলের ঘড়া ১টা
৩২। পিতলের থালা ৩ খানা
৩৩। কোমর বন্দ ১টা
৩৪। গরদের ধূতি ১ খানা
৩৫। লাং ক্লাথ ২ গজ
৩৬। কাগজের টে ১ টা
৩৭। বালাম চাল ২ মোণ

দ্রব্যের নিদর্শন মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারিবেন যে কোন কোন স্ত্রীলোকেরা আপনারদিগের অলঙ্কার পর্য্যন্তও তাহাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং কাহারো কাহারো যেমন ইচ্ছা তত ধন দান করিবার ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহারদিগের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সকল অতি উদার ভাবে দান করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগের আত্মাতে নির্ম্মলা শান্তি প্রেরণ করুন।

FROM THE ENGLISHMAN 10th April 1861.

THE FAMINE IN THE NORTH-WEST.

From Revd C. Sloggett. *Honorary Secretary to the Punjab Famine Relief Fund, to* H. E. Perkins, Esq., *Officiating Secretary, dated Delhi, March 28th,* 1861.

"MY DEAR SIR.—I have just returned from Rohtuck and Hissar, and I hasten to report to you, for the information of the Committee, the result of my enquiries respecting those districts.

The Deputy Commissioner of Rohtuck. Captain Hawes, was good enough to write down for me a short memo of the state of his district, which I now annex.

Memo of relief required in the district of Rohtuck.

The district contains 550 villages, of which about 350 are solely dependent on the rain for their cultivation. Towards the relief of the destitute, infirm and aged, the sum of Rs. 9000 has been subscribed by private individuals, seven-eighths of which have been given by the Native community. This has lately been doubled by Government, and in addition the Lahore Relief Committee has kindly guaranteed the sum of Rs. 1000 monthly during the continuation of the famine.

There being many large towns in the District, arrangements have been made for daily distributions of food in all of them: relief also is given monthly to the utterly helpless and infirm in the smaller villages. In round numbers, Rs. 4000 per mensem are expended in this relief, and I think it will suffice for the support of all those who are unable to help themselves. What we chiefly now require, however, is employment for the able bodied of both sexes and of all ages. Many of the larger towns and villages have subscribed liberally towards the excavation of their village tanks, but the money thus subscribed besides about 15,000 Rs. sanctioned from the Local Funds, has been all expended. There is now scarcely one large work in progress, though two are under consideration, *viz.*, the metalling of the main line between Delhi and Bhewanee, *viâ* Rohtuck, and a new kutcha embanked road in a direct line from Bhewanee to Bahadoorghur. The Commissioner of the Division has been furnished with plans and estimates of both these works.

In addition to the above, a sum of Rs. 20,000 at least, expended on village tanks, would furnish emyloyment in the villages far removed from the road, and in which from the sandy nature of the soil, the construction of district roads is impracticable.

Owing to the scarcity of water in the main canal, it would be useless to extend branch canals or Rajbuhas. Roads and village tanks are therefore the only works I would recommend.

The Local Funds amount to upwards of Rs. 80,000 of which about Rs. 40,000 are still available. Some of the works requiring skilled labour entered in the Budget of 1861-62 might be changed for others of a more suitable nature.

I would add that I have personally inspected all the towns and villages, and even the recipients of this charity in many of them. I am also furnished with correct lists of all the really helpless in each village, and have so arranged that the funds at my disposal shall only be expended on the proper objects, and not lavishly thrown away on those able to work for themselves, or who have friends able to assist them.

The purda nusheens, (or women kept rigidly secluded,) are also provided for; a weekly allowance of grain being made over to each through the Lumberdars of the village."

This comprehensive and satisfactory memorandum leaves nothing to be desired in the way of information. The Committee will see by it that the sum of 1,000 now allowed monthly to this district will probably be sufficient. But this can only be the case if the large works, which Captain Hawes mentions for the employment of the able bodied poor, are at once sanctioned and taken in hand. If these be stopped these people will soon be reduced to a helpless and starving condition. The works however are so important and beneficial that I will hope no delay can occur. The metalled road to Bhewanee will open a line of traffic for a city, the trade of which is said to be not less than that of Delhi itself: while the tanks will provide work for those unable to go to a distance from their villages, and will materially tend to prevent the recurrence of a year of famine like the present.

In Hissar the distress is somewhat greater than in Rohtuck, although both districts are largely benefitted by the rich cultivation along the banks of the canal. Here it is probable that a sum of not less than Rs. 3,500 monthly must be given by our Committee, to enable the district officers to grapple in any effectual manner with the widely spread distress in these villages distant from the canal. The district is a very large one, and I was not able to obtain, at the time of my visit, any precise information as to the exact state of these villages. I hope and believe that measures will be taken to obtain it as soon as possible. When this shall be properly done, the Committee will feel that the whole amount of existing

distress has been correctly estimated; but for the present I can only inform them that relieving stations have been established at the following places throughout the district; and that to check imposition the amount of relief given was limited by the Local Station Committee to the number mentioned :—

At Hissar, food to be given to	500
Hansee, „ ..	300
Futteeabad, „	200
Runneeah, „	60
Berwalla, and Tohana „	200
Bhewanee, „ .	100

They found that the various public works set on foot afforded sufficient employment for the bulk of the needy population, and that relief within the above limits was apparently all that was required. Now however these works have been unavoidably stopped for want of funds, and a very large number of persons have in consequence come to the various stations beggars for relief. In Hissar for instance, where the limit of 500 had been found enough, 1500 were collected on the day of my visit. These were almost all able bodied, who ought to work for their daily food, but until work is sanctioned, they must be fed. If this be not soon given I fear that a much larger number of persons will absolutely require help than the revenues of the Fund could possible supply, and I hope therefore that no time will be lost in setting new works into operation. The great want of the district seems to be the making of a good pucka road throughout, if possible from Sirsa to Rohtuck and the Commissioner finds; no difficulty in employing all in this work, although in other more distressed districts it is confessedly too hard for the bulk of the half starved labourers. Upon the whole, from the most recent reports from the various relieving stations, the Secretary of the Local Relief Fund has given me the following estimate of the lowest amount at which the required relief can be calculated :—

or Hissar	1200	persons daily to be fed,
„ Hansee,	700	
„ Futteeabad,	400	
„ Runneeah,	150	or 3,350 persons
„ Beneralla and Tohanah,	300	for whom a daily
„ Toshan,	300	expenditure will
„ Sewanee,	200	be required of
„ Babul,	100	about Rs. 950 per
		week, To meet this

explenditure thay have collected within the district a total sum of Rs. 5,823, which with the Government equivelent, and the money received from our Committee, will leave them a available balance at the end of the present month of about Rs. 7,000—that about Rs. 1,400 a month for the next five months. Their assumed expenditure will be about Rs. 4000 a month, so they will require not less than Rs. 2500 to meet their estimated wants. I recommend the Committee to remit to them the above sum at least for the prsent. I hope it will prove sufficient if the works above mentioned are at once undertaken and the Committee must be guided by the future reports of the Local Committee, although I believe they may assume the above sum as coming very near the probable requirements of the district for the next five months.

I am, Sir,
Your obdt. servt.,
C. SLOGGETT.

—*Lahore Chronicle, March* 3.

CHRISTIANITY IN DANGER.

[FROM THE SPECIAL CORRESPONDENT OF THE ENGLISHMAN.]

4th March.

The Bishops are Still raving wildly against the "Essays and Reviews." The Upper House of Convocation has anathematised the *septim contra Christum*, as a clerical idiot has been pleased to call seven learned clergymen whose fault it is that they have got an inkling of Common sense before their fellows. Dr. Temple's essay, however, one would suppose to be harmless enough, and yet Rugby is suffering severely from his venturing to express himself like a man and not like a church parrot. Mr. Pattison's essay, again, is very learned, but it neither attacks, nor sneers at, what the narrow-minded choose to desiguate as doctrines necessary unto salvation. Mr. Goodwin never was a clergyman, having declined to accept holy* orders when he found that he was expected to turn into a machine. As to Baden Powell, one of the most scientific men of his day, he was, indeed, nominally a clergyman, but virtually he was a man of bold experiment, determined to seek the truth for himself and in his own way. Whether or not he caught any glimpses of the truth I cannot say, but he certainly came in for a goodly share of clerical abuse. In any case he is as far beyond the

reach of priestly rancour as of friendly criticism and eulogy. But the three remaining criminals, the Reverend Messrs. Wilson, Jowett, and Williams; they as least have spoken out firmly and with no uncertain sound. To say that they are infidels, or favourers of infidelity is to say an untruth, so far as the fact can be discerned from their writings. They simply refuse to accept every old wife's fable as inspiration, and insist upon ascertaining how much of the Scriptures is revealed truth, how much the accumulations and incrustations of ignorance and credulity. It is all very well for Soapy Sam to denounce the entire seven and to call for faggots, but the only effect of his intemperate zeal has been to create an almost unparallelled demand for the obnoxious book. Five editions in twelve mouths of a really dry and somewhat repellant work shows how widely diffused must be the germs of doubt. If people really believed in the religion they profess, they would turn with disgust from the idea of reading a book that denied any articles of their faith, or even implied the possibility of the prophets being sometimes dreamers, or under the influence of opinion. But here we have a heavy, uninviting volume scrambled for, because it is supposed, though erroneously, to upset the doctrine of atonement and indeed all the articles of the Christian faith. Poor Dr. Tait wrings his hands piteously over his dear friend Dr. Temple, but warms into kindly indignation when that abominable "Oxon" declares the whole seven to be equally wrong, and accuses the whole boiling of them of inculcating infidel doctrines. Such remarks, observes good "London," are unwarranted. Messrs. Longman will, I dare say, forgive the Saponaceous One, for they purchased the copyright of old Parker, at the lamented death of his son, and a right good thing they are making of it.

THE ENGLISHMAN, APRIL 10, 1861.

CORRESPONDENCE.

FROM FRANCIS W. NEWMAN ESQ.

TO THE BRAHMA SAMAJ

THROUGH THEIR SECRETARIES.

Dated London, 10 *Circus Road*, *2nd March* 1861.

Dear Gentlemen,

In reply to your acceptable letter of January 9th I will first state the facts of England and Europe, (as I view them) which bear on the prospects of Theism and Theistic churches, and will state my opinion of the prospect.

All our most influential literature and all the movement of mind acts in the direction of Theism. All the teachers of "orthodox" Christianity know and avow that there is no possibility of stopping between the ecclesiastical trinity and a total overthrow of the special Christian faith: and though the small sect called Unitarians (very estimable men in many cases; and a few, of eminent powers) strongly deny this, yet the sect itself looks with dread at its own leading minds, whose doctrine makes miracles an open question and vests in each of us an inspiration coordinate with that of the apostles. In this state of things, to say (what is the truth,) that very few active minded and highly educated men are orthodox trinitarians, is to say that nearly all these have thrown off all sharply-defined belief in Christianity. This is as true of England, as of the European continent.

Nevertheless, a very small fraction of the whole are willing to say publicly, *I am not a Christian.* This is partly from unwillingness to pain friends in their our family, or to lose the friendship and society of accomplished men, the higher clergy and others; partly, because they might damage their political prospects; partly, because they do sincerely reverence *much* in Christianity, and (unless they have given years of study to it, or are hard and clear thinkers) perhaps they have not finally renounced the possibility, that there may be *something* in it of the preternatural.

You are aware that a comparatively large number of writers in the last dozen years have avowed themselves, with their names, as essential unbelievers in the preternatural claims of Christianity. You ask, whether there is any outward union between them, or other rise of a Theistic Church. I reply, *there is none*; nor do I think a church could rise thus. They differ too much among themselves, they live in places too distant, and they will not risk the mortification of entering an organic society from which they might soon wish again to break away. And I fear that a majority of these writers know what they disbelieve, much better than how much they believe. They have eased

their hearts and minds by a protest against current falsehoods; but the positive truth which alone they have to teach (even when they hold a positive Theism) is believed already by their nation. It is seldom therefore that they can be animated by any great zeal for preaching it. There are two instances known to me of men who were originally Christian ministers and now are Theistic teachers; but the congregation has moved on nearly as the minister did. This was the way with Theodore Parker in America; and this is the only way in which I expect Theistic Churches. I am told that the congregation in Manchester to which Mr. John James Tayler (an eminent Unitarian) was minister, is prevalently Theistic, as a result of his teaching: and I cannot but think nearly the same is true of Mr. James Martinean's hearers.

I *slightly* know, but from what I know, I much esteem Mr. Chignell of Southsea. He was a Christian minister, but is now an *avowed* Theist, with his congregation. His zeal, faith and ability deserve to make him celebrated; and as he does not seem to be above 36 years old, it is still possible. But he has a poor congregation, and is forced to spend much of his energies in teaching, for the support of a wife and rising family. (I have just learnt that he has most reluctantly given up the task of public ministry.)

England contains too great a mass of highly cultivated minds to be much influenced by any individual, whatever his goodness or his powers. No great results will be perceptible, until they are brought about from Parliament, from our Universities, or from Foreign Reforms. These seem to me likely to act in sympathy. Seven of the most accomplished men in our Universities have lately excited scandal by a book of Essays which thoroughly abandons all that used to be regarded as the strongholds of Christianity. The bishops have signed a paper, unanimously *condemning* the book. A cry is now raised, demanding that they will *refute* it. The controversy thus raised cannot stop here. Forty years of active effort have shown that the Universities cannot sustain any consistent Christian *theory*. The laity are becoming scandalized at the untruthfulness manifestly fostered by subscription to Articles of Religion. How or when an explosion may take place, no one can foresee; but the steady onward movement of mind makes it certain at last; and whenever it comes, it must give the prospect of a Theistic Church. Before this happens, it is highly probable that a reform of the Church of Italy will be effected. I am informed that the Italians regard the Unitarian Christianity of England to be far too dogmatic and narrow a doctrine to be accepted by the reforming minds among them. *Their* reform, whatever its nature, is not likely to be encumbered by Articles of Religion. They have to clear off worse enormities than distressed England centuries ago: they have no wilful and bigoted king like our Henry VIII to make them stop short; and the atmosphere of Europe is now widely different. I expect that their movement will powerfully influence England. Theism, founded on pure wisdom, can only thrive as a result of general cultivation.

I have freely given you my thoughts. You will see that they can only in part be called facts, and even facts are seen differently by different minds. I proceed to explain more fully what I meant concerning Indian enlightenment. But let me first thank you for duplicate copies of 6 tracts, which arrived by the same post as your letter, and greatly interested me. I have sent one set to my friend Miss Frances Cobbe, and am lending them to a few other persons.

I trust you will not suppose that I for a moment undervalue direct religious agencies. Preaching, religious books, religious tracts, religious teaching in schools,—so far as they are allowed to go on,—so far as you can get books read and considered,—are the very best ways of propagating truth. But unfortunately, in the vast majority of instances, people will not hear the talk, and will not or cannot read the book: and even when they do, their minds are too inflamed, too weak, too unprepared, to receive the truth presented. It is so in England, and I make sure it must be still more so in India. The European literature of the 3 last centuries, (I mean, that which is *not* avowedly religious) is the great agency which has elevated European religion, by strengthening and informing the mind. This is fully understood by the thousands of accomplished Englishmen, who are virtual but not

professed Theists. They know that good "secular" education would cure the Hindoos of idolatry, and by bringing them into sympathy with Europe make it possible for the British Government to admit them into real and full political equality, without which the British rule of India must degenerate into a tyranny, and end by making us hated. The recent mutiny has awakened deep ponderings of heart. We all *wish* to be just to India, though with the officeholder the wish is apt to be a vain abstraction. I may be wrong: I may be too sanguine: but my belief is, that thousands of Englishmen, who never subscribe to missionary societies, who look on that as fanaticism, would zealously give money and time, and eagerly watch the results, in order to propagate *secular knowledge* in India, *in response to a call from India itself.* I cannot move to originate it, or I shall fail. * * But if your Church wrote an *Appeal to the English Public*, and entrusted it to me, I would try to bring it before the public. * * * The agency which I think to be needed is 3 fold: (1) Schools; (2) Lectures and Public Conversations; (3) Tracts and Cheap Books. The last should be prepared in substance by Englishmen and translated by natives; not excluding composition by natives who have had a European education. I have had sent to me lately an interesting account of the Student's Society at Bombay. They seem to succeed excellently—(my account was only up to 1856)—but they have the advantage of the large and wealthy community of Parsees.

* * * * * * * * *

Miss Cobbe warmly reciprocates your kind message, and is gratified by reading your tracts. Our progress may be slow, but it is sure: therefore let us trust in God and take courage.

Heartily yours in that cause,

F. W. NEWMAN.

———

————————" One adequate support
For the calamities of mortal life
Exists—one only; an assured belief
That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good.
—The darts of anguish *fix* not where the seat
Of suffering hath been thoroughly fortified
By acquiescence in the Will supreme
For time and for eternity; by faith,
Faith absolute in God, including hope,
And the defence that lies in boundless love
Of his perfections; with habitual dread
Of aught unworthily conceived, endured
Impatiently, ill-done, or left undone,
To the dishonour of his holy name.
Soul of our Souls, and safeguard of the world
Sustain, thou only canst, the sick of heart;
Restore their languid spirits, and recal
Their lost affections unto thee and thine!"

* * * * * * * * *

—Come, labour, when the worn-out frame requires
Perpetual sabbath; come, disease and want;
And sad exclusion through decay of sense;
But leave me unabated trust in thee—
And let thy favour, to the end of life,
Inspire me with ability to seek
Repose and hope among eternal things—
Father of heaven and earth! and I am rich,
And will possess my portion in content!

WORDSWORTH.

———

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে দীক্ষিত হইবার এক মাস পূর্ব্বে উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা সংবাদ করিবেন এবং তাহাতে তাঁ[illegible]ার নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম, বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

———

যাঁহারা উত্তর-পশ্চিমের দুর্ভিক্ষ উপশমের নিমিত্ত সাহায্য করিতে মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে তাহা প্রেরিত হইবেক। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিলেও তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবেক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক।

———

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহার মূল্য ||০ আট আনা এবং উত্তমরূপে বাঁধান ১ এক টাকা।

———

বৈরাগ্য শতক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা।
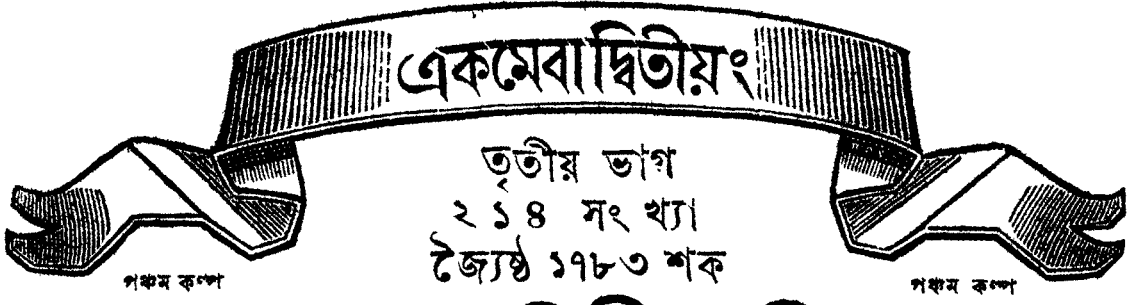
১১ বৈশাখ সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিযুগাব্দ ৪৯৬২।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব বর্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ। শুক্রবার। ১৭৮৩ শক।

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে সম্বৎসর কাল অতিক্রম করিয়া অদ্য নব সূর্য্যের সঙ্গে নব উৎসাহ লাভ করিয়া তোমার উপাসনার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি। আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিকে উজ্জ্বল কর। পূজার নব নব সামগ্রী আমাদের নিকটে প্রেরণ কর, আমরা তাহা তোমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহাই প্রীতি পূর্ব্বক তোমার চরণে আমরা অর্পণ করিব। আমাদের আপনাদের কি আছে, সকলই তোমারই। অদ্যকার সূর্য্য-কিরণের দ্বারা যেমন সকল পৃথিবীকে পালন করিতেছ, আমাদের আত্মাকে সেই রূপ নব উৎসাহে পূর্ণ কর, যাহাতে তোমার পৃথিবীর উপকার করিতে পারি। আমাদের আপনার বলে কিছুই সাধ্য হয় না—আমাদের দুর্ব্বলতার বল এক মাত্র তুমি, তুমি সহায় না হইলে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি সহায় না হইলে আমরা এক নিমেষের নিমিত্তেও চক্ষু উন্মীলন করিতে পারি না। তুমি আমাদের প্রাণ-স্বরূপ। তোমার অমৃত ভাবে আমাদের সকলের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত কর। আমাদের আত্মাতে তোমার বল আধান কর। সূর্য্য যেমন নবীন উৎসাহের সহিত অদ্য উদয় হইয়াছে, আমাদের আত্মাকে নবীন উৎসাহে পূর্ণ কর। তুমি সূর্য্যের সূর্য্য—তুমি আমাদের সকল অন্ধকারের জ্যোতিঃ। সূর্য্যের অমৃত কিরণে যেমন দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়—মলয়-হিল্লোলে যেমন দুর্গন্ধময় স্থান পবিত্র হয়—সুনির্ম্মল জলে যেমন সকল মলা প্রক্ষালিত হয়; সেই রূপ তুমি তোমার অমৃত বারি সিঞ্চিত করিয়া আমাদের মনের মালিন্য অপসারিত কর—তোমার মলয় বায়ুর হিল্লোলে আমাদিগকে পবিত্র কর। হে অন্তরের অন্তর! তোমাকে বলিতে হয় না যে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। যেমন তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, তেমনি তুমি আমাদের নিকটেই আছ। তুমি যেমন আমাদের পূজনীয়, তেমনি তুমি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছ; যখনি পবিত্র হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করি, তখনি তোমা-

কে দেখিতে পাই। যদি এই নব বর্ষের প্রথম উন্মীলনে তোমার উজ্জ্বল মুখ না দেখিতে পাইতাম, তবে কোথায় আমাদের আশা, কোথায় আমাদের আনন্দ থাকিত। এক্ষণে তোমার অমৃত আনন্দ উপভোগ করিতেছি; সমুদয় বৎসরে যেন তাহা আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে, তোমার আনন্দে যেন সমুদয় জগৎ সংসার পরিব্যাপ্ত হয়। তোমার আনন্দ যেন সকল হৃদয়কে প্লাবিত করে। তোমার অমৃত সহবাস পাইলে আমরা সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারি। তুমি নিকটে থাকিলে আমাদের কোথায় ব্যাকুলতা, কোথায় ভয়, কোথায় মোহ, কোথায় শোক; কেবল আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হয়; কেবল শান্তির সমীরণ বহিতে থাকে। তোমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে আমাদের আর ক্ষুদ্র ভাব থাকে না। আমরা যে এমন অপবিত্র, তোমার সহবাসে আমরাও পবিত্র হই। তুমি পবিত্রতার প্রস্রবণ, তোমা হইতেই পবিত্রতা প্রবাহিত হইয়া আমারদিগকে পবিত্র রাখিতেছে। তোমার যে কি অপার করুণা, আমরা প্রতিদিনই তাহার পরিচয় পাইতেছি। যখনি আমরা তোমাকে প্রার্থনা করি, তুমি অমনি আমারদিগকে দেখা দেও। এক এক বার ভয় হয়, বুঝি তোমার দর্শন পাইব না; কিন্তু যখনি ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে অন্বেষণ করি, তৎক্ষণাৎ তোমাকে দেখিতে পাই—দেখি যে অন্তরের ধন অন্তরেই আছে। তুমি আমারদের হৃদয়ের ধন। তুমি কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ কর না। আমারদের দোষ দেখিয়াও আমারদিগকে কখনই তাচ্ছিল্য কর না। আমরা তোমার যোগ্য পাত্র কখনই নহি। তোমার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারি, আমারদের এমন কিছুই নাই। যখন আপনাকে দেখি, তখন হীনতা মলিনতাই দেখিতে পাই। যখন তোমাকে দেখি, তোমার অপার উদার করুণাতে আর্দ্র হই। তুমি আমাদের সকলই, তোমার প্রসন্নতাই আমাদের সর্ব্বস্ব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব বর্ষে নিবাধই ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ শুক্রবার ১৭৮৩ শক।

বক্তৃতা।

অদ্য নব বর্ষের আরম্ভ। অদ্য কি আনন্দের দিন। সেই প্রাণ-দাতা মঙ্গল-বিধাতা করুণাময় জগৎ-পিতা, যাঁহার প্রসাদে আমরা বিগত বর্ষে কত প্রকার সুখে নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়াছি, অদ্য সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মগণ! এক বার আলোচনা করিয়া দেখ, তাঁহার করুণা-কৌমুদীর মনোহর আলোকে আমারদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ কেমন সুচারুরূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে; বিগত বর্ষের একটী মাস, একটী পক্ষ, একটী দিন বা একটী মুহূর্ত্ত কি এমন হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার করুণার স্নিগ্ধময় জ্যোতি আমারদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিপতিত হয় নাই? আমারদিগের শরীর কত শত প্রকার ঘটনাতে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তাহাকে তিনি কেমন যত্নে অসংখ্য প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। রাত্রিকালে যখন আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, তখন তিনিই আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের অন্ন-পান বিধান করিয়া আমারদিগকে সুস্থ ও সবল রাখিয়াছেন। তিনি আমারদিগের শরীরকে কেবল রক্ষা করিতেছেন, এমত

নহে, তিনি আমারদিগের আত্মাকে কত প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃত পথে কেমন অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন। যখন আমরা মোহবশতঃ তাঁহাকে ভুলিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছি, তখন তিনি আমারদিগের মনে এই সত্য প্রদীপ্ত করিয়াছেন যে "তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার।" তিনি কত সময়ে আমারদিগের হৃদয়ের গাঢ়তর মোহ-কবাট ভেদ করিয়া আমারদিগের আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছেন ও আমারদিগের নির্জ্জীব মনকে সজীব করিয়া তাঁহার প্রেম-রসে রসিত করিয়াছেন। তিনি নিয়তই আমারদিগের মনে এরূপ উন্নত ভাব প্রেরণ করিতেছেন; যাহাতে আমরা সমুদয় কামনা, আশা, ভরশা, বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেবল তাঁহাতেই অর্পণ করি; কেবল তাঁহার কার্য্য বলিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়-বাসনা বিষয়-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই ও নির্ম্মল শান্তি-সুখ ভোগ করি। তাঁহার করুণা আমরা বিপদ্ সময়েও অনুভব করিয়াছি। তিনি যদিও আমারদিগকে কখন কখন বিপদ সাগরে পতিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা এই নিমিত্তে যে আমরা তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার শীতল আশ্রয় লাভ করি; তিনি বিপদ-তরঙ্গে আপনি কাণ্ডারী হইয়া তাঁহার অভয়কূলে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব? তিনি আমারদিগের পরম করুণাময় পিতা মাতা, পরম সুহৃদ, পরম আশ্রয়, পরম ধন ও পরম সুখের প্রস্রবণ; তিনি আমারদিগের অন্তিম পরম গতি, তিনি আমাদিগের চিরকালের সম্বল। হা! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব? আমরা যত দিন অজ্ঞান ছিলাম, তত দিন তাঁহাকে জানিতে পারি নাই; কিন্তু এখন যখন তাঁহাকে জানিয়াছি তখন তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের অত্যন্ত উচিত নহে? শিশু সন্তান যত দিন অবোধ থাকে, তত দিন সে পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ কিছুই বুঝিতে পারে না; কিন্তু সে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতা মাতাকে জানিয়া শুনিয়া যদি তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করে, তবে কি তাহার গুরুতর প্রত্যবায় হয় না? তবে আমরা অনন্ত পিতা পাতার করুণা অনুভব করিয়াও যদি তাঁহাকে কায়-মনো-বাক্যে ভক্তি ও প্রীতি না করি, তবে কি আমরা তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইব না? হে বন্ধুগণ! আমরা বিগত বর্ষে কত সময়ে তাঁহার স্মরণ মনন, তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠ, কত সময়ে সাধু সঙ্গ করিয়া আমাদিগের মলিন ভাব-সকল প্রক্ষালন করিয়া উন্নত ভাব ধারণ করিতে পারিতাম; আমরা কত সময়ে পরের অজ্ঞান ও দুঃখ বিমোচন প্রভৃতি কত শত প্রকার শুভানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা আমারদিগের ধন, সময়, বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ্য, কত বৃথা কর্ম্মে ক্ষেপণ করিয়াছি। আমরা বিষয়ের জন্য এরূপ দীপ্তশিরা হইয়াছি, বিষয়-আরাধনায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছি যে ঈশ্বর আমারদিগের পরমারাধ্য দেবতা না হইয়া বিষয়ই আমারদিগের দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আমরা কোথায় ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে অনায়াসে স্বীকার করিব, না আমরা বিষয় লাভ বা লোকের অনুরোধে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপথে পদার্পণ করিতে তাদৃশ সঙ্কুচিত হই নাই। আমরা স্বার্থ অভিমান ও নিজ নিজ প্রবৃত্তি বিশেষের এরূপ বশম্বদ

হইয়াছি যে আমরা ঈশ্বর-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে আমারদিগের লজ্জা উপস্থিত হইতেছে। হে ভ্রাতৃগণ! বিগত বর্ষে আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আইস সকলে মিলিয়া দয়াময় পরম পিতার নিকট একান্তে অনুতাপিত হৃদয়ে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ও মনের সহিত প্রার্থনা করি, যেন আগামী বর্ষে কি আর কখন তাদৃশ অপরাধে অপরাদ্ধ আর না হই। আইস সকলে মিলিয়া অনুতাপিত মনে ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পদতলে নিপপিত হই; তিনি দয়াময়, তিনি অনুতাপিত জনকে আপন ছায়া দান করিয়া আপন ক্রোড়ে স্থানার্পণ করেন।

"ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেম-দাতা আ-ছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।" ব্রহ্ম-সঙ্গীত

আগামী বর্ষে যেন তিনি আমারদিগের মনে নিরন্তর জাগরূক থাকেন, যেন তাঁহাকে আর কখন বিস্মৃত না হই। যদি আমরা সম্পদ্ লাভ করি, যেন তাহা তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই ও সম্প-দের যথার্থ ব্যবহার করি; যদি বিপদে পতিত হই, তবে তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার অভয় শরণ লই। আগামী বর্ষে তাঁহাকে নিকট জানিয়া তাঁহার অনুমোদিত সামা-জিক উন্নতি সাধন, দেশের কুরীতি সংশো-ধন প্রভৃতি, হিতকর বিষয় যেন আমরা সাধ্যমত সম্পাদন করি ও তাহাতে লোকের বিরাগ-ভাজন হইলেও আমরা যেন অকুতো-ভয়ে বলিতে পারি যে "কি ভয় লোক-ভয়ে"। আমরা যেন সকলে মিলিয়া এক পরিবার হইয়া তাঁহার আরাধনাতে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে, সতত নিযুক্ত থাকি ও আমারদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যেন নিয়তই বিরাজমান থাকে। এক্ষণে আইস, সকলে মিলিয়া কর-যোড়ে সেই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, যিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা-স-কল অবশ্যই সংরক্ষণ করিবেনও শুভ ফলে পরিণত করিবেন। হে পরম বন্ধু! তুমি গত সম্বৎসর কাল আমারদিগকে তোমার প্রীতি-সুধা পান করাইয়া জীবিত রাখিয়াছ, ও তোমার প্রীতি নূতন রূপে সম্ভোগ করা-ইবার জন্য অদ্য অভিনব বর্ষে আমারদি-গকে পদার্পণ করাইতেছ। তোমাকে অগণ্য নমস্কার। হে করুণাময়। তোমার করুণা-সূর্য্য যেন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে সততই বিকসিত রাখে ও তাহা তোমার প্রতি প্রীতি-রূপ গন্ধ যেন নিয়তই প্রদান করে। অদ্য তোমাকে এখানে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া আমারদিগের হৃদয় আনন্দ-ভরে উদ্বেল হই-তেছে; মনে হইতেছে যে তোমাকে চির দিন হৃদয়ে রাখিব, আর কখন তোমাকে ছাড়িব না; তোমার প্রদর্শিত পুণ্য-পথ আর কখনই পরিত্যাগ করিব না। হে অমৃত-নিকেতন! তুমি আমারদিগের মনের এই দৃঢ়তা রক্ষা কর, আমরা তোমার একান্ত শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমারদিগের পরম গতি, পরম আনন্দ সম্পাদন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তিতিক্ষা ও দৃঢ়তার জন্য প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তোমার অক্ষয় বলে আমার আত্মাকে বলীয়ান্ কর। তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাহাতে সংসা-রের সকল বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অটল থাকিতে পারি, তুমি আমাকে এইরূপে শিক্ষা দেও। লোক-ভয় ও সংসারের অধীনতা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

আমার সমুদয় জীবন যাহাতে তোমার কার্য্যে সমর্পণ করিতে পারি, আমাকে এই প্রকার অনুরাগ প্রদান কর। আমি যেন তোমার ধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থাপন করি, সত্যকে যেন অবিচলিত চিত্তে রক্ষা করি এবং তোমার প্রসন্নতাই যেন আমার সর্ব্বস্ব হয়। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রীতি যেন এই রূপ হয়, যাহাতে তোমার জন্য আমার সমুদায়ই আনন্দের সহিত বিসর্জন করিতে পারি; কেন না তুমি আমারদের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। যদি জরা মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করে—যদিও সমুদয় লোক আমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হই। সত্যের জন্য যেন আমি প্রাণ-পণে সংগ্রাম করি। তোমার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যদি আমার প্রাণও দিতে হয়, তাহাও যেন অম্লান বদনে তোমাকে দান করি। হে নাথ! তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমিই আমার বল—তুমিই আমার জীবন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! এই সংসারের নানা প্রলোভনের মধ্যে তুমিই আমার এক মাত্র আশ্রয় স্থান। তোমাতেই আমার সকল আশা। পাপ-তাপে তাপিত হইয়া আর কোথা গিয়া আমার তাপিত প্রাণকে শীতল করিব। আমি তোমারই, হে নাথ! চিরকাল আমি তোমারই। তোমার নিকটেই আমি ক্রন্দন করি। আমাকে দোষী দেখিয়া পরিত্যাগ করিও না। তোমার নিকটে আমার যে কত অপরাধ, তাহা কি বলিব? তোমার পুত্র হইয়া, তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তোমার আজ্ঞা আমি অবহেলা করিয়াছি। তোমার প্রীতিতে চির দিন লালিত পালিত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে নিয়তই আদেশ দিয়াছ, তোমার মঙ্গলময় পথে সতত আহ্বান করিয়াছ; আমি তাহা শ্রবণ করিয়াও পালন করি নাই। আমার প্রতি তোমার অপার প্রেম; কিন্তু আমি তোমাকে প্রীতি করি না, সংসারেই আমার সমুদয় প্রীতি বদ্ধ আছে। আমার অপরাধের সীমা নাই — তোমার উজ্জ্বল সন্নিধানে যাইতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হে মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা পরমেশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর—অনুতাপিত হৃদয়ে ব্যাকুল চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার সমুদয় পাপ ভস্মীভূত কর। নীচ চিন্তা, মলিন কামনা, যেন আমার মনে স্থান না পায়। অন্ধকার সাংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আমার চিত্তকে তোমার দিকে লইয়া যাও। যে কোন প্রবৃত্তি, যে কোন কামনা, তোমা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহা তুমি হৃদয় হইতে উন্মূলন কর। আমার সমুদয় ধর্ম্মচেষ্টাতে যেন তোমার প্রতি একান্ত ভাবে দৃষ্টি করি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মৃত্যুকালীন প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! সংসার হইতে আমি এক্ষণে অবসৃত হইতেছি; আমার সকল সুখ সম্পদ্ এখন আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমার বন্ধু বান্ধব কেহই আমার সঙ্গী হইল না; যেমন একাকী আসিয়াছিলাম, একাকীই গমন করিতেছি, সংসারের সমুদয় বস্তু হই-

তে বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমার নিকেতনের অভিমুখী হইতেছি। হে পিতা পাতা সুহৃৎ! তোমার যে কত করুণা আমার উপর বর্ষণ হইয়াছে, তাহা কখনই বিস্মৃত হইব না। হে পতিত পাবন! আমি যে সকল কুটিল পাপ করিয়াছি, তুমি তাহা সকলি জান। তোমার অমৃত ভাব প্রেরণ করিয়া আমার মলিন হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর। আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। আমার এই অসহায় নিরুপায় অবস্থাতে তোমার প্রীতি যেন আমাকে উন্নত রাখে। আমার শরীরের সমুদয় স্ফূর্ত্তি অবসন্ন হইয়াছে; এখানকার কিছুই আর আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, এখানকার সকলি আমার নিকটে অন্ধকার হইয়াছে; কেবল তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নয়নের আলো হইয়াছে। সর্ব্বাত্মার সহিত তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। এ দুঃসময়েও তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই; যখন আমার আর কেহই নাই, তখন তোমার হস্ত আমার মস্তকের উপরে রহিয়াছে। তুমি আমাকে আশা দিতেছ যে কখনই পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার শীতল আশ্রয়ে রক্ষা করিবে। তুমি আমার চিরকালের ধন—চিরজীবন-সখা; চিরকালের পিতা ও সুহৃদ্; আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগকে এক্ষণে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; তুমি তাহাদের সকলকে রক্ষা কর। সংসার এখন আমার নিকটে অন্ধকার হইতেছে, আমি যেন তোমার অমৃত ধামে গিয়া জাগ্রত হই এবং তোমার প্রীতি ও আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব ও মঙ্গল অভিপ্রায় অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে; বিশ্ব-রূপ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই জ্ঞান-নেত্রের প্রত্যক্ষ হয়। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপ প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে "ব্রহ্মবাদিরা বলেন"।

ব্রহ্মবাদিরা কি বলেন, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইতেছে।

২

যাঁহা হইতে এই ভুত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন

করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদিগের প্রভু। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তি সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংশ করিতে পারি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে।

৩

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি।

৪

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পর ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেক, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন, বাক্যের বাক্য রূপে, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় রূপে, নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্ন্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণ-দাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্বসংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৫

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

যে মঙ্গলময়ের প্রেমরস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে।

৬

কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীব সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণি জঙ্গম, কোথায় বা তাহারদিগের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা সুখ সৌভাগ্য থাকিত; যদি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর এই জগৎ সংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়ম প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ব-পাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিযা যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতা মাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান না করিলে আমরা এ প্রকার সুখে লালিত পালিত হইতাম না। তিনি বাহ্য বিষয়-সকলকে শোভাযুক্ত না করিলে এবং শোভার সহিত সুখের সম্বন্ধ না করিয়া দিলে, আমরা শোভা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম না। জ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তিনি সুখ সংযুক্ত না করিলে আমরা পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভে অধিকারী হইতাম না। অতএব যে অবস্থায় যাহা হইতে যত সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই; তিনিই আমারদিগকে আনন্দ বিতরণ করেন। আহা! তাঁহার কি করুণা! তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানা

প্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদিগের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা বিষয় সুখে তৃপ্ত না হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতক পক্ষীর ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাৎ তাঁহারদিগের হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের নয়ন-যুগল হইতে শোক-সন্তপ্ত অশ্রু-সকল মার্জ্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয়-পদ্মকে বিকশিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন।

৭

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়, পরমেশ্বরকে এক মাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি।

৮

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলা-বদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগার স্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্ব-সংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৯

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে।

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরম সম্পদ; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদ্‌ই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ

সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরম আনন্দের বিষয়; এই ব্রহ্মলাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা মাত্র।

ইতি প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২ কার্ত্তিক বুধবার ১৭৮২ শক।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ-প্রবর্ত্তকঃ।

আমারদের কি সৌভাগ্য! আমারদের সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যিনি "সত্যমেবাযতনং" যিনি "সত্যস্য সত্যং" তিনিই সত্য-ধর্ম্মের প্রাণ ও আশ্রয়। তিনি সত্যের আলোক সকল স্থানেই প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমারদের সাহায্যের নিমিত্তে এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত; যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্ট-রূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতে তাহার প্রচার করেন; প্রাণ, মন, আত্মা, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণ-পণে সিদ্ধ করেন। ঈশ্বর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক—তিনি তাঁহার আজ্ঞাকারী ও ধর্ম্মের প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যেও অপরাজিত হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। আর কিছুতেই তিনি এমন আনন্দ পান না। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে বাহিরে নানা কঠোরতা ও বিপদে আবৃত করিয়া শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকেই তাহার পুরস্কার দিয়া তাহার আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করেন। তিনি নিজে তো আনন্দময় এবং তিনি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরও সুখের কিছুই অভাব রাখেন না। যে আত্মা তাঁহার বলে বলী; সে সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বাধা, অতিক্রম করিয়া তাঁহার পদতলের মঙ্গল-চ্ছায়া লাভ করে। তিনিই তাহার বল, তিনিই তাহার অন্ন, তিনিই তাহার ভৃতি ও পুরস্কার।

পরমেশ্বর যখন স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তখন সর্ব্বত্র সত্য-ধর্ম্মের যে প্রচার হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় লোক সত্যকে গ্রহণ করিবে—সত্যকে আলিঙ্গন করিবে। কালেতে এই ফল ফলিবে। কিন্তু প্রতি জনেরই এই বিষয়ে যোগ দিতে হইবে। এমন মঙ্গল কার্য্যে কাহারো যেন অবহেলা না থাকে। যদিও কেহই তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করিতে পারে না; তথাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগ দিলে তাহাতে আমারদেরই গৌরব। দেব-প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু আত্ম-প্রভাবের ও আন্তরিক যত্নের যেন ত্রুটি না থাকে। যিনি আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়াছেন এবং আমারদিগকে প্রার্থনা-রূপ বাক্য দিয়াছেন; তাঁহার কি ইহা অভিপ্রায় নহে যে আমরা তাঁহার কার্য্য সমুদয় আত্মার সহিত সম্পন্ন করি এবং তাঁহার প্রসাদের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি? তিনি যে তাঁহার জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, আমরা যেন তাহা

চক্ষে গ্রহণ করি। যখন তাঁহার কৃপা-বারি পতিত হয়, তখন তাহা যেন আমরা হৃদয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ধারণ করি। তাঁহার প্রসাদ ক্রমিকই অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমাদের যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, প্রীতি চাই, অনুরাগ চাই, স্পৃহা চাই, তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারি।

জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ কর। তাঁহাকে কে দেখিতে পায়? আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়ী করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। সত্যকে পাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রশস্ত কর। আমারদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে তাঁহার সত্য-ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে—প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা যায়, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া উপভোগ করিতে পারি।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপ অবলোকন কর। এখনই ইহার প্রশস্ত সময়। এই পবিত্র সময়কে কখনই অবহেলা করিও না। এখন একবার আত্মাতে সেই সত্যকে অবধারণ কর। হয়ত কল্যই এই আমারদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে। সেই সত্য-স্বরূপকে এক বার দেখিতে পাইলে আর আমারদের ভয় থাকিবে না। যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মৃত্যু হইলেই বা কি?—আমারদের জীবনতো কৃতার্থ হইল। কিন্তু যদি তাঁহাকে না জানিয়া এখান হইতে অবসৃত হই, তবে আমরা অতি কৃপা-পাত্র। কোন অবসরকে যেন আমরা লঘু মনে না করি। যে কোন প্রশস্ত সময় তাঁহাকে পাইবার অনুকূল হয়, তাহা যেন অবহেলা না করি। এখনই সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ দেখ। জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া এক বার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। তিনি সত্য বস্তু—তিনি পরম বস্তু। তিনি সকল আধারের মূলাধার। তিনিই বস্তু—আর সকল তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। পশু, পক্ষী; বৃক্ষ, লতা; প্রস্তর, ধাতু; তিনি সকল সত্তার সত্তা, সকল মূলের মূল—সকল সত্যের সত্য। সেই এক হইতে এই সমুদয় নিঃসৃত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। সকলি তাঁহাতে স্থাপিত রহিয়াছে। এই অস্থায়ী জগৎ যে সৎ হইয়াছে, সে তাঁহার সত্য ভাব গ্রহণ করিয়াই সৎ হইয়াছে। তিনি বিশ্বাধার মূলাধার পরমেশ্বর—সত্যই তাঁহার আয়তন; জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে ধারণ কর কর। এক বার মনে করিয়া দেখ, তিনি জ্ঞানের কেমন আশ্চর্য্য বিষয়। তিনিই পরম সত্য। তিনি প্রাণ-স্বরূপ। তিনি সমুদয়ের প্রাণ-রূপে, অন্তরাত্মা-রূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অবলোকন কর।

তিনি সত্যের সত্য। যে সত্য হইতে আর মিষ্ট বাক্য নাই—যে সত্যের জন্য কত লোকে অনায়াসে প্রাণ দান করিয়াছে; তিনি সেই সত্যের সত্য, তিনি পরম সত্য, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার ভাব কেমন হৃদ্গত হইতেছে। এই কথাতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; এ সকলই কি সহজে প্রকাশ পাইতেছে। যখনই তাঁহাকে বলি, "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" তখনই তাঁহাকে জীবিতবান্ ঈশ্বর রূপে দেখিতে পাই।

তিনি পরম বস্তু, এবং তাহা হইতেও অধিক তিনি পরম পুরুষ। বস্তুর সঙ্গে সে প্রকার চেতন ভাব, জীবিত ভাব, স্বতন্ত্র ভাব, প্রকাশ পায় না। তিনি পূর্ণ পুরুষ—তিনি "চেতনং চেতনানাং" তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ" তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহাকে পুরুষ রূপে দেখিলেই আত্মার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্ট-রূপ যোগ দেখিতে পাই। সেই পূর্ণ পুরুষের যাহা ইচ্ছা, তাহাতেই মঙ্গল বিধান হইতেছে। তিনি অন্য কাহারো কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন না, তাঁহার কেহ নিয়ন্তাও নাই এবং অধিপতিও নাই; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তিনি সত্য-কাম। তিনি সত্য-সঙ্কল্প। তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা। তিনি মঙ্গলের জন্যই সকলি বিধান করিতেছেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই জগতে সম্পন্ন হইতেছে—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা। তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায় কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না; তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না; তিনি আপন ইচ্ছাতে, আপন আনন্দে, সহজে সকলই সম্পন্ন করিতেছেন।

সেই পরমেশ্বরই আমারদের প্রভু; তিনি আমারদের পূজনীয়, তিনি আমারদের সেবনীয়: তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বত্রই জাগরূপ রহিয়াছে। তিনি কেবল বিষয়-রাজ্যের রাজা নহেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যেরও রাজা; তিনি কেবল জড় জগতের ঈশ্বর নহেন—তিনি আত্মার অধিপতি, তিনি পাপের মোচয়িতা, তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, তিনি চিরজীবনের উপজীবিকা। পিতা, কি মাতা, কি কোন এক শব্দে, তাঁহার সকল ভাব ব্যক্ত হয় না; তিনি আমারদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা, সকলি; তিনি আমারদের অন্তরের অন্তর। তিনি অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর, আত্মার সঙ্গে তাঁহার জীবিত সম্বন্ধ; তিনি আত্মাতে স্বাধীন ভাব দিয়া তাহাকে তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চ পদে; আমরাও পুরুষ। পিতা পুত্রের ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে মিল আছে। তিনি পূর্ণ মঙ্গল, আমারদের সাধু ভাব আছে; তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, আমারদের পবিত্রতা ও পুণ্যভাব আছে; তিনি স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব, আমারদের কর্ত্তৃত্ব আছে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু আত্মাকে উন্নত করিলে তবে সেই সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আমরা যত সাধু-ভাব, পুণ্য-ভাব, ধর্ম্ম-বল, উপার্জ্জন করি; তত সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে গ্রহণ করিতে থাকি। আমরা যদি পশুর ন্যায়ই থাকি, তবে পশুরা যাহা জানে তাহাই জানি; আহার নিদ্রা; এই সকলই জানিতে পারি। আমরা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত উন্নত হইতে থাকি; তত ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। আপনাকেই যদি পুরুষ রূপে না বুঝিতে পারি, তবে সেই পরম পুরুষকে কি বুঝিব? যদি সত্য উপার্জ্জন না করি, তবে পরম সত্যকে কি প্রকারে ধারণ করিব? আপনি পবিত্র না থাকিলে ঈশ্বরের সেই অখণ্ড পবিত্রতা ও মঙ্গল-ভাব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব? যাঁহারা বলিয়া বেড়ান, ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রীতি করা যায় না, তাঁহার সহিত সহবাস হয় না; তাঁহারদিগকে আর কি বলিব? এই বলিতে পারি; আপনারা পবিত্র হও, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর—ঈশ্বরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর;

অবশ্যই সেই অভয়-পদের আশ্রয় পাইবে—তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিবার যত্ন করার অগ্রে কেহ যেন মুখে না বলেন, তাঁহাকে স্মরণ করা যায় না, মনে করা যায় না, প্রীতি করা যায় না,—চিরকাল যাহা ঈশ্বর-পরায়ণেরা বলিয়া আসিতেছেন, সে সকলই মিথ্যা—সকলি প্রলাপ-বাক্য; কিন্তু তিনি আপনাকে অগ্রে পবিত্র করুন, এবং সকল অপেক্ষা যাহা প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অবলম্বন করুন—তাঁহাকে প্রার্থনা করুন; অবশ্যই সেই সত্য-স্বরূপকে দেখিতে পাইবেন; কেন না যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না। এই সত্য।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। আজি কর রে জীবনের ফল লাভ।

হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভু-চরণে ছাও রে ছাও॥

নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা গাঁথি গাঁথি দে উপহার।

বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগাত তাঁরি, প্রচার সকল সংসারে॥ ৩০॥

রাগিণী ললিত—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে; রবি, শশী, তারা, শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে। কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে; কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমাবে না পাই॥ ৩১॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননি, অখিল বিধাতা; নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব; কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর; সম্পদ বিষ-সম তোমায় ছাড়িয়ে; না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে॥ ৩২॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল আড়াঠেকা।

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে ভজ রে ভব-তারণে।

ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দেও প্রভুর চরণে॥ ৩৩॥

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে।

গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত-মন্দিরে বিরাজেন সপ্রকাশ।

দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর অনুপম॥ ৩৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

এমন দিন না রবে, তা জান; এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।

চির দিন রহিবে যে ধন, রাখ সেই পরম ধনে॥ ৩৫॥

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায়; ডাকি তোমায়,প্রাণদাতা; রাখ রাখ আমায়।

দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগতের তুমি আলো ॥ ৩৬ ॥

রাগিণী কামোদ—তাল ধিমা তেতালা।

কেন অচেতন চিরজীবন। মোহ-নিদ্রা হোতে ওঠ, এত কেন অচেতন।

দেখ আনন্দকর, জ্ঞান-নেত্র খুলিয়ে, সুখ হইবে অপার ॥ ৩৭ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে, ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তি হারা।

যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে, তাঁর প্রেম নিরখিয়ে পুঁছ অশ্রুধারা ॥ ৩৮ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে; নিশি দিন রাখিব গাথি হৃদয়ে।

বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভুলে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়, ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে ॥ ৩৯ ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে; ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সাংসার!

আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা চখে মলিন মানবে; বর্ম্ম দুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে, ভব জলধি-সেতু তুমি, থেক না থেক না হে দুর ॥ ৪০ ॥

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কে বা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি-সুধা, দেখে তোমার করুণা।

অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ, কে না পায় তব ছায়া। বিশ্ব-বন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম ॥ ৪১ ॥

রাগ সিন্ধুড়া—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর, বিরহে তোমার তৃষিত চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মুরতি দেখা দিয়ে, করহে অভয় দান।

তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ৪২ ॥

রাগিণী বেলাওয়ার—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

শোকে আকুল, রোগে কাতর, মলিন বিষাদে ॥ ৪৩ ॥

RENOUNCING ALL FOR GOD.

To Thee, O God; my prayer ascends,
But not for golden stores:
Nor covet I the brightest gems
On the rich eastern shores;

Nor that deluding empty joy,
Men call a mighty name:
Nor greatness, with its pride and state,
My restless thoughts inflame:

Nor pleasure's fascinating charms,
My fond desires allure:
But nobler things than these from Thee,
My wishes would secure.

The faith and hope of things unseen,
My best affections move;
Thy light, Thy favour, and thy smiles,
Thine everlasting love:

These are the blessings I desire;
Lord, be these blessings mine—
And all the glories of the world
I cheerfully resign.

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের ফাল্গুন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৮
,, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৫
,, মণিলাল মল্লিক	৫
,, দুর্গাচরণ গুপ্ত	৫
,, অক্ষয়কুমার দত্ত	৪
,, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
,, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২
,, চন্দ্রনাথ রায়	১
,, হরচন্দ্র রায়	১
,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
,, হেরম্বনাথ শর্ম্মা	১
,, হরচন্দ্র মজুমদার	১
	৩৬

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৯
,, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
,, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
,, কালীকুমার দে	৩
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
	২৮

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	১
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১
,, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১
	৩

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩০
,, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	১
	৬৩১
দানাধারে প্রাপ্ত	৪।৵৫
	৭০২।৵৫

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের চৈত্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
,, ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
,, মহেন্দ্রলাল মিত্র	৪
,, কানাইলাল পাইন	২
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
,, ঈশানচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	২
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	১
,, চন্দ্রকুমার দত্ত	১
,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
,, কৃষ্ণকুমার শর্ম্ম সরকার	১
,, জগদানন্দ সেন	১
,, অমৃতলাল বসু	১
	৫৩

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
,, নীলকমল মিত্র	৫
,, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	২
,, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
	১১

শুভ কর্ম্মের দান।

শিমুলিয়া রামতনু বসুর পল্লী হইতে রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বারা প্রাপ্ত	৩
শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন	২
,, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
	৭

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়	৪
,, গোরাচাঁদ রায়	১
	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৬৶১০
	৮২৶১০

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে ব্রাহ্মসমাজে যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার নিদর্শন।

বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত ২৬ চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ২২৮৩।৶১০

৩১ বৈশাখ পর্য্যন্ত আয়।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি	৫০০
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫।০
„ অক্ষয়কুমার দত্ত	৫
„ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫
„ রামদাস গঙ্গোপাধ্যায়	২
„ বিজয়গোপাল মিত্র	১
„ নীলমণি চক্রবর্ত্তী	১
„ হরিমোহন প্রামাণিক	১
অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তি	৪৭৶
	২৮৫০৮৶১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে	২৭৫০
অবশিষ্ট	১০০৮৶১০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
ইংরাজী ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম খণ্ড	১
ঋগ্বেদ সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ড	১
চূর্ণক—রাজা রামমোহন রায় কৃত	।৵০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	৵০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	॥০
দেবনাগর অক্ষরে বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ	৵০
দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা	।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ব্রাহ্মণসেবধি—ইংরাজী	৵০
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রহ্ম-সংগীত	।০
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	⁄০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ভাল বাঁধান	১
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল বাঁধান	।৵০
বৈরাগ্য শতক	।৵০
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক	৵০
মাণ্ডুক্যোপনিষতের ভাষ্য বিরণের চূর্ণক	৵০
শ্রুতি ইত্যাদি—ইংরাজী	।০
ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান	১
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৵০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ	॥০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে এক বার স্বাধীন-রূপে বিচরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না—এক বার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, স্থান তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও; তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, স্থানের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, অশিষ্টাচার হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমারদিগকে এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্ত-সমীরণের এমনি গুণ, নব পল্লবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা, ঈশ্বর-স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমরা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমারদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন। এক টুকু স্থানের পরিবর্ত্তনে, একটু কালের পরিবর্ত্তনে, তিনি আমারদিগকে কত আনন্দই প্রদান করেন। নিকট-স্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি। প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্ত-সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্লিত করে যে পুত্র-শোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমারদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? "কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে"। যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও

শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের আবশ্যক করে। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখ-ভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের "আনন্দ-জনন সুন্দর আনন" দর্শন কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের মাধুর্য্য আস্বাদন কর; অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে এক দিন বসন্তের উৎসব কি? বসন্তের উৎসব প্রতি দিনই তোমারদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্ম্মবীর্য্যে সর্ব্বদা বীর্য্যবান্ থাক, ধর্ম্মোৎসাহে সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত থাক, "দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও" সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীন-ভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। "সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৮৩ শক।

কোথায় আমরা এই এখানকার ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় সেই অমৃত-স্বরূপ মহান্ ভূমা পরমেশ্বর; তথাপি তিনি আমারদিগের হৃদয়ে প্রীতি-সমীরণ প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার কিসের অভাব, তিনি "অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" তিনি পরিপূর্ণ, তিনি আপনাতেই আপন আনন্দে স্থিতি করিতেছেন; তথাপি তিনি আমারদিগের প্রীতি চাহেন। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, এবং ইহাই তাঁহার মঙ্গলের চিহ্ন যে তিনি তাঁহার পুত্রদিগের প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনি কেবল আমারদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যই আমাদের প্রীতি-সমীরণ গ্রহণ করিতেছেন এবং আমারদিগকে প্রীতি করিবার জন্যই সৃজন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার আরাধনা, তাঁহার উপাসনা না করে, যে ব্যক্তির তাঁহার সহিত যোগ হয় নাই; তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? তিনি পরমাশ্রয়, তিনি সত্য-স্বরূপ; যদি তাঁহাকে অবলম্বন না করা যায়, তবে তো পদে পদেই পতিত হইতে হয়, পদে পদেই বিপত্তি-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়; কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া বিপত্তি-সাগর অনায়াসেই অতিক্রম করা যায়। যে ব্যক্তি এখানে তাঁহাকে দেখিতে না পায়; সে সুখের আশ্বাসে ক্ষিপ্ত ও দন্দ্রম্যমান হয়, সে একাকী অরণ্য মধ্যে রোদন করিতে থাকে, সে অগাধ নিরাশ-পঙ্কে পতিত হয়। সে আপনাকে

দুর্ব্বল দেখিতেছে, অথচ তাহার জীবন-সহায়কে দেখিতে পায় না; সে সর্ব্বদাই মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে; তাহার নিকট পরকাল কেবল সংশয়ান্ধকারে আবৃত থাকে। তোমরা যদি মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহ, তবে পবিত্র হৃদয়ে, কাতর মনে, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর; দেখিবে যে অমৃত-স্বরূপ তোমার অন্তরেই বিরাজমান আছেন। এখানে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়াও যদি ঈশ্বরকে অবলোকন না করিলে, যদি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিযা পশুবৎ মুগ্ধ হইয়াই রহিলে; তবে আর তোমাদের কি হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বর নিজেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমাদের কিঞ্চিৎ যত্ন থাকিলে তিনি তো মুক্ত হস্তে অমৃত বর্ষণ করিবেন, আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি তো সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন দিবেন; তথাপি আমরা জানিয়া শুনিয়াও কি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব না? তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, এখনি শান্তি লাভ করিবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, তিনি আমাদের নিকটেই আছেন—তিনি আমাবদের আত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা এক বার আত্মাকে মোহ-কুজ্ঝটিকা হইতে মুক্ত কর, ঈশ্বরের অমৃত কিরণ তো-মাদের আত্মাতে এখনি প্রকাশিত হইবে। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি প্রতিষ্ঠিত আ-ছেন; তবে কেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাই? জ্ঞান দ্বারা তো জানিতেছি যে তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী; তথাপি কেন তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই? আমরা মলিন ভাব-সকল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হই না; আমরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বলবান্ হই না; এই জন্যই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, হৃদয়কে প্রশস্ত কর, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মাকে পবিত্র কর; এখনি তাঁহার দর্শন পাইবে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া সুখী হইবে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মসমর্পণ।

হে প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বর! আমার সমুদয় জীবন তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমার প্রীতিতে আমাকে চির দিন বদ্ধ করিয়া রাখ। আমাকে সম্পূর্ণ-রূপে তো-মার অধীন কর। সম্পদে বিপদে, রোগ সুস্থতায়, জীবন মৃত্যুতে, সকল সময়েই যেন আমি তোমার নিকটেই থাকি। আমি যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, যেন তোমারই সহচর অনুচর হইয়া থাকি। সংসার মধ্যে আমার চিত্তকে যাহা কিছু বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দেও। এই সত্য যেন আমার মনে প্রদীপ্ত থাকে যে তোমাকে লাভ করাই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য—তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করাই আমাদের কার্য্য। আমাদের সমুদয় কার্য্যের মধ্য স্থলে যেন তোমার প্রীতি বিরাজ করিতে থাকে। আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যদি এমন কিছুই থাকে, যাহা তোমার জন্য পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই, তুমি তাহা দুর করিয়া দেও। আমাদের সমুদয় প্রীতি সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমাতেই বদ্ধ কর। হে পরমাত্মন্! সম্পূর্ণ রূপে আমারদিগকে তো-মার অধীন কর। আমি যেন তোমার অধীন হইয়া জীবন যাপন করি—তোমারি হস্তে এ জীবন সমর্পণ করি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

১০

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি জন্ম-বিহীন, মহানাত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র সৎপদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু এক মাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এ নিমিত্তে তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎস্বরূপ, একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমারদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সেরূপ নহে, তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ।

১১

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া তিনি এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎ সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎপাষাণ লৌহাদি দ্বারা দ্রব্য বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমাদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়ার দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১২

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

বিশ্ব নির্ম্মাণের জন্য জল, বায়ু, অগ্নি ও প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল উপকরণের প্রয়োজন; তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষ আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন।

১৩

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু বিহিত হইতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হইতেছে।

ইতি প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮২ শক।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পূর্ণ পুরুষের দৃষ্টি সকল স্থানেই রহিয়াছে। তিনি এই সমুদয় সংসারের জ্যোতির জ্যোতি। প্রভাকর প্রভা কোথা হইতে পাইল? এ জগৎ সংসার জীবন ও সুখে কোথা হইতে পূর্ণ হইল? এ সকলেরই কারণ সেই আদি কারণ মূলাধার পরমেশ্বর। বাহিরে, অন্তরে; নির্জ্জনে সজনে; পর্ব্বতে সমুদ্রে; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্ধকার তাঁহার আবির্ভাবকে তিরোভাব করিতে পারে না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই সহজে তাঁহাকে দেখিতে পাই, আত্মাকে নির্ম্মল করিলেই তাঁহার উপদেশ-বাক্য শুনিতে পাই, মনকে পরিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার রসাস্বাদন করিতে পারি। আমরা কেবল আপনাকে মলিন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়ি; আমরা নিজে যখন অন্ধীভূত হই, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যদি শত সহস্র লোকের দৃষ্টি আমার উপরে থাকে, আর আমি নিজে যদি অন্ধ থাকি; তবে সেই শত সহস্র লোকের দৃষ্টি অনুভব করিতে পারি না, মনে করি একাকীই আছি। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টির নিকটে শত সহস্র লোকের দৃষ্টিই বা কি? যে দৃষ্টি সমুদয় জগৎ সংসারের উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমারদের সকলের আত্মার অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশেও যে দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" পরমেশ্বরের সেই সর্ব্বত্র প্রসারিত অতুল উজ্জ্বল দৃষ্টিও আমরা দেখিতে পাই না। কি প্রকারেই বা পাইব? জড় কি কখন চেতনকে দেখিতে পায়? চেতনই চেতনকে দেখিতে পায়। আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত থাকিয়া, যিনি সকল জগতের দ্রষ্টা, সকল জগতের প্রাণ, সেই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষের প্রতি অন্ধ থাকি; তাঁহার জ্যোতি সকল স্থানেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা দেখি না; তাঁহার মহান্ নিনাদ সকল স্থান হইতেই নিঃসারিত হইতেছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি না। এ কি প্রকার মোহ? আমারদের এ প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আমরা কি প্রকারে এমন হত-জ্ঞান হই যে ক্ষুদ্র মনুষ্যকেও যেমন ভয় করিয়া চলি, সেই অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাতে কুকর্ম্ম করিতে সে প্রকারও ভয় করি না। আমারদের এ কি বিপত্তি, এ কি দুর্ভাগ্য। হে পরমাত্মন্। এই সকল দুর্ভাগ্য ও বিপত্তি হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর। আমারদের সমুদয় জীবনের সঙ্গে তোমার যোগ রক্ষা কর। সকল সৌন্দর্য্যের আকর যে তুমি—সকল মঙ্গলের একায়তন যে তুমি, তোমার প্রতি আমারদের আত্মাকে উন্নত কর, মন যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়, তুমি বিনা আর আমারদের গতি নাই। তোমার

নিকটে একাগ্র-চিত্তে এই প্রার্থনা যে তুমি আমারদিগকে যে সকল মহৎ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন আমরা মোহান্ধ হইয়া অবহেলা না করি; তুমি আমারদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তাহা যেন নিরর্থক না যায়, তাহাতে যেন তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি; আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই, তাহা যেন তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি; তোমার অমৃত রস পান করিতে করিতে, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে দেখিতে, যেন আমারদের জীবন অবসান হয়। অদ্য আমরা তোমার উপাসনার নিমিত্তে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, সমস্ত দিন আমারদের প্রার্থনা ছিল, কখন্ সূর্য্য অস্তমিত হইবে যে এখানে তোমার উজ্জ্বল প্রেম-মুখ দেখিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হইব। সেই সময় এখন আসিয়াছে—তুমি এক বার হৃদয়াসনে আসীন হইয়া আমারদের সেই আশা পূর্ণ কর। তুমি আমারদের পিতা মাতা; তুমি সুহৃৎ, বন্ধু, সখা; তুমি আমারদের প্রতিপালক; তুমি মঙ্গলদাতা মুক্তিদাতা। আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব দান করিতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা নানা ঘটনার মধ্যে থাকিয়া সংসারীর মতই ছিলাম, এখন মন কি প্রকার উন্নত হইতেছে! কোথা হইতে তোমার আলোক আসিয়া; তোমার অমৃত-ভাব আসিয়া, সকলকে জাগ্রত করিতেছে। কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য! তোমার সহবাসের আনন্দ যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি তাহার তুলনা আর কোথাও পান না। তাঁহার চক্ষু তোমার প্রতিই স্থির রহিয়াছে। তাঁহার রসনা তোমাকেই কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। যে কালে তোমার সহিত বাস করিতে পাই, সে কালে অকিঞ্চিৎকর ধন মান যশের লালসা কি আর মনেতে থাকিতে পায়? সূর্য্য-কিরণের মধ্যে থাকিয়া খদ্যোতের আলোক কি কেহ প্রার্থনা করে? তেমনি যখনি আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, তখন পৃথিবীর নীচ চিন্তা, নীচ কামনা-সকল, আর থাকিতে পায় না। তখন মনের প্রবল স্পৃহা হয় যে পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ কি প্রকারে চির দিন সম্ভোগ করিব; কি প্রকারে চির দিন তোমার অমৃত সহবাসে যাপন করিব। তখন দেবতা তুল্য আপনাকে তোমার উপাসনার অধিকারী জানিয়া কি মহত্ত্বই লাভ করি। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাতে এই প্রকার উন্নত ভাব প্রেরণ কর। আমরা যেন তোমার নিকটে আসিয়া এখান হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া না যাই। যাহার জন্য আমরা সকলে এই সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি, কি না তোমার পবিত্র সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া প্রদান কর। যাঁহারা এক বার এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের প্রতি সপ্তাহেই মনে হইবে, আমারদের সেই মহান্ উৎসব পুনর্ব্বার আসিতেছে। তখন এই স্থানকেই দেবলোক মনে হইবে। এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি যে এখানে আমরা সকলে মিলিয়া এক-হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, আমরা সকলেই তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় অকপট প্রেমোজ্জ্বল হৃদয় প্রদান করিতেছি,—সমুদয় হৃদয়, সমুদয় প্রীতি, সর্ব্বস্ব, তাঁহাতে সমর্পণ করিতেছি তবে এই সমাজকেই দেবলোক তুল্য

বোধ হয় কি না? এই পবিত্র স্থানে সাক্ষাৎ প্রিয়তম পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পাপ ও মলিনতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। হে পরমাত্মন্! আমাদের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। আমরা যদি কখন তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমারদিগেকে সহস্র দণ্ড দেও, কিন্তু যেন—কখন যেন ঘন-বিষদ-পূর্ণ মলিন-হৃদয় হইয়া তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার কথা আমি কি বলিব? বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়; মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়। তুমি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার কর, তখনই আমি বল পাই। আমার কি ক্ষমতা যে তোমার ভাব মুখে ব্যক্ত করি—তোমার প্রসন্নতা, তোমার আবির্ভাবই আমার সকলই। ঈশ্বর! এই সকল বাক্য দ্বারা যেন সকলের আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হয়।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

মনুষ্যের মানসিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন কি রূপে কাল ক্রমে হইয়া আসিতেছে; কি প্রকারে মানব জাতি অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে বল বীর্য্য বিদ্যা লাভ করত ভূমণ্ডলে প্রভাবশালী হইতেছে; অতি প্রাচীন কালেই বা জন-সমাজে কি প্রকার রীতি নীতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত ছিল; এই সকল উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুধাবনে যে কি অপর্য্যাপ্ত আনন্দ ও জ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমারদের এই ভারত ভূমি অতি প্রাচীন দেশ। ইহার আদিম হিন্দুগণ সর্ব্বাগ্রেই জ্ঞান ও সভ্যতার মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমারদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃত ইতিবৃত্ত এক খানিও নাই। আমারদের ভারত বর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থার ও তৎকাল-প্রচলিত আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন কোন বিশেষ গ্রন্থ আমারদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বেদ ও অপরাপর প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে উক্ত বিষয়ক বৃত্তান্ত যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংকলন করা নিতান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আচার পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী কি রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে হিন্দুদিগের প্রাচীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক; এবং সেই প্রাচীন অবস্থা কেবল প্রাচীন বেদ হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যেমন কোন নদীর উৎপত্তি-স্থান ও গতি আবিষ্কার করিতে হইলে তাহার পর্ব্বত-ক্রোড়-স্থিত নির্ঝর দর্শন করা আবশ্যক, সেইরূপ সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অবগত হইতে গেলে তাহার উদ্ভব স্থান যে বেদ শাস্ত্র, তাহার প্রতি অগ্রে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা বৈদিক আচার ও বৈদিক ধর্ম্ম এক্ষণকার হিন্দুদিগের মধ্যে কত দূর প্রচলিত আছে ও তাহা হিন্দুদিগের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কি রূপ প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। অতএব প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্ম কি, ও বৈদিক সময়ের মনুষ্যগণ কি প্রকার অবস্থায় ছিল, তাহা অবগত না হইলে হিন্দু-পুরাবৃত্ত কদাপি সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না।

বেদ হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন শাস্ত্র। বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ কোন জাতির মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রাচীন গ্রন্থ সকল বিষয়েরই প্রধান ও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। মনু ও অপরাপর সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা বেদকে অভ্রান্ত পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অপর যদিও কাল ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ লোপাপত্তি হইয়াছে—যদিও বেদ-বিহিত আচার-পদ্ধতি এক্ষণে হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে দৃষ্ট হয় না এবং বেদের ভাষার দুরূহত্ব প্রযুক্ত তাহার অধ্যয়নও নিতান্ত বিরল হইয়াছে; তথাপি হিন্দু মাত্রেই বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের যে কি প্রভেদ, তাহা অনেকে কিছু মাত্র অবগত নহেন; এবং হিন্দু-ধর্ম্মাভিমানী অনেকেই অজ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় মতই সনাতন বেদ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের আধুনিক শাস্ত্রকারেরাও এই প্রকার ভ্রম প্রচার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু জলদ্ জালবৎ ভ্রম কদাপি অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। এক্ষণে বিদেশীয় সংস্কৃত-বিদ্যা-বিশারদ সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ প্রগাঢ় যত্ন সহকারে বিস্তীর্ণ সমুদ্র তুল্য বেদ শাস্ত্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে সকল আশ্চর্য্য অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের বিশেষতঃ হিন্দু মাত্রেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব এই প্রস্তাবে বেদ শাস্ত্র ও বৈদিক হিন্দুদিগের বিবরণ সবিস্তার লিখিত হইবেক।

সামান্যতঃ বেদ চতুঃসঙ্খ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ব বেদ। কিন্তু এ বিষয়ে বিলক্ষণ মত-ভেদ দৃষ্ট হয়; অনেক প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থকার অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিয়া গণ্য করেন না। মনু অথর্ব্ব বেদের বিষয়ে কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে তিন বেদ। যথা

তএব হি ত্রয়োলোকাস্তএবত্রয়আশ্রমাঃ।
তএব হি ত্রয়োবেদাঃ তএব হি ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥

মনুসংহিতা ২অ ২৩০

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥

মনু ২অ ৭৬

অপর অমরকোষাভিধানেও তিন মাত্র বেদের উল্লেখ আছে। যথা, "স্ত্রিয়াং ঋক্ সাম যজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী" কিন্তু মণ্ডুকোপনিষদের প্রথম মণ্ডুকের প্রথম খণ্ডে অথর্ব্ব বেদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

বাস্তবিক অথর্ব্ব বেদ অপর তিন বেদ হইতেই সংকলিত হইয়াছে; এবং তাহার ভাষা ও ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবেক যে তাহা অন্যান্য বেদাপেক্ষা আধুনিক, সুতরাং তাহা অন্যান্য বেদের পরিশিষ্ট রূপেই গণ্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তিন বেদ যে ঋক্ যজুঃ সাম, ইহাদের মধ্যেও রচনা, ভাব ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদ পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত সরল ভাবে দেবতাদিগের স্তোত্র ও বন্দনাতে পরিপূর্ণ। ইহা আদ্যোপান্ত ছন্দে রচিত এবং অনেক স্থলে কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক ঋগ্বেদ যে মনুষ্য সমাজের শৈশবাবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। ইহার ভাবের সারল্য, স্বভাবোক্তি ও পরস্পর অসংবদ্ধ ছন্দ-সকল পাঠ করিলেই বোধ হইবেক

যে ইহা মনুষ্যের অকৃত্রিম আদিম অবস্থার আদর্শ-স্বরূপ। যজুর্ব্বেদে বাহুল্য-রূপে যজ্ঞাদির বিবরণ ও তদনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও মন্ত্র-সকল প্রকটিত আছে। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও তদনুষ্ঠান-সংক্রান্ত নানা প্রকার কাম্পনিক প্রথা সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত বেদ রচিত হইয়াছে। অপর তাহাতে স্থানে স্থানে ঋগ্বেদ হইতে স্তোত্র-সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। সাম বেদ প্রায় ঋগ্বেদের অবিকল অধ্যাহার বলিতে হইবেক; ঋগ্বেদেরি সুক্ত-সকল ইহাতে উদ্ধৃত হইয়া গান করিবার নিমিত্ত নুতন প্রকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শ্লোক ও বাক্য-সকল যেমন অপরাপর বেদে বাহুল্য-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়,তদ্রূপ ঋগ্বেদে অপর বেদ-ত্রয়ের কোন কথাই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ঋগ্বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমারদের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান বিষয়ে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গ্রন্থ।

পৌরাণিক মতে চারি বেদ ব্রহ্মার মুখ-চতুষ্টয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং চারি বেদই সমকালোৎপন্ন এবং সমান রূপে প্রামাণিক। কিন্তু এই মত যে সম্পূর্ণ কাম্পনিক ও অলীক, তাহা বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কোন বেদই এক কালে বা এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। সকল বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত এবং বেদ-রচয়িতা ঋষিদিগের নামও অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে পূর্ব্বতন ঋষিগণ সময়ে সময়ে যে সকল আপনারদিগের স্বাভাবিক ও আন্তরিক সহজ ভাব-সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের অনুচরগণের মধ্যে প্রচারিত হইত এবং তাহা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এ কাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক শ্লোক-সকল যে বহু কাল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। পরে বেদব্যাস কর্ত্তৃক তৎসমুদায় সংকলিত হইয়া পর্য্যায়-ক্রমে অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও সুক্তাদিতে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যে প্রণালীতে বেদ-চতুষ্টয় নিবদ্ধ দেখা যায়, তাহা বেদব্যাসের পূর্ব্বেতে ছিল না। বেদব্যাস কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা জ্যোতিষ্ ও অপরাপর প্রমাণ দ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে বেদব্যাস খ্রীষ্ট অব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সমুদায় বেদ ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। এতাধিক প্রাচীন কালের মনুষ্যগণের মুখ-বিনির্গত বচন-সকল শ্রুতি-পরম্পরায় শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়া যে আসিয়াছে, তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে।

যে বেদ আমাদের আদিপুরুষাদগের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ অদ্যাবধি রহিয়াছে, তাহার প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন ভাব শ্রুতি-গোচর হইলে কাহার না মনোমধ্যে আনন্দের উদয় হইবেক। যে ভাষা এক্ষণে আমাদের দুর্ব্বোধ্য ও মৃত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহাও এক কালে জীবিত ছিল; যে ভাবের এক্ষণে কোন আদর্শই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও এক কালে প্রাধান্য-রূপে প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে সেই বেদ হইতে আমারদের প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত জানা যাইতে পারে। পুরাণ ও অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কেবল নানা প্রকার অসঙ্গত কাম্পনিক ও অনর্থক গম্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক

আমারদের অতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত পুরাণাদি আধুনিক গ্রন্থ-সকলে অনুসন্ধান করা বৃথা। কিন্তু যে গ্রন্থে প্রাচীন ঋষিদিগের মুখ-নিঃসৃত বচন-সকল প্রকটিত আছে, তা-হাই এ বিষয়ের এক মাত্র প্রমাণ হইতে পারে। বৈদিক সময়ের ইতিহাস কেবল বেদ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদায় বেদ এক কালেই রচিত হয় নাই। সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গের রচনার পর্য্যায়-ক্রম বিবেচনা করিলে বৈদিক সময়কে চারি কল্পে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ছন্দোকল্প, মন্ত্র-কল্প, ব্রাহ্মণ-কল্প এবং সূত্র-কল্প। (১) এই চারি কল্পের রচনা এবং সামান্যতঃ তা-হার ভাবার্থ-বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। প্রত্যুত বৈদিক কালের আচার ও ধর্ম্ম এই চারি কল্পে কি রূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট-রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক।

ছন্দোকল্পে হিন্দু-সমাজের অতি শৈশ-বাবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সময়ে কোন বিশেষ ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত হয় নাই; কেবল পূর্ব্বতন ঋষিগণ সহজে আপন আপন মনোগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব-সকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। হোম যাগ যজ্ঞাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের কথা ছন্দোকল্পে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহার পরেই যে নানা প্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ঋগ্বেদেই সপ্রমাণ হইতেছে। মন্ত্র-কল্পেই বৈদিক যাগ যজ্ঞ অত্যন্ত আদর-ণীয় হইয়াছিল। এই সময়েই বেদ-ত্রয় রচিত হয়। ব্রাহ্মণ-কল্পে ব্রাহ্মণদিগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। ব্রাহ্মণ-খণ্ড প্রায় সমু-দায়ই গদ্যে রচিত। তাহা ইতিহাস ও ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রকার প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ খণ্ডের যে কোন অংশ পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইবেক যে ব্রাহ্মণ-কল্পে ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তা ও আলোচনা বাহুল্য রূপে উদ্দীপ্ত হইয়া-ছিল। এই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ ও উদার-ভাব-পরিপূর্ণ উপনিষদ্-সকলের রচনা হয়।

পরে সূত্র-কল্পে বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ও টীকা রচিত হয় এবং বৈদিক ভাষার অর্থ ও বৈদিক যজ্ঞাদির অভিপ্রেত ও মর্মাববোধার্থ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই ছয় বেদাঙ্গ লিখিত হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে সূত্র-কল্পে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বৈদিক ভাষা পুরাতন হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহা বুঝিবার নিমিত্ত টীকাদির আবশ্যক হই-য়াছিল। অপর সূত্র-কল্পকে বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ের মধ্যবর্ত্তি বলিতে হই-বেক; এই হেতু তাহা যে হিন্দু-সমাজের এবং হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময় তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে বৈদিক সময়কে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই চারি কল্পে হিন্দু সমাজ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা পশ্চাতে বিবৃত হইবেক।

কিন্তু সর্ব্বাদৌ ইহা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে হিন্দু-বংশের আদিম উৎপত্তি-স্থান কোথা। যদিও ভারতবর্ষ

(১) বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগের নাম মন্ত্র বা সংহিতা; দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। প্রথম ভাগকে কর্ম্ম কাণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগকে জ্ঞান কাণ্ড কহে। এই দুই ভাগ ভাবার্থ-বিষয়ে পরস্পর এতাধিক বিভিন্ন যে তাহারা অবশ্যই দুই ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুদিগের বাস-স্থান হইয়াছে; তথাপি ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ যে হিন্দুরা দেশান্তর হইতে ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়া ক্রমে বাহু-বলে ইহাকে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ব বিদ্যার ভুয়সী শ্রী-বৃদ্ধি হওয়াতে মানব জাতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের অনেক আবিষ্কার হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইউরোপীয় অতি দূরস্থ মনুষ্যগণের সহিত হিন্দুদিগের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং যে সকল জাতিকে এক্ষণে আচার ব্যবহার জ্ঞান ধর্ম্মে নিতান্ত বিরুদ্ধ ভারাপন্ন দেখা যায়, তাহারাও যে এক বংশোদ্ভব এবং এক সময়ে সমভাষী ছিল, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক হিন্দু, জর্ম্মাণ, পারস্থ এবং গ্রীক জাতি; ইহারা সকলেই এক বংশ হইতে উদ্ভব হইয়াছে; সেই বংশের নাম আর্য্য বংশ। আর্য্য বংশীয়েরাই ভূমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ও বল বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন।

এই বংশের আদিম বাস-স্থান বোধ হয় আশিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি বোখারা বা তুর্ক দেশ হইবেক। এই স্থান হইতেই আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপাভিমুখে গমন করিয়া নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। অপর এক দল দক্ষিণাভিমুখে গিয়া পারস্থ এবং ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে। এই রূপে আর্য্য সন্তানগণ পৃথিবীর নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এক্ষণকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল জাতির মধ্যে ভাষা ব্যতীত আর কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে স্থানান্তর হইতে উপনীত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বেদ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আর্য্য ভিন্ন হিন্দুস্থান-বাসী অপর এক জাতির উল্লেখ আছে। তাহাদের নাম দস্যু। ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম বাসী ছিল। পরে আর্য্যগণের আগমনাবধি দুই জাতিতে সতত মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইত; এই প্রকার যুদ্ধ দ্বারা আর্য্য-বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে উত্তর হিন্দুস্থান অধিকার করত দস্যুদিগকে দূরীভূত করিয়াছিল। দস্যু জাতি অপেক্ষাকৃত হীন ও অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদের আচার ও ধর্ম্ম আর্য্যদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; এই হেতু তাহারা ধর্ম্ম-বহির্ভূত ও অব্রত-পরায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারাই সর্ব্বদা ঋষিদিগের যজ্ঞাদির নানা প্রকার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিত। পশ্চাতের কতিপয় মন্ত্রে আর্য্য ও দস্যু জাতির বিশেষ প্রভেদ স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবেক।

বি জানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন॥

১ অষ্টক ৫১ সূ। ৮ ঋ।

হে ইন্দ্র ত্বং 'আর্য্যান্' বিদুষোঽনুষ্ঠাতৃন্ 'বিজানীহি' বিশেষেণ বুধ্যস্ব। 'যে চ দস্যবঃ' তেষামনুষ্ঠাতৃণামুপক্ষপয়িতারঃ শত্রবস্তানপি বিজানীহীতি শেষঃ। জ্ঞাত্বা চ 'বর্হিষ্মতে' বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায় 'অব্রতান্' কর্ম্মবিরোধিনস্তান্ দস্যূন্ 'রন্ধয়া' রন্ধয় হিংসাং প্রাপয় 'শাসৎ' দুষ্টানামনুশাসনং নিগ্রহং কুর্ব্বন্। অতঃ 'শাকী' শক্তিযুক্তস্ত্বং 'যজমানস্য' 'চোদিতা' প্রেরকো 'ভব'। যজ্ঞবিঘাতকানসুরাংস্তিরস্কৃত্য যজ্ঞান্যজমানৈঃ সম্যগনুষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অহমপি স্তোতা 'তে' তব 'তা' তানি পূর্ব্বোক্তানি কর্ম্মাণি 'বিশ্ব ইৎ' সর্ব্বাণ্যেব 'সধমাদেষু' সহমদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুং 'চাকন'। কাময়ে॥

আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথক্ করিয়া জান। যজমানের অনুকূল হইয়া ব্রতহীন দস্যুদিগকে শাসন করত হিংসা কর। যজমানের যজ্ঞ অনু-

স্থাপন করিতে তুমি সক্ষম হও। আমিও আনন্দযুক্ত হৃদয়ে তোমার সেই সকল কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে কামনা করি।

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।
১ অষ্টক ৫১। সূ। ৯ ঋ।

স 'ইন্দ্রঃ' 'অনুব্রতায়' অনুকূলকর্ম্মণে যজমানায় 'অপব্রতান্' অপগতকর্ম্মণোযজমানান্ 'রন্ধয়ন্' হিংসয়ন্ তথা 'আভূভিঃ' আভিমুখ্যেন ভবন্তীত্যাভুবঃ স্তোতারঃ তৈঃ 'অনাভুবঃ' তদ্বিপরীতান্ 'শ্নথয়ন্' হিংসয়ন্ বর্ত্ততে।

ইন্দ্র ক্রিয়াশীল যজমানের নিমিত্তে ক্রিয়াহীন দস্যুকে হিংসা করেন এবং ধার্ম্মিকদিগের দ্বারা অধার্ম্মিক দস্যুদিগকে বিনাশ করেন।

আর্য্যগণ যে সর্ব্বদাই এই অসভ্য জাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহাও ঋগ্বেদের প্রায় প্রতি শ্লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ দস্যুদিগের নগরসকল উৎসেদ করণার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন।

স জাতুভর্ম্মা শ্রদ্দধানওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্বিদাসীঃ।
বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র॥
১ অষ্টক। ১৩ সূ। ৩ ঋ।

'স' 'জাতুভর্ম্মা' অসনিরূপং আয়ুধং যস্য সঃ 'ওজঃ' ওজসা বলেন নিষ্পাদ্যং কার্য্যং 'শ্রদ্দধানঃ' আদরাতিশয়েন কাময়মানঃ। স ইন্দ্রঃ দাসীঃ দস্যুসম্বন্ধীনি 'পুরঃ' পুরানি 'বিভিন্দন্' বিনাশয়ন্ বি-অচরৎ ব্যচরৎ বিবিধমগচ্ছৎ। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ 'ইন্দ্র' বিদ্বান্ স্তুতির্বিজানংস্ত্বং 'অস্য' স্তোতুঃ দস্যবে শত্রবে 'হেতিং' আয়ুধং বিসৃজ। 'আর্যং সহ' আর্য্যা বিদ্বাংসস্তোতারংতদীয়ং বলং 'বর্দ্ধয়া' বর্দ্ধয়। তথা 'দ্যুম্নং' তদীয়ং যশশ্চ প্রবর্দ্ধয়।

বজ্রাস্ত্র বিশিষ্ট এবং বলনিষ্পাদ্য কর্ম্মের অতিশয় ইচ্ছুক সেই ইন্দ্র দস্যুদিগের পুরীসকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিলেন। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি এই স্তোতার স্তব গ্রহণ করিয়া দস্যুর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ কর এবং আর্য্যদিগের বল ও যশ বর্দ্ধন কর।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু স্বর্মীড়হেষ্বাজিষু। মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ॥
২ অষ্টক। ১৩০ সূ। ৮ ঋ।

অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'সমৎসু' রণেষু 'যজমানং' যষ্টারং 'আর্য্যং' অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যং 'প্রাবৎ' রক্ষতি 'শতমূতিঃ' স্বভক্তেষপরিমিতরক্ষণ ইন্দ্রঃ 'বিশ্বেষু' সর্ব্বেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু যজমানং প্রাবৎ। 'স্বর্মীড়হেষু স্বর্গদেশেষু সুখস্য সেচয়ৎসু 'আজিষু' মহাসংগ্রামেষু প্রাবৎ। অত্রেতিহাসমাচক্ষতে। অংশুমতী নাম নদী তস্যাস্তীরে কৃষ্ণনামাসুরো বর্ণতশ্চ কৃষ্ণো দশসহস্রৈরনুচরৈরুপেতস্তদ্দেশবর্ত্তিনঃ পীড়য়ন্নাস্তে। তত্রেন্দ্রোবৃহস্পতিনা প্রেরিতঃ সন্ মরুদ্ভিঃ সহিতঃ কৃষ্ণং তদীয়ত্বচং উৎকৃত্য সানুচরমবধীৎ। তদত্রোচ্যতে। অয়মিন্দ্রঃ 'মনবে' মনুষ্যায় মনুষ্যাণামর্থায় 'অব্রতান্' কর্ম্মরহিতান্ যাগবিদ্বেষিণঃ 'শাসৎ' হিংসিতবান্। তথা 'কৃষ্ণাং ত্বচং' কৃষ্ণনাম্নোঽসুরস্য কৃষ্ণবর্ণাং ত্বচং উৎকৃত্য 'অরন্ধয়ৎ' হিংসিতবান্।

ইন্দ্র যুদ্ধেতে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন, আর স্বভক্তের রক্ষক ইন্দ্র যাবত্তীয় সংগ্রামে যজমানকে রক্ষা করেন, এবং তিনি স্বর্গ-সাধন সুখ-বর্দ্ধন মহা সংগ্রামেতে যজমানকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের নিমিত্তে কর্ম্ম রহিত যাগবিদ্বেষী দস্যুদিগকে শাসন করেন। তিনি কৃষ্ণাসুরের কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষ-বাসী দস্যুগণ সাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিল; সুতরাং গৌর-বর্ণ আর্য্য-বংশীয়েরা তাহাদের কৃষ্ণ-ত্বক্ বলিত। যথা

ত্বদ্ ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি। বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ।
৫ অষ্টক ৫ সূ। ৩ ঋ।

হে বৈশ্বানর যখন তুমি প্রজ্বলিত হইয়া পুরুরাজের সহায়ে নগর-সকল দগ্ধ করিলে, তখন কৃষ্ণবর্ণ-জাতিরা বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং তাহাদের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আর্য্য ও দস্যুদিগের ত্বকের বর্ণ ভেদেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা কদাপি এক দেশীয় ছিল না। বাস্তবিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার অগ্রে যে হিম-প্রধান-দেশে বাস করিতেন, তাহার কোন সংশয় নাই।

আর্য্যবংশের আগমনের পূর্ব্বে দস্যু-জাতি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। বেদে তাহাদের অজস্র ধন এবং প্রস্তর ও লৌহ নির্ম্মিত নগর-সকলের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরোদাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্ম্মণা। ৩ অষ্টক। ১২সু। ৩ ঋ।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'দাসপত্নীঃ' দাসাঃ উপক্ষপয়িতারঃ শত্রবঃ তে পতয়ঃ পালকাযাসাং পুরীণাং তাদাসপত্নীঃ 'নবতীং' নবতিসংখ্যাকাঃ 'পুরঃ' এবম্বিধাঃ শত্রুনাং পুরীঃ 'একেন কর্ম্মণা' উদ্যোগেন যুবাং 'সাকং' সহ 'অধূনুতং' অকম্পয়তং।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্রে দস্যুদিগের নবতি সংখ্যক নগর ধ্বংস করিয়াছ।

প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূন্ পুরআয়সী র্নিতারীৎ। ২অষ্টক। ২০সু। ৮ঋ।

'যৎ' যদা 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বাহ্বোর্বজ্রং' 'প্রতি ধুঃ' স্তোতারোসুরবধসূচকেন স্তোত্রেণ প্রতিনিদধুঃ স্তূয়মানোহীন্দ্রোদস্যুবধার্থং বজ্রমাদত্তে। ততস্তেন বজ্রেন 'দস্যূন' 'হত্বী' হত্বা তদীয়াঃ 'আয়সীঃ' আয়োময়ীঃ 'পুরঃ' 'নিতারীৎ' নিস্তারনাশয়ৎ।

যখন এই ইন্দ্রের বাহুর বজ্র স্তোতারা অসুর-বধ-সূচক স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করিলেন, তখন সেই বজ্র দ্বারা দস্যুদিগকে হনন করিয়া তাহাদের লৌহময় পুরী সকল নিঃশেষে ভগ্ন করিলেন।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যে ভয়ানক শত্রুতা ছিল এবং তাহারা যে সততই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিত, তাহা ঋগ্বেদের ভূরি ভূরি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে; এ রূপ বৈর-ভাব কদাপি স্বদেশীয় মনুষ্যগণের মধ্যে সম্ভবে না। বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সকল হিম-প্রধান পর্ব্বত প্রদেশের বিবরণ আছে, তাহা ভারত ভূমির অবন্ধুর পর্ব্বত-শূন্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বতন আর্য্যগণের যে এক সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-স্থিত হিমালয় পর্ব্বতে বাস ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরন্তু সোমলতা বিবরণ হইতে এ বিষয়ের পোষকতায় আরও একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সোম-রস প্রায় সকল বৈদিক যজ্ঞেতেই নিতান্ত প্রয়োজন হইত। কিন্তু সোমলতা কদাপি ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মে না; উহা হিমালয় অঞ্চলের পর্ব্বতোপরি উৎপন্ন হয়। অতএব যখন বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রচলিত হয়, তখন আর্য্যগণ অবশ্যই উক্ত পর্ব্বত প্রদেশ সন্নিকটেই বাস করিতেন। কারণ তাঁহাদের হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি সম-ভূমিতে বাস হইলে কদাপি তথায় এতাধিক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের এতদ্রূপ প্রয়োজন ও ব্যবহার হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ বেদে যে সকল স্থানের নদ বা নদীর নাম উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ই পঞ্জাবের উত্তরাংশ-স্থিত (২)। পঞ্জাব অঞ্চলের পর যে হিন্দুস্থানের কোন অংশ বৈদিক আর্য্যেরা অবগত ছিলেন, এমত বোধ হয় না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঋগ্বেদের রচনা কালীন আর্য্যগণ পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

মনু আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তি দেশে স্থাপন করিয়াছেন।

---

(২) ঋগেদের অনেক স্থলে সিন্ধুনদীর উল্লেখ আছে, তৎপরে পঞ্জাবের পঞ্চ নদ এবং সরস্বতী নদীর কথাও আছে; এই সপ্ত নদী সপ্ত সিন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ মনুঃ

কিন্তু যদি আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তরাংশ হইতে আগমন করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহারদের পূর্ব্ব-বাসের স্বল্প মাত্রও স্মরণ থাকিবেক এবং উক্ত প্রদেশের কোন না কোন কথা বেদে উল্লিখিত থাকিবেক; এই বিতর্ক সহজেই মনো মধ্যে উদয় হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব অদ্যাপি বেদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কেবল অথর্ব্ব বেদের এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে কুষ্ঠ নামক লতা হিমালয়ের উত্তরে জন্মে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ প্রাচ্যাং নীয়সে জনং। ৫—৪—৮

হিমগিরির উত্তরে জাত হইয়া তুমি পূর্ব্ব প্রদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে নীত হইয়াছ।

অপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামক উপনিষদে হিমালয়ের উত্তরস্থ উত্তর-কুরু নামক একটি দেশের উল্লেখ আছে।

তস্মাৎ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাউত্তরকুরবউত্তরমদ্রাইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরালিত্যেনান্ অভিষিক্তানাচক্ষতে।

অতএব এই উত্তর প্রদেশে উত্তর-কুরু এবং উত্তর-মদ্র নামক যে সকল জাতি হিমালয়ের উত্তরে বাস করে, তাহারা স্বতন্ত্র বিধানাভিষিক্ত। যাহারা এই রূপ অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের নাম বিরাল।

রামায়ণেও উত্তর-কুরু ও দক্ষিণ-কুরুর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে লোকে পুরাকালে উত্তর প্রদেশে বচন শিক্ষার্থ গমন করিতেন এবং যাঁহারা উক্ত প্রদেশ হইতে আগমন করিতেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হইতেন।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের প্রতি বর্ত্তমান শকের ৩১ বৈশাখ দিবসে যে সকল প্রশ্ন দেওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে যাহা কিছু উপদেষ্টা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে, তাহারও নিদর্শন দেওয়া হইল।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

১ উত্তর। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ না বলিলে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক-স্বরূপে দুই মহৎ দোষ পড়ে; হয়, তাঁহার সৃষ্ট এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের শুভাশুভ বিষয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলা হয়; নয়, তাঁহাকে নিষ্ঠুর অসুর বা নির্দ্দয় দৈত্য বলা হয়। কিন্তু আমারদের সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়র উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দুই দোষের কোন দোষই ঈশ্বরের স্বরূপে দিতে পারি না। 'ইহা কেবলই যে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, তাহা নহে' (৩) কিন্তু আলোচনা করিলে বুদ্ধিও ইহার সবিশেষ পোষকতা করে।

তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে। অল্প কি বৃহৎ সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার প্রীতি-নয়নের উপর সমুদায় জগৎ-সংসার চলিতেছে। তিনি সকলের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি যন্ত্রী রূপে এই বিশাল বিশ্ব-যন্ত্র চালাইতেছেন। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ ও আশ্রয়-স্থান। তিনি উদাসীনের ন্যায় কখন আমারদিগকে অব-

৩। ছাত্রের লিপি—ইহা কেবল আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ নহে।

হেলা করেন না। তিনি আমারদের সঙ্গে থাকিয়া আমারদের মনে প্রীতি-ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন, পবিত্র চিন্তা-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; এবং মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। "তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।"

আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে বলিয়া, যে তিনি আমারদের অশুভ কল্পনা করেন, এমতও নহে। আমারদের অকল্যাণ বিধান করিবার উদ্দেশে তিনি যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, 'ইহা বলিলে বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় উভয়েরই বিরোধ হয়।' (৪) প্রত্যুত আমারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে সুখী করাই তাঁহার সকল নিয়মের একমাত্র উদ্দেশ্য। কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক, সকল প্রকার নিয়মেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। অবনী মণ্ডলে নানা প্রকার রোগ শোক দুঃখ সৃষ্টি করিয়া অনেকে সহসা ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দোষ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহারদের ভ্রম অনায়াসেই প্রতীতি হয়। আমারদের কল্যাণের জন্যই তিনি দুঃখ শোক বিধান করিতেছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা শিক্ষিত হই, ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন করি।

এই রূপে যদ্যপি আমারদের ক্ষীণ পরিমিত বুদ্ধি সকল সময়ে তাঁহার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারে না, তথাচ আমারদের সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের সিদ্ধান্ত এই যে অমঙ্গলের সঙ্গে তাঁহার লেশ মাত্র যোগ নাই। তিনি আমারদের সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদানভূত। 'তিনি শত্রুর ন্যায়' (৫) আমারদের অশুভ কল্পনা করেন না। প্রত্যুত আমারদিগকে কল্যাণ বিধান করাই তাঁহার সকল কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

২ প্র। ঈশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

২ উ। ঈশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ না বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা হয় না। ঈশ্বরের লক্ষণ এই যে তিনি অনন্ত-স্বরূপ। যাহা কিছু পরিমিত বস্তু আমরা দেখিতে পাই, তাহা সমুদায়ই সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্ট বস্তুর লক্ষণ এই যে তাহারা সীমা বিশিষ্ট। ঈশ্বরকে অনন্ত স্বরূপ না বলিলে তাঁহাকে স্রষ্টা বলা হয় না। কারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই তিন অলৌকিক শক্তি কেবল অনন্ত-স্বরূপেরই। সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের কার্য্য এই সৃষ্টি; ঈশ্বর শক্তিতে অনন্ত না হইলে কোন রূপেই সৃষ্টি-কর্ত্তা হইতে পারেন না। আমরা পরিমিত জীব হইয়া ঈশ্বরের অনন্ত ভাব মনেতে ধারণ করিতে পারি না বটে; কিন্তু বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই, কোন বিষয়ে তাঁহার সীমা নাই, অন্ত নাই—খর্ব্বতা নাই।

ঈশ্বরের আমরা যে কোন স্বরূপ মনে করি তাহাই অনন্ত। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত—মঙ্গল ভাবে অনন্ত—শক্তিতে অনন্ত। অনন্ত স্বরূপই তাঁহার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় পরিমিত বলিলে তাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলা হয়। তাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা হয় না। অতএব, ঈশ্বরকে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে তাঁহাকে পরিমিত বস্তু বলা হয়; তাঁহার স্বরূপ হইতে অনন্ত ভাব

(৪) ছাত্রের লিপি—ইহা বলিলেও বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় উভয়ের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

(৫) ছাত্রের লিপি—পরম শত্রুর ন্যায়

প্রত্যাহার করিয়া লইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়।

৩ প্র। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে কি দোষ হয়?

৩ উ। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে তাঁহাকে নির্ব্বিকার ও অনন্ত-স্বরূপ বলা হয় না। শরীর থাকিলেই শরীরের বিকার যে রোগ তাহা 'থাকিবার সম্ভাবনা' (৬)। শরীরী বস্তু কখন অনন্ত হইতে পারে না। যাহার শরীর আছে, তাহাই পরিমিত—তাহাই সীমা-বিশিষ্ট। ঈশ্বরের আত্মা যদি শরীর-বদ্ধ থাকিল, তবে তিনি কি রূপে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার দৃষ্টি করিবেন। তাহা হইলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইল, যে তিনি কতক জানেন কতক জানেন না; কতক দেখেন কতক কতক দেখেন না। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপে দোষ পড়ে। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে আমরা তাঁহাকে নির্ম্মল, কি কায়হীন, কি পরিশুদ্ধ, কি শিরা ও ক্ষত রহিত বলিতে পারি না। তিনি নিরবয়ব—তিনি জ্ঞান স্বরূপ।

৪ প্র। ঈশ্বরকে কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা বলিলে কি দোষ হয়?

৪ উ। ঈশ্বর কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা নহেন। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। নির্ম্মাতা কখন পদার্থের শক্তি দিতে পারে না। তাহাতে যে সকল শক্তি আছে, তাহা পরীক্ষা পূর্ব্বক উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়াই সে কোন যন্ত্র বা বস্তু প্রস্তুত করে। তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সে ইচ্ছা করিয়া কোন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তার বিষয়ে এরূপ নহে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সমুদয় জগৎ-সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। 'ঈশ্বরকে কেবল' (৭) নির্ম্মাতা বলিলে এই প্রতিপন্ন হয়, যে তাঁহার সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমুদায় পদার্থ তাহারদের স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত বর্ত্তমান ছিল; তিনি কেবল তাহারদিগকে সংযোগ করিয়া এই বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। যদ্যপি আমারদের ইহা বিশ্বাস হয়—তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল পদার্থের নিজ নিজ শক্তি ছিল, যেরূপ এক্ষণে আছে, তাহা হইলে জগৎকে নিত্য বলিতে হয়। ভুতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে পৃথিবী অনন্ত কাল হইতে স্থিতি করিতেছে না, কোন সময়ে কোন সর্ব্বশক্তিমান্ অলৌকিক পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আমারদের বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় এই সিদ্ধান্তেরই পোষক। এই বিচিত্র জগতের চিহ্ন যখন কুত্রাপি ছিল না, তখন এক অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ ছিলেন, যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি মনুষ্যের ন্যায় কতকগুলি উপকরণ একত্র উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলই হইল। তিনি স্বীয় মহীয়সী শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বকে অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাবে আনিয়াছেন। 'তাঁহার কেহ সহকারী নাই' (৮)। তিনিই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

৫ প্র। ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে কি দোষ হয়?

৫ উ। ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত

---

(৬) ছাত্রের লিপি—তাহা অবশ্যই থাকিবে।

(৭) ছাত্রের লিপি—ঈশ্বরকে নির্ম্মাতা বলিলে।

(৮) ছাত্রের লিপি—তাঁহার শক্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

হইতেছে বলিয়া অদ্যাপি জগৎ-সংসার চলিতেছে। তিনি সকল পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল বস্তুর অভ্যন্তরে আছেন, এই প্রযুক্ত তাহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্য পৃথিবী অদ্যাপি চলিতেছে বলিয়া যাঁহারা বলেন ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমের আর অবধি নাই। ঈশ্বর সকল পদার্থে আছেন বটে, তাঁহার আবির্ভাব প্রযুক্ত সকল বস্তু নিজ নিজ শক্তি প্রভাবে কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু এ প্রযুক্ত ঐ সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলা যায় না। তাহারা ঈশ্বরের সাহায্যে স্থিতি করিতেছে, তাহারা তাঁহার আশ্রয়ে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহারা কখনই ঈশ্বর নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাহাদের সঙ্গে আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ। ঈশ্বর আশ্রয়-স্থান—এবং তাহারা তাঁহার আশ্রিত। আমারদের শরীরে যেমত আত্মা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু শরীরকে কখন আত্মা বলা যায় না, সেই রূপ সমস্ত পৃথিবীতে ঈশ্বর ব্যাপ্ত থাকিলেও, পৃথিবীকে ঈশ্বর বলা বুদ্ধিমান জীবের কর্ম্ম নহে। ঈশ্বর জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে 'জগৎকে ঈশ্বর বলিয়া' (৯) বিশ্বাস করা হয়, যাহা আমারদের 'আত্ম-প্রত্যয়ের' (১০) সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

৬ প্র। তিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে নাই, ইহা বলিলে কি দোষ হয়?

৬ উ। ঈশ্বর জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহেন বলিলে তাঁহাকে দেশেতে পরিমিত বলা হয়। তাঁহার অধিষ্ঠান যদি সর্ব্বত্রই না হইল, তবে আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে সর্ব্বব্যাপী বলিতে পারি। তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে নাই বলিলে তাঁহাকে স্থিতি-কর্ত্তা বলিতে পারা যায়না। সেই মূল কারণকে অবলম্বন করিয়া যাবতীয় বস্তু স্বীয় স্বীয় শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু যদ্যপি আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর জগতে নাই, কিন্তু সৃষ্টি করিয়া কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সকলের আশ্রয়-স্থান বলিয়া উক্ত করিতে পারি না। যদি ঈশ্বর কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা হইতেন, তবে তিনি স্থানান্তরিত হইলেও তাঁহার এই অপূর্ব্ব যন্ত্র চলিত। কিন্তু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার পালনী শক্তি না মানিলে, 'আত্ম-প্রত্যয়ের বিরোধী হইতে হয়' (১১)।

৭ প্র। জগতে তিনি কি প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

৭ উ। আমারদের শরীরে আত্মা যে রূপে ব্যাপ্ত আছে, ঈশ্বর জগতে সেই প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন। আমারদের আত্মা যেমন শরীরের প্রাণ, সেইরূপ পর-মাত্মা জগতের প্রাণ-স্বরূপ। আমরা এই রূপ উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই, কিন্তু বাস্তবিক জগৎ-সংসার ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না।

"Pray ye for that peace which will not leave a wilderness for a kingdom, nor ruins for its cities."

---

(৯) ছাত্রের লিপি—Pantheism

(১০) ছাত্রের লিপি—বুদ্ধির

(১১) ছাত্রের লিপি—অত্যন্ত অন্যায় করা হয়

OF THE COMPREHENSIBILITY AND THE INCOMPREHENSIBILITY OF GOD.

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম। ১ খ। ৪ অ। ৭ শ্লো।

"The Divinity, in a certain sense is revealed; in a certain sense is concealed: He is at once known and unknown."

We here combat the interested assertion of the enemies of philosophy, that God is incomprehensible, and that it is not then for reason, and for the philosophy which it represents, to explain God. Elsewhere, we have established in some manner, it may be admitted, at once the comprehensibility and the incomprehensibility of God. First Series, vol. fourth, Lecture twelfth, p 12. We say at first that God is not absolutely incomprehensible, for this manifest reason, that being the cause of this universe, he passes into it, and is reflected in it, as the cause in the effect; therefore we recognize him. "The heavens declare his glory," and "the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made;" his power, in the thousands of worlds sown in the boundless regions of space; his intelligence in ther harmonious laws; finally, that which there is in him most august, in the sentiments of virtue, of holiness, and of love which the heart of man contains. It must be that God is not incomprehensible to us, for all nations have petitioned him, since the first day of the intellectual life of humanity. God, then, as the cause of the universe, reveals himself to us; but God is not only the cause of the universe, he is also the perfect and infinite cause, possessing in himself not a relative perfection, which is only a degree of imperfection, but an absolute perfection, an infinitude which is not only the finite multiplied by itself in those proportions which the human mind is able always to enumerate, but a true infinitude, that is, the absolute negation of of all limits, in all the powers of his being. Moreover, it is not true that an indefinite effect adequately expresses an infinite cause; hence it is not true that we are able absolutely to comprehend God by the world and by man, for all of God is not in them. In order absolutely to comprehend the infinite, it is necessary to have an infinite power of comprehension, and that is not granted to us. God, in manifesting himself, retains something in himself which nothing finite can absolutely manifest; consequently, it is not permitted us to comprehend absolutely. There remains, then, in God, beyond the universe and man, something unknown, impenetrable, incomprehensible. Hence in the immeasurable spaces of the universe, and beneath all the profundities of the human soul, God escapes us in this inexhaustible infinitude, whence he is able to draw without limit new worlds, new beings, new manifestations. God is to us, therefore, incomprehensible; but even of this incomprehensibility we have a clear and precise idea; for we have the most precise idea of infinitude. And this idea is not for us a metaphysical refinement, it is a simple and primitive conception which shines for us from our entrance into this world, luminous and obscure together, explaining every thing, and being explained by nothing, because it carries us at first to the summit and the limit of all explanation. There is something inexplicable for thought, behold then whither thought tends; there is infinite being, behold then the necessary principle of all native and finite beings. Reason explains not the inexplicable, it conceives it. It is not able to comprehend infinitude in an absolute manner, but it comprehends it in some degree in its indefinite manifestations, which reveal it, and which veil it; and, further, as it has been said, it comprehends it so far as incomprehensible. It is, therefore, an equal error to call God absolutely comprehensible, and absolutely incomprehensible. He is both, invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, so familiar and intimate with his creatures, that we see him by opening our eyes, that we feel him in feeling our hearts beat, and at the same time inaccessible in his inpenetrable majesty, mingled with every thing, and separated from every thing, manifesting himself in universal life, and causing scarcely an ephemeral shadow of his eternal essence to appear there, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, at once the living God, and the God concealed, "*Deus vivus et Deus absconditus.*"

Cousin.

CALL TO GOD'S SERVICE.

'onsecrate yourselves to God, all ye youths and maidens!
Ere the world benumb your fresh feeling or sin harden your conscience.
Know that others have found God, as ye have not yet found him;
But seek ye after him, and ye shall find him also:
Delight yourselves in him, and he shall give you the desire of your hearts.
Seek him in the open field or in the shrouded wood,
Under the evening sky or in the solitary chamber.
Take with you words, and turn to him, and say:

"Oh Author of our spirits, Perfector of souls,
With thee strength dwelleth in repose, and no passion is in disharmony;
But the passions of youth are untamed, and we do but move toward perfection,
And Desire often seduces from Goodness or Ease deters from Duty.
Yet wisely were we made by thee, and thy Will must be best for us;
Early to submit were our prudence, and sweetly to obey, our happiness;
And when we know that we seek thy will, we know that we become thy servants.
Lo! here we resign all baser desire, we consecrate ourselves to be thine,
We will struggle to be as thou approvest; to be pure, as thou art pure,
Unwarped by perverse passion, unspoiled by selfishness,
Active for every good work, sympathizing with every good cause,
Haters and scorners of the wrong, lovers of good and of good men.
So will we aspire to thee, that we may be thine now and always,
To live before thy open eye, and to die into thy secret bosom."

Speak to him thus, or to this effect, knowing that he reads all your heart;
Knowing that his light searches your dark corners, and sees your unknown faults.
Fear not to meet his piercing gaze, shrink not from his eyes of flame;
But stand before them true-heartedly, to let them burn up your sin.
Oh, how will it cleanse your conscience and strengthen your best purposes.
How will it put to shame all unkindness, all impurity, all worldliness and pride!
Ye who admire heroism shall grow heroic, and the compassionate more tender,
And the generous more self-sacrificing, and the prudent more self-possessed.
Every virtue shall be strengthened, and every vice shall be crippled,
From the day that ye solemnly consecrate your all to the Ever Present God.
For every impulse shall fall into its own place, and learn its due subordination,
And become the meek minister of the soul, or the pleasant amuser of its weariness,
The strong combatant for the right, or the sharp hunter after the true.
And your natures shall become enlarged, as they expand toward God:
Your insight shall be deeper and your survey broader,
Your selfishness shall become prudence, and your prudence unselfish,
Loving your neighbours, loving your country, and mankind, and the Right.
When the faithless trembles at truth your faith shall but grow stronger,
And where the hypocrite is feeble, your sound heart shall be mighty.
Only aspire after perfection, and tell this out to God,
And ere long ye shall find him and know his exceeding great joy.
He shall make with you a covenant of grace and truth,
And shall fill you of his own fulness and visit you with his Spirit,
And he shall be your well-known Lord, and ye shall be his conscious servants,
Equipped for life and careless of death, aspiring after eternity,
Sighing over your own unworthiness, yet certain of Almighty Love.

F. W. Newman.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের বৈশাখ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান

শ্রীযুক্ত	গোবিন্দকুমার চৌধুরী ..	২০
”	হরচন্দ্র দত্ত	১২
”	গোবিন্দচন্দ্র ধর	১০
”	কেশব চন্দ্র সেন	১০
”	মধুসূদন ঘোষ	৪৸৵
”	গোবিন্দ চাঁদ বসু	৪
”	কালীনাথ দত্ত..	১
		৬১৸৵

মাসিক দান

শ্রীযুক্ত	যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
”	রমাপ্রসাদ রায়	৬
”	নীলকমল মিত্র	২
”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ..	২
”	উমাচরণ মিত্র	২
”	ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
		২৫

শুভকর্ম্মের দান

শ্রীযুক্ত	ঠাকুরদাস সেন	৬
”	বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
		৭

এককালীন দান

শ্রীযুক্ত	ব্রজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়....	১
”	নবীনকৃষ্ণ বসু	১
ব্রাহ্ম ইন্টিমেটু এসোশিএশন্ নামক সভা হইতে প্রাপ্তি		১
		৩

দানাধারে প্রাপ্তি	৩।১০
	৯৯৸৵১০

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে ব্রাহ্ম সমাজে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহার নিদর্শন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত ৩১ বৈশাখ পর্য্যন্ত আয়	২৮৫০৸৵১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে.	২৭৫০
অবশিষ্ট	১০০৸৵১০

জ্যৈষ্ঠ মাসের আয়

শ্রীযুক্ত	রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২৫
	ব্রজনাথ মিত্র	১২
	কালিদাস শান্যাল	১০
	কানাই লাল পাইন	২
	রাম কুমার দত্ত	২
	শ্যামাচরণ দত্ত	১
বারাকপুর নিবাসিনী		২
অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তি ..		২৩
পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি		৸০
		৭৭৸০
স্থিতি		১৭৮॥৵১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়া-সাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
২০ আষাঢ় বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।
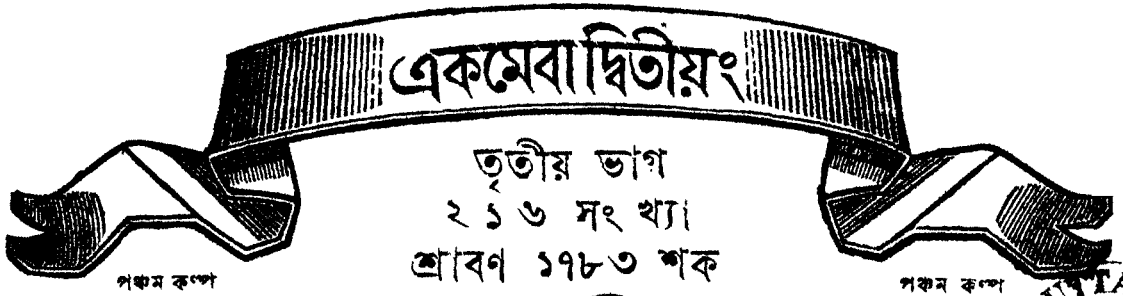
তৃতীয় ভাগ
২১৬ সংখ্যা।
শ্রাবণ ১৭৮৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৩ আষাঢ় ১৭৮৩ শক।

আমরা এই সমাজ-মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-পরায়ণদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, সেই পরম পিতার উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হই। এক্ষণে গ্রীষ্ম কালের উত্তাপ গিয়া বর্ষার আগমনে সকলি শীতল হইয়াছে, তুহিন-গর্ভ গন্ধবহ আমারদিগকে পরিচারণা করিতেছে। দেখ, এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল কেমন তাঁহার বৃষ্টি অনুভব করিয়া এক নবীন বেশ পরিধান করিয়াছে; বৃক্ষ-পত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া হৃদয়োৎফুল্লকর হরিদ্বর্ণ প্রকাশ করিয়াছে, বৃক্ষ-শাখাবলম্বী পক্ষিগণ পতত্র সঞ্চালন করত উচ্চৈঃস্বরে মনের আনন্দ প্রচার করিতেছে, আনন্দিত মণ্ডূক-কুল জলাশয় হইতে স্ফীতকণ্ঠ-বিনির্গত শ্রবণ-মনোহর আনন্দ রবে সমুদয় দিক্ আমোদিত করিতেছে, ধূলিময় পথ-ঘাট-সকল বারি-ধৌত হইয়া পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে, জীব-সকল প্রচুর বারি লাভে নিরাকুল ও সন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছে, এবং কৃষকেরা নয়ন-রঞ্জন নীল শস্য ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত দেখিয়া আনন্দিত মনে ভাবি ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে, চতুর্দ্দিক্ হইতেই শীতল বারি আসিয়া আমারদিগকে অভিষেক করিতেছে। বৃষ্টি যে রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমারদের শরীর শীতল করিতেছে, এই সমাজে অমৃত বারিও তদ্রূপ শত সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমাদের আত্মাকে শীতল করিতেছে। প্রতি দিনই ঈশ্বরের নূতন ভাব, নূতন করুণা, প্রকাশিত হয়। পৃথিবী যেমন প্রতি সূর্য্যের অভ্যুদয়ে নবীন হইয়া উত্থিত হয় এবং উন্নতিরই পথে অগ্রসর হইতে থাকে; আমাদের আত্মাও তদ্রূপ এই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই নবীন ও উন্নত ভাব ধারণ করে। ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে এককালে দুয়েরই উন্নতি হইতেছে। তাঁহার করুণা কি জড়-রাজ্যে কি চেতন-রাজ্যে সকলেতেই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তিনি আমাদের

হৃদয়ের মুদ্রিত পুষ্প-সকল জাগ্রত করিয়াছেন, আবার এইক্ষণে তাঁহার মহিমা-সমীরণ ভক্তগণের অশ্রু-জলে সিক্ত হইয়া সেই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পকে আকম্পিত করিতেছে; সুতরাং স্বভাবতই সেই সকল, ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাশীকৃত রূপে বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা অদ্যকার দিনে, অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকেই তাঁহার শীতলতা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি। তিনি এইক্ষণে আমারদিগকে তাঁহার অমৃত দান করিতে আহ্বান করিতেছেন। এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করি এবং সেই মাতৃ-হস্ত হইতে অমৃত পান করিয়া অমৃত হই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৪

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

সকলের কর্ত্তব্য, দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তি নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন।

১৫

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান-লাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। একারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও ফলিত জ্যোতিষ্; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং তদন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করে; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয়।

১৬

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম-রহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন; সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন।

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষুর্দ্বারাও

দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্ম-পরায়ণ ধীরেরা সেই সর্ব্বভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন।

১৭

হে গার্গি*! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনো-বিহীন, তেজো-বিহীন, শারীরিক প্রাণ-বিহীন, মুখ-বিহীন, কাহারো সহিত তাহার উপমা হয় না।

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এসকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেইরূপ আমারদিগের ন্যায় জড়শরীর বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর মন মিলিত কোন জীব নহেন এবং সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনো-বিহীন, তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন; তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ-দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি শক্তির আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, ক্ষমা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমারদিগের মানসিক-বৃত্তি ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন;

* গার্গী নামে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু এক স্ত্রী তাঁহার আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইতেছেন।

আমারদিগের প্রেম সেই অনন্ত প্রেমের কণা মাত্র।

১৮

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্য-স্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

১৯

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি, দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্য অন্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক সকলই সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণা মাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

২০

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে; তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

২১

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী-সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীব জন্তুদিগের অতি উপকারকারিণী কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

২২

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবেক; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্য মনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবা রাত্রি তাঁহার উপাসনা করিলেও; বা লোক-রঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপে শরীর মন নিপাত করিলেও; অথবা মান মর্য্যাদা যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছু মাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত-ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

২৩

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদগ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভারবাহক পশুজন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রস্থান করেন; তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

২৪

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা তিনি জানিতেছেন, এবং আমরা যাহা

না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত পরমেশ্বরে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে, এমত স্থান নাই যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।

২৫

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে; ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সেই মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

২৬

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। মনুষ্য তাঁহার সংস্থাপিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

ইতি প্রথম খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

১৪ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮২ শক।

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।

পরমেশ্বর যিনি, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" তিনি কেবল পরম বস্তু নহেন, কিন্তু তাহা হইতেও অধিক; তিনি পরম পুরুষ। তাঁহাকে আদি কারণ বলিলেই তাঁহার ভাব ব্যক্ত হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আদি কারণ বলিলেও তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ হয় না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে পরম পুরুষ রূপে দেখিতে পাই; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি না করি; সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবিত ঈশ্বর রূপে দেখি না। এক অন্ধ শক্তি এই জ্ঞান-প্রাণ-পূর্ণ জগতের কখনই কারণ হইতে পারে না, ইহার মূলে জ্ঞান-স্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরম পুরুষ আছেন। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব কর্তৃত্ব ভাব নাই। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বভাব এই যে নিয়োজিত হয়, পুরুষের স্বভাব এই যে নিয়োগ

করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত শক্তিকে না দেখিয়া প্রকৃতি হইতেই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বীজ হইতে যেমন যব ব্রীহি উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর হইতে জগৎ সেই রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন যে তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন; অনেকে জগৎ-কারণকে কেবল এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্য প্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক অন্ধ দৈব শক্তিকে জগতের আদি কারণ বলেন না; কিন্তু এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ। তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে আপন মঙ্গল ভাবে, এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন। তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নিয়মিত হয়েন নাই কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াতে এই সকলই সৃজন করিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া যত কৌশল ইহাতে স্থাপন করিলেন, সকলকেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁর মঙ্গল নিয়মে সকলই নিয়মিত হইতেছে। সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে। তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় এবং আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গল ভাবে ও আনন্দ রসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আশ্চর্য্যময়েরই এই আশ্চর্য্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন। পৃথিবীর মুখশ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, মঙ্গল ভাব প্রচার হইতেছে। সেই সনাতন পুরাণই একভাবে চিরকাল রহিয়াছেন, আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না; সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা যত্ন পূর্ব্বক কিছু নির্ম্মাণ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠিত হই; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে তরু-সকল প্রতি বৎসর পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করিতেছে—ময়ূরেরা এমন উজ্জ্বল সুন্দর পক্ষ-সকল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন সজ্জায় সজ্জীভুত হইতেছে। সেই আনন্দময়ের এই জগতে সকলই নূতন ও সুন্দর ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। জড় জগৎ হইতে আত্মাকে তিনি আরো উন্নতিশীল করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে এখানকার ভাবে, এখানকার সুখেই, তৃপ্ত করেন নাই; তিনি ক্রমাগতই তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। ইহাতে তিনি যে সকল ভাব-কলিকা নিহিত করিয়াছেন, তাহা এখানেই প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়া একেবারে বিনাশ পাইবে না। দেব-লোক হইতে দেব-লোকে সে সকল কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। এখানে ইহার জ্ঞানের শেষ হইবে না, প্রেমের শেষ হইবে না, আনন্দের শেষ হইবে না। আমরা যদিও এখানে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি কিন্তু তিনি আমারদিগকে দান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন

না। আমরা যতই আনন্দের উপর আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছি এবং উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন, এ অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার উন্নতিশীল আত্মাকে ক্রমাগতই আপনার দিকে লইয়া যাইতেছেন।

যাহাতে আমরা অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, তিনি আমারদের আত্মাকে এই প্রকার বলবান্ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপনি যেমন মুক্ত-স্বভাব, আত্মাকেও সেই রূপ কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি আর সমুদায় প্রকৃতিকে অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন; কেবল আত্মাকেই তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। জল যেমন তুষার দ্বারা বদ্ধ হইয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, জগৎ-সংসারও সেই রূপ তাঁহার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু যখন সেই তুষার-বদ্ধ-জল সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন তাহা বেগবতী স্রোতস্বতী হইয়া বসুন্ধরাকে সিঞ্চন করত উর্ব্বরা ও ফলবতী করে; আত্মাও সেই রূপ তাঁহার অমৃত তেজ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সকল স্থানেই আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে যায়। সেই নদীর ন্যায় তখন সে আর কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান না করিয়া সকল স্থানকে মঙ্গল নীরে প্লাবিত করিতে করিতে সেই অমৃত সাগরে আসিয়া পতিত হয়; আপনার কর্ত্তৃত্ব ভাব কখনই পরিত্যাগ করে না।

ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাতে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই কিন্তু সকলই স্বাধীনতা। মনুষ্য যত দূর শরীরি জীব, যত দূর তিনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির এবং পশু-প্রকৃতির অধীন; তত দূর তিনি জড় জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর তাঁহার যত দূর নির্ভর, তত দূর তিনি বদ্ধ —আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ। এই শরীর আমার, কিন্তু আমি নহে। আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, আর এই ইন্দ্রিয়-সকল আমার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব শক্তি যে যে প্রকৃতি দ্বারা সে আবৃত এবং অনুবিদ্ধ, তাহার উপরেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই কেবল বদ্ধ ভাব দেখিতে পাই। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এমন এক অভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল তাহাতেই বিস্তৃত দেখি। তাহার রাজ্যের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ভাব, স্বতন্ত্র শক্তি, কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃতি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে, এবং না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে। প্রকৃতি মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। যাহা অমৃত, যাহা বুদ্ধ মুক্ত, তাহার ভাব ইহাতে কিছুই নাই। মনুষ্যকে তিনি প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া আপনার আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। তিনি আপনাপনি বুঝিতে পারেন যে তিনি কেবল এক অচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ নন — তিনি আত্ম-প্রভাবে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি আপনাতে এ প্রকার ধর্ম্মের নিয়ম দেখিতে পান, যাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে এবং আপনার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়-দলের সহস্র উত্তেজনার প্রতিকূলেও সেই ধর্ম্ম-নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে এই প্রকার স্বাধীনতা অলঙ্কার দিয়াছেন। তিনি যদিও তাঁহাকে কঠোর বিপদে আবৃত করেন, সে কেবল তাঁহাকে

আরো বলীয়ান্ করিবার জন্য। আত্মাকে তিনি সেই প্রকার বলে বলী করিয়াছেন, যাহাতে সে পথের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহার পদতলে আসিয়া অবনত হইবে।

অতএব দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের কি প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—মনুষ্যকেও তিনি আপনার ভাব দিয়াছেন। পুরুষে পুরুষে যে প্রকার সম্বন্ধ — পিতা পুত্রে যে প্রকার সম্বন্ধ; ঈশ্বরে মনুষ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টি আমারদের উপরে রহিয়াছে, আমরাও কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। আমরা সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজার অধীন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-নিয়ম আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমাদের এমন কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে যে আপন ইচ্ছাতে সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারি। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের এই প্রকার সম্বন্ধ,যেমন এক জন পুরুষের সঙ্গে আর এক জন পুরুষের সম্বন্ধ। এই সত্যটি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ। আমরা প্রতি দিনের অন্ন-পানের জন্য, দুর্গতি নিবারণের জন্য, পাপের পরিত্রাণ জন্য, সেই অমৃত পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করি। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা, আর আমরা তাঁহার পুত্র। হে অমৃতের পুত্রেরা, তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আরাধনা কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও, এবং পবিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা কর।

ঈশ্বর সকল আত্মাকেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন; তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রিয় পুত্রেরা তাঁহার মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রেম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকেন। ঈশ্বরের ভাবের অঙ্কুর-সকল সকলের আত্মাতেই আছে, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রকার যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা পশ্চাৎ-বর্ত্তী লোকদিগকে আপনাদের নিকটে আনিতেছেন। এই প্রকার সাধুদিগের কি চমৎকার ভাব! ঈশ্বরের যে সকল মহান্ ও রমণীয় মঙ্গল ভাব আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগেরও তাহার অনুরূপ ভাব। তাঁহারা আপনারা নানা বিঘ্ন বিপত্তি মস্তকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাব প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগকে পাঠাইয়া সহস্র সহস্র লোককে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগকে নানা কষ্টে নিপতিত করেন—তাঁহারা তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই শিক্ষা লাভ করেন। আমারদের প্রতি ঈশ্বরের কি অপার অনুগ্রহ; কি অপার প্রেম।

হে পরমাত্মন্! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই — ইহা নানা ক্লেশ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর, হে পরমাত্মন্! ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণা-বারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর—পিতা মাতার মত তুমি আপনাকে প্রকাশ কর; আর আমরা সকলে তোমার

আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না; হে সিদ্ধিদাতা! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য-বিবরণ।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়েষু।

অগণ্যনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং।

এখানে এত দিন কি করিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। দুই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এ স্থানে আসিয়াছি,প্রথমতঃ শরীর সুস্থ ও সবল করা দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণনগরে কুসংস্কার-সকল পরিহার করত পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই নাই। এখানে দিবসে বিশেষতঃ ২। ৩ টার সময় উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠে এবং শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে। গত বৃহস্পতিবারে ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে।

. . . .

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার কৌতুহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধক গুলি পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে আমার ক্ষুদ্র বলে এ মহৎকর্ম্ম সংসাধন করা অত্যন্ত সুকঠিন। মনে করিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি প্রীতি-বিহীন বিষয়ী লোক ও প্রখর-বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় সর্ব্বত্রে হইবে,তাহা স্মরণ করিয়া আমার আশা অবসন্ন হয় নাই। যাহা হউক,কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানেও ঈশ্বর-প্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানা জাল" ফেলিয়াছি, অর্থাৎ যাহাতে অনেক এবং নানা বিধ লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জড়িত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র উপায়,ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ,এবম্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া অবশেষে মুখে একটী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রায় ৩০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে যুবা বৃদ্ধ বালক,ভদ্র ইতর,ধনী দরিদ্র, অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইয়াছিল এবং অনেকে স্থানাভাব প্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন; তথাপি অধিকাংশ লোকের যে প্রকার মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। অনেক লোক আসিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র নিকেতনে আনিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ৪টী বক্তৃতা করিবার কল্পনা করিলাম; ২টী জ্ঞান ও ২টী অনুষ্ঠান বিষয়ক, ১। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পত্তনভূমি ২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্যকতা ৪। ঈশ্বরের জন্য বিষয় ত্যাগ গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক

উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতও বিশ্বাসের কিছু কিছু বুঝাইয়া দিলাম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতি ২। ৪টী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। পাদ্রি ডাইসন্ সাহেব বক্তৃতার পরে আমারদিগের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন; বোধ হয় তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অদ্য প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অদ্যকার বক্তৃতা নিষ্ফল না হয়, যেহেতুক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই।

প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু গূঢ়-রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে কেবল বাহ্য আড়ম্বরে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। এ জন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, তাহারদিগের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়—তাঁহারদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্ম্মালোচনার জন্য একটী সভা সংস্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি।

আমারদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন করিলাম, মরুভূমিতে বীজ রোপণ করিলাম? কখনই না। কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত জানিতে তাঁহারদের অত্যন্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহ পূর্ব্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার ইচ্ছা, ব্রহ্ম-রস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগরস্থ যুবা বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটী গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এ দিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আপ্ত-বাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম সংগ্রামের জন্য হামিলটনের লেক্‌চর এবং অন্যান্য অস্ত্র-সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করা।

প্রীতি যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটী মনে বদ্ধ-মূল হইয়াছে। প্রীতি-বিহীন প্রচারক কোন কর্ম্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণুতা হয়, পরের কটূক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সহ্য করা যায়। প্রীতি থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়, কি ধনী কি দরিদ্র সকলের নিকট নম্র ও বিনীত ভাবে যাওয়া যায়। প্রীতি থাকিলে সত্য-জিজ্ঞাসুদিগকে শীঘ্র আনা যায়, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া বন্ধু করা যায়, সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি প্রচারক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে প্রস্তুত করা উচিত। কত শত যুবক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া না লাভ করিতে পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্য আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্রে প্রকাশিত হয়, যদি ইহার যথার্থ ভাব সকলে অবগত হয়, তাহা হইলে অনেকে ইহাতে অনুরক্ত হইবে, তাহার

সন্দেহ নাই। ইহার সুধা পাইলে কে না আনন্দের সহিত পান করে?

ঈশ্বর প্রসাদে আমরা কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল উপায় মাত্র। যাহা হউক আমারদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সকল হইয়াছে—সত্যের প্রভা যে ১০।১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে—বীর্য্য-হীন ও নিরুৎসাহী লোকদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও নবজীবন প্রকাশ পাইতেছে—কৃষ্ণনগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া পরম পিতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি।

কৃষ্ণনগর
৩১ বৈশাখ ১৭৮৩ শক } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আমারদের প্রচারক মহাশয়ের যত্নে কৃষ্ণনগরে এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনরিদের মধ্যে, ছাত্রদিগের মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যে দিন তিনি ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র-বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সে দিন ডাইসন নামক তথাকার মিশনরি উপস্থিত ছিলেন; তিনি তাঁহার কোন কথায় সায় দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে, তাহা এই—ঈশ্বর প্রতিমনুষ্যের হৃদয়ে স্বাভাবিক সহজ বাক্য-সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাহাই আমারদের আপ্ত বাক্য—তাহাই আমাদের শাস্ত্র। কোন বিশেষ পুস্তককে আমরা শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। ঈশ্বর যে পুরাতন কালে, পুরাতন লোকদিগের মনে, সত্য প্রেরণ করিতেন, এখন আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা যেখান হইতেই সত্য পাই, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি—সে বিবেচনায় চন্দ্র সূর্য্য, পর্ব্বত সমুদ্র, একটী প্রস্তর, একটী তৃণকে বাইবেলের সঙ্গে আমরা সমান দেখি। যে সকল সত্য সাধারণ, চিরস্থায়ী, ও অপরিবর্ত্তনীয়; যাহা দেশ কালের উপর নির্ভর করে না; যাহা সামান্য কৃষক ও অসামান্য বিদ্বান্ সকলেই সহজে দেখিতে পায় ও সহজে আলিঙ্গন করে; তাহার উপরেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরই যে আমারদের মুক্তি-দাতা, তাঁহার রাজভাব ও পিতৃভাব যে পরস্পর বিরোধী নহে—তাঁহার শাস্তি আমারদের ঔষধ, এবং তাহা যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—পাপের ভার যে এক জনের স্কন্ধ হইতে আর এক জনের স্কন্ধে চাপান যায় না, তাহা হইলে পাপকে আরো উৎসাহ দেওয়া হয়; এই সকল বিষয় সুচারু রূপে বলিলেন। এবারও ডাইসেন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনরিরা আশ্চর্য্য হয়, কেমন করিয়া দুই তিন শত লোক একাদি ক্রমে তিন চারি ঘণ্টা কাল মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে। ডাইসন সাহেব আপনার শাস্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য পর দিবস এক বক্তৃতা করিলেন। তিনি কোন আশাকর বলকর উৎসাহকর বাক্যে শ্রোতাদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারিলেন না। মনুষ্য অতি অপদার্থ, বাইবেল না পড়িলে তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপরে ঈশ্বর অভিসম্পাৎ দিয়াছেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নিউমেন পার্কর নাস্তিকদিগের ধর্ম্ম; এই প্রকার কতকগুলি কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

তাহার পরে প্রচারক মহাশয় তাহার উত্তর দিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল যে খৃষ্টানদের পরাজয় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইয়াছে। এক জন নবদ্বীপের পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের শত্রু বটেন; কিন্তু আমাদের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এখন আপনারা বন্ধু"। ডাইসন সাহেব আপনার পূর্ব্ব মতের অনেক সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিলেন, তদ্বিষয়ের কতক প্রশ্ন পুস্তকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। প্রচারক মহাশয় সেখানেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। সেই সকল উত্তরের সারাংশ পত্রিকার আর এক স্থানে উদ্ধৃত হইল।

খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল বাইবেল হইতে অপহৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা হইতে অযথা বাক্য আর নাই। ঈশ্বর যে সকল সত্য আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ সত্য যেখানে পাওয়া যায়, বাইবেলেই হউক, বেদেই হউক, কোরাণেই হউক, ইতিহাসেই হউক, তাহাই আমরা গ্রহণ করি। তাহাতে ভ্রমই থাকুক বা অসত্যই থাকুক, অন্ধের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে, এমত নহে। বাইবেলের সকল কথাতেই কি কেহ মনের সহিত সায় দিতে পারে? বাইবেলের এক স্থানে লেখা আছে যে "ঈশ্বর কোন এক পাপ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে মুসার কথায় চেতন পাইয়া অনুতাপ করিলেন*" ইহাতে কি ঈশ্বরের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ স্বরূপের অপলাপ করা হয় না?

বাইবেল না পড়িলে যে ঈশ্বরকে জানা যায় না, এ কথার কোন অর্থই নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি সহজ জ্ঞানে জানা যায় না? ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কি জানিতে হইবে যে ঈশ্বর আছেন? ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব বিশ্বাস করিয়া তবে আমরা শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া হস্তে লইতে পারি। বাইবেল না দেখিয়াও যে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে, ঈশ্বর যে তাঁহার জীবিত সত্য-সকল সকলের হৃদয়ে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বাইবেলেই স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

আমাদের কোন অলৌকিক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই; যেহেতু সত্য যে, তাহা কোন ইন্দ্রজালের উপর নির্ভর করে না; ইন্দ্রজালের সংস্পর্শে বরং তাহা কলঙ্কিতই হয়। ইন্দ্রজালের নামে অসত্যেরও প্রচার হইতে পারে, বাইবেলেই তাহা আছে*। আমাদের কি সত্য দেখিয়া অলৌকিক ঘটনার অর্থ করিতে হইবে, আবার অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া সত্যকে প্রমাণ করিতে হইবে? সত্য যে সে সত্যই, চিরকালই সত্য; অসত্য যে সে অসত্যই।

ডাইসন্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী সকল ধর্ম্ম, কালেতে করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।, অবশেষে খৃষ্ট ধর্ম্মেরই জয় হইবে। আমরাও সমুদয় আত্মার সহিত বলিতেছি, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। যে সকল আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পত্তন-ভূমি এবং যাহা লইয়া বাইবেলের এত গৌরব হইয়াছে, তাহা কি কোন কালে বিনাশ হইবে? কখনই না। কখনই না। ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব; ঈসা যাহা খৃষ্ট ধর্ম্মের সার বলিয়া উপ-

* Exodus xxxii. 10—14

* St. Mark xiii. 22.

দেশ করিয়াছেন; সেন্ট পালের যে প্রশস্ত প্রীতি ও সৌহার্দ্দ-ভাব*, তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে। এই সকল ভাবই যদি খৃষ্ট ধর্ম্ম হয়, তবে সে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন কালেই বিনাশ হইবে না। সে খৃষ্ট ধর্ম্মই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

খৃষ্টানেরা আমারদিগকে অবিশ্বাসীই বলুক, নাস্তিকই বলুক, আমরা যেন তাহারদিগের প্রতি দ্বেষ না করি; কিন্তু তাহারদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রীতি-ভাব যেন পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সকল মনুষ্যকে, সকল জাতিকে, এক পরিবারে আবদ্ধ করে; এবং সকল ভ্রম ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া সত্যের মহিমা ও ঈশ্বরের নাম সকল জগতে প্রচার করে। এ আশা আমারদের বৃথা আশা নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই মহাবাক্য ও আনন্দ ধ্বনি ক্রমে ক্রমে সকল স্থান হইতেই উত্থিত হইবে।

THE REVD. S. DYSON'S QUESTIONS ON BRAHMOISM ANSWERED.

1. Distinguish between intuition and consciousness.

Intuition denotes the native, presentative, involuntary, primitive, and catholic cognitions of the mind. Consciousness is a generic term applicable to all the states of the mind.

2 Is intuition a faculty or a truth?

It signifies both.

3. Distinguish between self-produced and self-evident truths.

Those truths are self-produced which have their *origin* in themselves. those truths are self-evident which have their *evidence* in themselves.

4. Are there other religious truths besides the intuitive?

Yes: truths derived from experience.

5. What are the proofs of the existence of religious intuitive truths?

Do the Christians admit the existence of religious intuitive truths? If so, on what grounds? If not, what do the following expressions frequently used by distinguished Christian philosophers and theologians signify—*Law of God written in the heart, Light of conscience, Internal revelation, Never-ceasing voice of God within, God's original revelation of himself to man?*

What is the meaning of Rom. II. 14. 15.?

"For when the gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves.

"Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another."

If the following interpretation of this passage given by Doddridge be correct, is it not clear that the Bible bears irrefragable testimony to the existence of intuitive truths?

"For when the Gentiles who have not the written Revelation of the divine law do, by an *instinct of nature* and in consequence of the *untaught* dictates of their own mind, the moral duties required by the precepts of the law, these having not the benefit of an express and revealed law are nevertheless a law unto themselves. The *voice of nature* is their rule, and they are *inwardly* taught by the *constitution of their own minds* to revere it by the law of that God by whom it was formed. And they who are in this state do evidently show the work of the law in the *most important moral precepts written upon their hearts, by the same Divine Hand that engraved the decalogue upon the tables given to Moses.*"

6. Account for the diversities of religious opinions among mankind.

Account for the diversities of religious opinions among Christians.

7. Is intuition sufficient? If so, why is education necessary?

Is the Bible sufficient? If so, why was Luther necessary?

8. Is not the necessity of education an argument against the existence of intuitions?

Is not the possibility of education an argument for the existence of intuitions?

---

* Cor. XIII. 4-8

Does education originate religious and moral ideas? Does it not merely tend to *educe*, call forth, awaken, and develop them? Can education give a blind man an idea of colour?

9. If Brahmoism or intuitional religion is to be found only in Christian educated countries is it not reasonable to conclude that it is the result of Christian education?

Is it reasonable to conclude that that is Christian education which teaches one to deny the divinity of Christ, to protest against the infalliblity of the Biblo, to reject the dogmas of eternal hell and vicarious atonement, and, in short, to accept that much of Christianity which tallies with the inner revelation?

Is it reasonable to conclude that those truths are the result of Christian education which men learn "inwardly" by an "instinct of nature and in consequence of the *untaught* dictates of their own mind"?

10. Is a higher revelation than intuition desirable?

Is a higher revelation than the Bible desirable?

Yes, because we all "see as through a glass dimly." But as our natural capacities are limited we must learn to be satisfied with the truths which are vonchsafed to us through them, constituting as they do the only knowable truths of salvation this side of the grave.

11. Why do the Brahmos deny the possibility of book-revelation?

Because revelation is subjective, not objective.

12. How is it that the Brahmos refer to books and yet deny the possibility of book-revelation?

Because they do not regard those books as book-revelations.

13. How can God authenticate a revelation of religions doctrines except by working miracles?

Can miracles authenticate a doctrine? Does not the following passage in the Bible clearly show that they cannot?

"For there shall arise false christs and false prophets: and shall shew great signs and wonders; in so much that if it were possible they shall deceive the very elect"—Math. xxiv. 24.

14. If it be contended that miracles can only authenticate truth (*i. e.* prove truth to be true) will the Christians state (1) how that truth can be ascertained except by intuition and (2) are not miracles wholly unnecessary if they cannot prove a doctrine to be from God? Can the authority of Dr. Arnold be appealed to on this subject? "Faith, without reason," says he, "is not properly faith, but mere power-worship; and power-worship may be devil-worship; for it is reason which entertains the idea of God—an idea essentially made up of truth and goodness, no less than of power. A sign of power, exhibited to the senses, might, through them, dispose the whole man to acknowledge it as divine; yet power in itself is not divine, it may be devilish... .How can we distinguish God's voice from the voice of evil? .. We distinguish it, by comparing it with that idea of God which reason *intuitively* enjoys, the *gift of reason being God's original revelation of himself to man.* Now, if the *voice* which comes to us from the *unseen world* agree not with this idea, we have no choice but to pronounce it not to be God's voice; for no signs of power, in confirmation of it, can alone prove it to be from God."

15. Are they true disciples of Brahmoism who receive the sacraments of idolatry?

Brahmoism is opposed to idolatry of both kinds—material and spiritual. The essence of her teachings is this:—Worship neither the objects of the external world nor the passions of the heart; but serve the One True God, and do all things unto His glory.

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ-সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আর আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত

ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা-বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথা-নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর ব্রহ্ম-বিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল; জন-কোলাহল আর কিছু মাত্র রহিল না — কেবল ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তৎপরে কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন।

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি-সকল তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ। তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন; সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে, যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবে, যেন উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

শ্রীমতি সুকুমারি দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবে। সকল কর্ম্মে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে ও সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সমাজ ভঙ্গ হইলে সকল ব্রাহ্মের মুখেই সন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হইল। ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা যে তিনি ব্রাহ্মগণের মনে এ প্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ করুন, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সংসারের তাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩রা ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র।
২৪ শ্রাবণ বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।
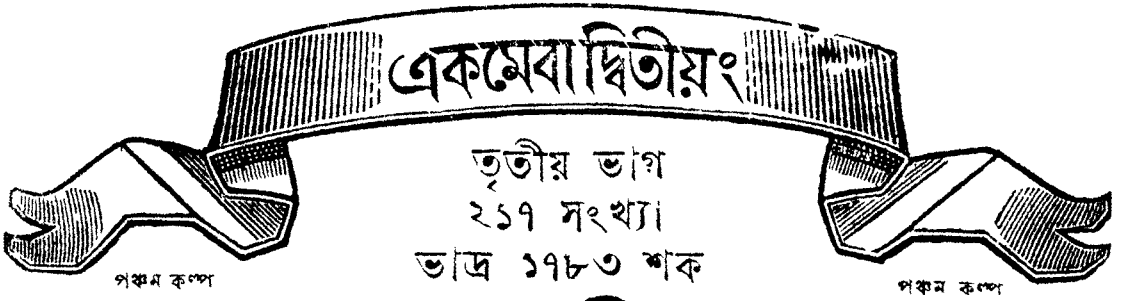
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৭ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, আমারদের আন্তরিক ধর্ম্ম; অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হওয়াই এ ধর্ম্মের অব্যর্থ ফল। যে প্রকার আমরা প্রত্যহ মুখ-প্রক্ষালন স্নান ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও পবিত্র করি, সেই প্রকার যেন পাপের মলিনতা ও অপবিত্রতা আমরা প্রত্যহই ঈশ্বরের অমৃত বারি দ্বারা প্রক্ষালন করি। কিন্তু কি নিদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারিব যে আমরা ক্রমে পাপের মলিনতা হইতে মুক্তি লাভ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমরা এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছি যে "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনং।" "যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।" হৃদয়-গ্রন্থি কি না স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপরতাকে পরিত্যাগ করিলেই আমরা সম্পূর্ণ-রূপে মুক্তি লাভ করিতে পারি। কারণ স্বার্থপরতার গ্রন্থি দ্বারা আমারদের হৃদয় যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন তাহাতে এমন স্থান থাকে না যে অমৃতের ভাব তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে; তখন তাহাতে এমন ভাব উদয় হয় না যে আমরা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হই। আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি যত শিথিল হয়, স্বার্থপরতার ঘন মেঘ-সকল যত জর্জ্জরিত হয়; ততই আমাদের ঈশ্বর লাভ হয়, ততই তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে জাজ্বল্যতর প্রকাশ পায়। অতএব যখন হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দেখিতে হইবে, তখন প্রতিদিনই পরীক্ষা করা উচিত যে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থিকে কতটুকু শিথিল করিতে পারিলাম, স্বার্থপরতাকে কতটুকু দূরীকৃত করিলাম এবং ঈশ্বরের উজ্জ্বল রূপ কত প্রকাশিত হইল। ঈশ্বর আমারদিগের লক্ষ্য স্থান, তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে যদি আমাদের যত্ন থাকে, তবে যদিও আমরা তাহার সম্যক্ অনুকরণ করিতে নাও পারি, তথাপি কিছু মাত্র তো তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের ক্ষুদ্র যত্নে এবং ঈশ্বর

প্রসাদে যত টুকু উন্নতি লাভ হয়, তাহাতেই আমারদের মঙ্গল। আমরা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তো কেবল উন্নতিরই দিকে অগ্রসর হইব। এ কালও সেই অনন্ত কালের অন্তর্ব্বর্ত্তী; এখান হইতেই আমারদের গ্রন্থি-বদ্ধ সংকুচিত হৃদয় যত প্রশস্ত হইবে, স্বার্থপরতা যত অবসন্ন হইবে, ততই আমারদের মুক্তি লাভ হইবে। আমরা এখানে আমারদিগের আত্মাকে যত উন্নত ও প্রশস্ত করি না কেন, তাহা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ক্রমে আরো উন্নত হইবে, আমারদের জ্ঞান আরও উজ্জ্বল হইবে, আমারদিগের ইচ্ছা আরও স্বাধীন ও বলবতী হইবে, আমারদিগের পবিত্রতা আরও সমধিক হইবে; কারণ তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, আমারদিগের আদর্শ। এ আদর্শ আমারদিগকে কে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কাহার উপদেশে আমারদের এই পরম লক্ষ্য স্থান অবধারণ করিয়াছি? পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপদেশে। এই দুর্ব্বল বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা যেন এ ধর্ম্মকে অবহেলা না করি। আমরা যেন এ সমুদায় ভারত ভুমিকে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামের উপযোগী করিতে পারি। কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিলেই হইবেক না, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। লাভ করা অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিন। সময়ে সময়ে আমাদের এরূপ সৌভাগ্য হইয়া থাকে যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আবির্ভুত হন এবং আমারদিগকে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করেন; কিন্তু সেই ভাব টুকুকে চিরস্থায়ী করা কেমন কঠিন। এ প্রকার অনেকের হইতে পারে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার দিনে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলে আত্মা ঈশ্বরের প্রীতি-রসে একেবারে আর্দ্র হয় কিন্তু তার পর দিনে আর সে প্রকার ভাব থাকে না। অদ্য যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা যেন ইহা মনে না করেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে পারিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পুস্তকটিকে হস্তে করিলেই মুক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অবধি কেহ গ্রহণ করিবেন, সেই অবধিই তাঁহাকে ব্রহ্মের প্রিয় পুত্রের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে, সেই অবধিই আপনার যাহা কিছু তাহা সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। দেখো, যেন তোমরা কেহ আপনার মান মর্য্যাদার নিমিত্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে উপায় না কর; আমারদের যে এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, ইহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরকেই লাভ করিবার উপায়; ইহা মান মর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিবার উপায়; ইহা সকল প্রকার বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার উপায়। সেই জীবনই সার্থক যে জীবন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ অনুযায়ী ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছে, সে জীবন সূর্য্যের ন্যায় অতি মহদ্ভাবে পরিপূর্ণ। উষাকালে সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে একাকী লোহিত বর্ণ উৎসাহ-পূর্ণ-মুখে সকলকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া প্রকাশ পান, ক্রমে দিন-বৃদ্ধি-সহকারে উজ্জ্বল হইয়া একাকী আপন আনন্দে ঈশ্বরের কার্য্য করিতে থাকেন এবং অবশেষে অস্তমিত সময়েও এই আকাশে আপন মহিমা ও শোভা প্রকাশ করত অন্য এক আকাশে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে ধাবিত হন; সেই প্রকার এক জন তদ্গত-চিত্ত তদ্গত-প্রাণ অনুরাগী ব্রাহ্মও এই পৃথিবীর ঘোরতর অন্ধকার ভেদ করিয়া একাকী সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারের মোহ-নিদ্রা হইতে উদ্বোধন করেন এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সকল এ

পৃথিবীতে সম্পন্ন করিয়া ক্রমে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয়, মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়,তখন তিনি সকলের নিকটে বিষাদ মেঘে আপনার উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া অন্য এক আকাশে নবীন উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার জন্য পুনর্ব্বার উত্থিত হন। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই বিভাবসু সূর্য্যের অনুকরণ কর। তোমরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সকল সমুদায় ইচ্ছার সহিত সম্পন্ন করিতে থাক; ঈশ্বর তোমারদিগের সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

২৭

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য; তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।

পরমেশ্বর চক্ষুঃ শ্রোত্র বাগিন্দ্রিয় ও মন সৃষ্টি করিয়া ইহারদিগকে স্বস্ব কার্য্যোপযোগী শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জীবনী শক্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে এই সমুদায় শক্তি না দিলে ইহারা কিছুই করিতে পারিত না। তিনি শরীরকে জীবন যুক্ত না করিলে শরীর জীবিত হইতে পারিত না। তিনি এই সমুদায় শক্তির মূল কারণ ও আশ্রয়,এ নিমিত্ত তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত জ্ঞান-স্বরূপ; সকলের কারণ, ও আশ্রয়; তাঁহা হইতে চক্ষুঃ শ্রোত্র মন প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই শাসনে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

২৮

সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না, আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না, এবং ইহাও জানি না, যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যিনি চক্ষুর অগোচর,বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র, যে তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। আমারদিগের নিকটে যত বস্তু বিশেষ রূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন এবং যত পরিমিত সৃষ্ট বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও নির্ব্বাহিতা এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও এই উপদেশ।

২৯

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য

প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেহ মনঃ-কল্পিত দেব দেবীর প্রতি-মূর্ত্তির উপাসনা করে, কত লোকে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহারদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না।

৩০

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞান-রূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের বিষয় নহেন, সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে পারে না।

৩১

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই, যে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানা যায় না। তিনি হয়তো ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ তুল্য বোধ করিয়া তৃপ্ত আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিযা থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই এবং মনও নাই; তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন, যে ব্রহ্মের যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই শুদ্ধ মুক্ত অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপেতে পরিমিত মনের বৃত্তি-সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানা যাইত; সুত-

রাং যাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর-রূপে জানিতে পারি। এই সমুদয় জগৎ কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই মঙ্গল-স্বরূপের দুরবগাহ্য গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে?

৩২

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জাঁনিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন।

ব্রহ্মের পূর্ণ ভাবকে বিশেষ করিয়া সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া কদাপি এমন নহে, যে ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানা যায় না। যদিও তাঁহার প্রকৃত পূর্ণ-স্বরূপ কোন প্রকারেই আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না; তথাপি তাঁহার অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব ও মঙ্গল-ভাব স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় এবং তাঁহার অপার জ্ঞান ও অপার শক্তি এবং অপার প্রেমের নিদর্শন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ কারণ এই বচনে উক্ত হইয়াছে, যে "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" অর্থাৎ আমি তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এ বচনের মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

৩৩

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপকে জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জাঁনা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি।

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমাদের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না, ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল।

৩৪

ইহ লোকে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থের কারণ হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভুমি সহজ জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মুলাধার এবং সকল মঙ্গলের নিদান-ভুত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-ভাবকে নিঃসংশয় রূপে প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমারদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পরে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য, প্রিয়তম পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? জগৎ কৌশল দেখিয়া কৌশল কর্ত্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতেছি এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদের কি হইল? কতক গুলিন সুবর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশোমান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ-বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—তাঁহার সহবাস-জনিত নিত্য ভুমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য-লোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল ও তৎপরতা আলোচনা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক ও আত্ম-প্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল; তাহারা তাঁহারই মঙ্গল-ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা, কি ভুতত্ত্ববিদ্যা, কি চিকিৎসা বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। স্থাবর জঙ্গম বিবিধ বস্তুর গুণ ও সম্বন্ধ

পর্য্যালোচনা করিয়া যত প্রকার বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদায় তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সমুদায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৮ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮২ শক।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।

এই বিচিত্র জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—কুত্রাপি ইহার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। সর্ব্বতঃ প্রসারিত এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র ছিল। সেই অন্ধকারের জ্যোতি কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যখন কোন জ্যোতি ছিল না, কেবলি অন্ধকার ছিল, তখনও সেই জ্ঞান-জ্যোতি পরম পুরুষ স্বীয় মহিমাতেই বিরাজমান ছিলেন; যদি সকল জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সূর্য্য যদি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়, নক্ষত্র-সকল যদি একেবারে বিলুপ্ত হয়, তথাপি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ বিরাজমান থাকিবেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি প্রকাশমান ছিলেন, এই বর্ত্তমান সময়েও এই সমুদয় সৃষ্টির প্রাণ রূপে তিনি বর্ত্তমান আছেন এবং যদি এই সমুদয় সৃষ্টি,কালেতে ক্ষয় হইয়া যায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। চিরকালই তিনি বর্ত্তমান। নিত্যকাল হইতে নিত্যকাল পর্য্যন্ত। "ঈশানো ভুত ভব্যস্য সএবাদ্য সউশ্বঃ" তিনি ভুত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও যেমন,কল্যও তেমন। তিনিই কেবল বর্ত্তমান—আর তাঁহার দুই বাহুতে ভুত ভবিষ্যতের ঘটনা-সকল নিয়মিত হইতেছে। দেশ কালের তিনি অতীত; তাঁহার উপরে আকাশের অধিকার নাই, কালেরও অধিকার নাই। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে দেশ-কাল-সূত্রে অনুস্যূত করিয়াছেন। আকাশে ও কালে সমুদয় জগৎ সংসার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় জগতের সহিত আকাশ ও কাল সেই পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, এক মাত্র অনাদ্যনন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে সময়কার কি গম্ভীর ভাব। যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করি—তখন একটী গ্রহ,একটী তারাও, আর নয়ন গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্যসজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন।

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল! সেই নিস্তব্ধ চির রজনী ভেদ করিয়া

নব প্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল? কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিক্ বিদিক্ উজ্জ্বল করিল? এ কেবল সেই পরম কারণের ইচ্ছাতে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আমারদের এই তেজোময় সুন্দর পৃথিবী আকাশ পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিতে লাগিল। হা! সে পৃথিবী তখন কিছুই জানে না, কে তাহাকে, কেন তাহাকে প্রেরণ করিলেন। তখন কে জানিবে সেই দগ্ধ দারু সমান উত্তপ্ত দ্রবধাতুময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত পৃথিবী জীবন ও সুখে, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে, আশ্চর্য্য রূপে সজ্জিত হইবে; অসংখ্য জীবে, অসংখ্য উদ্ভিজ্জে, পূর্ণ হইবে? কে তাহাতে এ প্রকার বীজ-সকল নিহিত করিলেন? কে তাহাকে ধন ধান্য ফল-ফুলের ভাণ্ডার করিয়া সৃজন করিলেন? কোথায় সূর্য্য, কোথায় আমারদের এই পৃথিবী, কোথায় এই সকল জীব জন্তু উদ্ভিজ্জ। সূর্য্য হইতে আলোক আসিতেছে, পৃথিবী উজ্জ্বল হইতেছে, যৌবন-প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইতেছে— আমারদের অন্ধতা দূর হইতেছে। কে এ প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিলেন? এ কি কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? এই প্রাণ ধন জীবন, সুখ অতুলন, কি কোন অন্ধ শক্তি হইতে বর্ষিত হইল? না সেই জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষের ইচ্ছাতে এই সকল হইল? এই পৃথিবী যখন কেবল দ্রব-ধাতু-পিণ্ড ছিল, তখন যদি কোন মনুষ্য ইহা দেখিতেন; এই কুজ্ঝটিকাময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত লোক দেখিয়া তিনি কি কখন মনে করিতে পারিতেন যে ইহা এই প্রকার সুখের রাজ্য হইবে? কিন্তু পরমেশ্বর অলোচনা করিয়া সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি তাহাতে নিহিত করিলেন, যাহাতে সেই শূন্য উত্তপ্ত পৃথিবী এ প্রকার বাস গৃহ ও আরাম স্থল হইল। কালেতে ইহা শীতল হইয়া অসংখ্য জীবের আধার হইল, অসংখ্য সুখের আলয় হইল। বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া শীতল জল বর্ষণ করিল; জলেতে কত মৎস্য কুম্ভীর, কত কোটি কোটি জল জন্তু, বিচরণ করিতে লাগিল। কালেতে জলের গর্ত্ত হইতে পর্ব্বত-সকল সূর্য্যাভিমুখে উঠিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। পৃথিবী জলে স্থলে বিভিন্ন হইল— নানা উদ্ভিজ্জ, নানা জীব জন্তু, তাহাতে উৎপন্ন হইল। এ কি আপনা হইতে হইল? না ইহা কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? সেই বিজ্ঞানময় পরম পুরুষেরই এই মহিমা; তিনিই এই জগৎকে এমন আশ্চর্য্য রূপে সৃজন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি আমারদের অন্ন আহার করিবার জন্য দন্ত দিলেন; দন্ত দিবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ দিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি আশ্চর্য্য তাঁহার পালনী শক্তি! এই সকল কৌশল কি অন্ধ শক্তির কার্য্য? ইহাতে কি এক জনের জ্ঞান প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের আলোচনা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায় না?

কে আমারদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন? কোন্ করুণাময় পুরুষ আমারদের রোগ-শান্তির জন্য নানা প্রকার ঔষধের সৃজন করিয়াছেন? আমারদের শরীরের কোন অঙ্গ ব্যাপিত হইলে কাহার নিয়মে তাহা আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়? আত্মা যখন মলিন হয়, যখন সে পাপেতে অভিভূত হয়, তখন কে তাহাতে অনুতাপ প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে উদ্ধার করেন। এ সকলই তাবৎই, তিনি করিতেছেন, যিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা; যিনি আপ-

নার অমোঘ সাহায্য দিয়া আমারদিগকে আপনার সৎপথে রক্ষা করিতেছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? তিনি যেমন জড় বিষয়ের অধিপতি, সেই রূপ আত্মারও অধিপতি; তিনি যেমন সকল জগতের ঈশ্বর, সেই রূপ আমারও ঈশ্বর। আমরা তাঁহার প্রসাদ-ভাগী হইয়া দিন যাপন করিতেছি; জীবনের সমুদয় ভোগ, সমুদয় সুখ, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি—তাহার জন্য আবার যখন অমরা কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি; তখন সে ভোগ, সে সুখ, কেমন পবিত্র হইতেছে। সম্পদ্ আমারদিগকে তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিতেছে। বিপদ্ গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছে—তখন সেই বিপদ্ই আমারদের পরম সম্পদ্। তাঁহার করুণা সম্পদে বিপদে—তাঁহার করুণা দিবসে রাত্রিতে—সমুদয় জগৎ সংসারে তাঁহার করুণা। চিরকালই আমরা তাঁহার করুণার আশ্রয়ে থাকিব। আমারদের কি এতটুকুও বল নাই যে, যে কয় দিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, তত দিন তাঁহার মঙ্গল-ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। যাঁহার সঙ্গে আমারদের নিত্যকাল থাকিতে হইবে, এই কতক দিনের বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-চ্ছায়াতে অপরাজিত-চিত্তে বাস করি—আমারদের কি এতটুকুও নির্ভর নাই। যদি এই ক্ষণ কালের জন্য সেই মঙ্গলময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে থাকিতে না পারি, তবে অনন্ত কালে আমারদের কি ভরসা? আমরা কি সংসারের একটু সুখেতেই উৎফুল্ল হইব, একটু দুঃখেতেই মুহ্যমান হইব? আমরা যে কেবল ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত থাকি, ঈশ্বরের এ প্রকার ইচ্ছা নয়। তিনি আমারদের আত্মার উন্নতি চাহেন, তিনি আমারদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইতে চাহেন, সুখ দুঃখে অটল রাখিতে চাহেন। তিনি যেমন জড় রাজ্যকে ভৌতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন, আত্মার জন্য সেই রূপ ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। আমরা যাহাতে শিক্ষিত হই—দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হই—জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হই; এই তাঁহার অভিপ্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নানা বিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও তাহাতে সাহায্য করিতেছেন। শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ্ বিপদ এখানে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি; তবে আত্মার বল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না, আত্মার শান্তি কিছুতেই যাইবে না।

হে পরমাত্মন্। আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল-চ্ছায়া সর্ব্বত্র বিস্তার কর। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃবর্গকে তোমার পথে অগ্রসর কর, এ দেশকে তোমার জ্ঞানেতে উজ্জ্বল কর, পৃথিবীকে শান্তি সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মাচরণের চেষ্টা।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—ঈশ্বর তাঁহার রাজ্যে সত্যেরই জয় করেন—মঙ্গলেরই জয় করেন। যে সাধু পুরুষ সত্যের দিকে থাকেন, তিনি ঈশ্বরেরই দিকে থাকেন। যদিও চতুর্দ্দিক্ হইতে পর্ব্বত সমান প্রতিবন্ধক আইসে, যদিও মিত্রেরা শত্রু হইয়া বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে; তথাপি যিনি ধর্ম্মকে জয়ী করেন, ঈশ্বর তাঁহাকেই জয় দান করেন। ইহাতে তিনি যে

কেবল আপনার আত্মাকে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ করেন, এমত নহে; স্বীয় সাধু দৃষ্টান্ত অন্যত্র প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহার সংসারে ধর্ম্মকে এই প্রকারে জয়ী করেন। সৎ প্রবৃত্তি যে হৃদয়ে থাকে, তাহা কেবল তাহাকেই উন্নত করিয়া নিরস্ত হয় না, আর শত শত হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আমাদের সকল মঙ্গল-ভাব যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে এক সাধুর উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া তাহার সকলই জাগ্রত হয়। যিনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তিনি অন্য লোককে কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন? যখন সংসার এক দিকে, ঈশ্বর আর এক দিকে হন; তখন যদি তিনি সংসারের সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, সকল অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরেতেই অনুরক্ত থাকেন, এবং তাঁহারই আদেশ পালন করেন; তবেই অন্যেরা বুঝিতে পারে, তিনি কি অমূল্য ধন পাইয়াছেন, যাহাতে আর সকল ধন হারাইলেও তাঁহার ক্ষতি বোধ হয় না। তখন সহজেই সকলে সেই ধনের অন্বেষণ করিতে যায়। আমরা ধর্ম্মের জন্য যদি ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে আমাদের বল কোথায়? ধর্ম্ম-বলের পরীক্ষা কিসে হয়? না বাধা দ্বারা। যিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি ধর্ম্ম-বল কত উপার্জ্জন করিয়াছি; তিনি যেন দেখেন, আমি ধর্ম্মের জন্য কত বাধা অতিক্রম করিতে পারি। পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মের জন্য যে সকল বিষয় ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম, এখনো কি সেই রূপ হই, না এখন তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি! ঈশ্বর আমারদিগকে এমন সংসারে স্থাপন করেন নাই যে আমরা সুখে অনায়াসে জীবন পথে চলিয়া যাইতে পারিব। চতুর্দ্দিকেই কণ্টক, রাশি রাশি প্রলোভন, বিঘ্ন বিপত্তি বিস্তর। এই সমুদয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের পদ-তলে আনিতে হইবে আমাদের জীবনই এক সংগ্রামের ব্যাপার। জীবন যে, সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। সুস্থতা রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। যতক্ষণ সেই সংগ্রাম থাকে, ততক্ষণ ধর্ম্ম জীবিত থাকে—যখনি আমরা চেষ্টা-শূন্য নিরুদ্যম হই—অসাবধান ও নিরস্ত্র হই—তখনি পাপ আসিয়া আমারদিগকে আক্রমণ করে। আমরা অনেক সময় যুদ্ধে জয়ী না হইয়াই তাহা ছাড়িয়া দিই; যে সকল পাপকে দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহা সর্পের ন্যায় হৃদয়ে পুষিয়া রাখি—যে সকল ভাবকে সমূলে উন্মূলন করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে প্রণয় বন্ধন করি এবং যে সময় চেষ্টা করিয়া শোধন করিতে হইবে, তখন হয় তো দুঃখ ও অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকি। কি আশ্চর্য্য! আমরা একই হৃদয়ে দেব-ভাব আসুরিক ভাব পোষণ করিয়া রাখি। আমরা চাহি ঈশ্বরও থাকুন, সংসারও থাকুক। কিন্তু এক টুকু ভাবিয়া দেখিলেই জানিতে পারি যে তাহা কখনই হইতে পারে না। যেমন অন্ধকার আলোক একত্রে থাকিতে পারে না, তেমনি সৎ অসতে একত্রে থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা বৃথা—মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। হয় পাপকে জয়ী করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও, নয় হৃদয়ের রাজাকে হৃদয় রাজ্যে স্থান দিয়া পাপের হস্ত হইতে বিমুক্ত হও।

আমরা কত সময় হীন-বল হইয়া পাপের সহিত সংগ্রামে বিরত হই, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। এক জন লোক—সে অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব। সে অকারণে এক জনের প্রতি

অত্যাচার করিয়াছে, অনর্থক বিবাদ করিয়াছে, কাহারো মনঃপীড়া দিয়াছে। পরে তাহার চেতন হইলে সে মনে করে, আমি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। সে আপনার দোষ আপনি জানিয়া হয় তো বন্ধুর সাক্ষাতেও তাহা স্বীকার করে। এই প্রকারে দোষ স্বীকার করা অবশ্যই ভাল কিন্তু যদি তাহার সংশোধনের চেষ্টা থাকে। তাহার চেষ্টা কোথায়? যখনি সময় আইসে, তখন আবার তাহার স্বভাব বিকৃত হইয়া উঠে। সে তাহার অধোগতির প্রতি তখন একবার দৃষ্টি করে না। তখন সংগ্রামের জন্য একটি অস্ত্রও ধারণ করে না। এই প্রকার বার বার পতিত হইয়া হয় তো একেবারে নিরাশ হইয়া যায়। কিন্তু নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আমৃত্যু ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিবে, কখনো তাহাকে দুর্ল্লভ মনে করিবে না। পতন হওয়া অপেক্ষা পাপ হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা-শূন্য হওয়া অধিক দোষ। তাঁহার দুর্ব্বলতা জন্যই হউক, অভ্যাসের জন্যই হউক, যাহার জন্যই তাঁহার পতন হউক; তিনি এ কথা বলিতে পারিবেন না, এখন আর আমি উঠিতে চেষ্টা করিব না। তাঁহার নিরাশ হওয়া উচিত নহে, কেন না ঈশ্বরই আশা দিতেছেন যে তিনি ধর্ম্মকেই জয়ী করিবেন। এই প্রকার আলস্য। যখন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, লোক-সমাজের উপকার করিতে হইবে; তখন আলস্য আসিয়া জড়ীভূত করে। পরে সময় অতীত হইলে অনুতাপ করি। আবার কর্ম্মের সময় আইলে আলস্যের জালে পতিত হই। এই আমারদের দুর্ব্বলতা। কার্য্যের সময় আমরা সংগ্রাম হইতে বিরত হই, সে সময়ে প্রবৃত্তির স্রোতে অনায়াসে নীয়মান হই। পানাসক্ত ব্যক্তিকে দেখ। দিন দিন এ ব্যক্তি হীন মলিন হইতেছে। ইহার শরীর রুগ্ন হইতেছে, মন অবসন্ন হইতেছে; বুদ্ধি ভ্রংশ হইতেছে। সকল অপেক্ষা মনুষ্যের যাহা উচ্চ অধিকার, তাহাই তাহার নাই—আপনার উপরে আপনার কোন অধিকার নাই। সে কোন সময় মনে করিতেছে, আর মদ্য পানে রত হইবে না। আবার লোভের সময় আইলে লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। এই রূপে দিবসে রাত্রিতে তাহার মানসে সুখ নাই—এক সময়ে আত্ম-গ্লানি ও নরক-ভোগ; আর এক সময় অসাড়তা ও উন্মত্ততা। এই প্রকারেই তাহার দিন গত হয়। মনে করিয়া দেখ, মদ্য পায়ীর যেমন দোষ অধিক, তেমনি লোভও কত প্রবল। সে তাহার দোষ হইতে উদ্ধার পাইবার যত চেষ্টা করে, তাহার অর্দ্ধেক চেষ্টা করিলে আমরা হয় তো আমারদের কত পাপ-প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি।

আমরা পাপের সহিত সংগ্রামে বিমুখ, এই আমারদের সাধারণ দোষ; আবার এমন কতকগুলি পাপ আছে যে তাহার অধীনে থাকিয়াও আমরা অনায়াসে সন্তোষে দিন যাপন করি। সেই সকল পাপকে এমন লঘু মনে হয় যে তাহার জন্য একবার মনেও করি না। দেখ, আমরা কত সময় স্বার্থপর হইয়া আপনার নাম আপনার মান আপনার যশের জন্যই ব্যস্ত থাকি। এই প্রকার ভাব আমাদের এমন অভ্যাস পাইতে পারে যে মনে হয় স্বার্থপর হইবার আমারদের অধিকার আছে। আমরা যাঁহার ধন ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি ও অশেষ সুখে সুখী হইতেছি, তাঁহাকে আমরা ভুলিয়া সে সমুদয় ভোগ করি। যাহা হইতে আমরা দেহ মনের সকল শক্তি পাইয়াছি, তাহা তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ না

করিয়া আপনার কার্য্যেই সকল সময় নিয়োগ করি। যে প্রীতি যথার্থ তাঁহারই প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে না দিয়া আমাদের কোন হৃদয়ের পুত্তলিকাকেই প্রদান করি। এই প্রকারে দিন চলিয়া যায় কিন্তু আমারদের এক বারও মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। এই প্রকার ধনবান্ সুখবান্ ব্যক্তিকে যদি স্বার্থপরতা দোষে দোষী করিতে যাও, তবে সে বলিবে; আমি আপনার ধন আপনি ভোগ করিতেছি, কাহারো উপরে তো অন্যায় করিতেছি না। স্বার্থপরতার জন্যে মধ্যে মধ্যে তাহার মনে এক প্রকার অতৃপ্তি অশান্তি আসিবেই আসিবে; তথাপি অভ্যাসের বলে তাহার হৃদয়ের কবাট বন্ধ হইয়া যায়। আমারদের অভিমান আবার এমনি যে আপনার দোষ যদি কেহ বন্ধুতাভাবে দেখাইয়া দেয়, আমরা কোথায় সে দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব, না সেই হিতৈষীর উপরেই বিরক্ত হই। তখন আপনার প্রতি দেখি না, কিন্তু অন্যকে তিরস্কার করি, যাহা নিতান্ত অন্যায়। এই জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আছে—"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ"। অপ্রিয় অথচ পথ্য এমত বাক্যের বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ। যে সকল পাপ জনসমাজে প্রচলিত, তাহাও আমাদের নিকটে লঘু বোধ হয়। যদি অসত্য, প্রতারণা, পানাসক্তি এ সকলের জন্য লোকের নিকট হইতে তিরস্কৃত না হইতে হয়, তবে সে সকল পাপে পতিত হইয়া সহজেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। আবার যে সকল পাপ আমরা আপনারাই জানি, অন্য কেহ জানিতে পারে না, তাহা সহজে হৃদয়ে স্থান পায়। এক জনের ক্রোধ-দৃষ্টি কত সময় আমারদিগকে জাগ্রত করিয়া দিতে পারে। এক জনের তিরস্কার-বাক্য অনেক সময়ে যেন আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া অন্তরে কশাঘাত করে, তাহার যাতনা এমত বহু দিবস থাকিতে পারে। কোন দোষ যাহা আমি কিছুই মনে করি নাই, যখন জানিতে পারি অন্য লোক তাহা কি প্রকার ভাবে দেখে, তখন তাহা দোষ বলিয়া মনে হয়। এমন কত শত গূঢ় পাপ আমরা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখি; যখন ধরা পড়ে, তখনই হৃদয়-বেদনা আইসে। আমাদের দোষ যেমন অন্যেরা বিচার করিবে, আপনারা যেন সেই রূপ বিচার করি। আমাদের অন্তর্যামী যেমন আমাদের প্রত্যেক দোষ দেখিতেছেন, আমরাও যেন তাহা দেখিয়া একান্ত সরলভাবে তাঁহার নিকটে হৃদয় খুলিয়া ব্যক্ত করি ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা করি।

দেখ, আমারদের কেমন সাবধান থাকিতে হইবে। আমরা পতিত হই তাহাতে ভয় নাই; সংগ্রাম হইতে নিরস্ত হই—তাহাই ভয়। কোন সময়েই আমরা বলিতে পারিব না, এতদূর করিয়াছি আর করিতে হইবে না। আমাদের আদর্শ কোথায়? সেই "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং" অকলঙ্ক নিরবদ্য পরমেশ্বর আমাদের আদর্শ। আমারদের লেখা যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সেই আদর্শের অনুরূপ কোন কালেই হইবে না। কিন্তু আমাদের ভয় নাই। আমাদের নিরাশ হইতে হইবে না। যদি আমরা আপনাতে আপনি সন্তোষে থাকি, যেমন নিম্ন দেশে আছি সেখানেই বিচরণ করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে অবশ্য ভয়। কিন্তু যতক্ষণ সংগ্রামের জন্য উদ্যত থাকিবে, ততক্ষণ কোন ভয় নাই—যদি সহস্রবার পতিত হও, তাহা হইলেও ভয় নাই। আমাদের উপরে পাপের জয় কখনই হইবে না। পাপকে আমরা বলি 'অসৎ,' ধর্ম্মকে বলি 'সৎ'। অসৎ প্রবৃত্তি সকল 'অসৎ' কেন না তাহারা থাকি

বেনা—তাহারা মৃত্যুর দিকে রহিয়াছে—ক্রমে তাহারা বিলুপ্ত হইবে। আমাদের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি তাহাদেরই জয় হইবে—অমৃতের সঙ্গে তাহাদের যোগ। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মকে জয়ী করিবেন। যে ধর্ম্ম-শিখা তোমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তিনিই উদ্দীপন করিয়াছেন—তুমি আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে গেলে তিনি কখনই নির্ব্বাণ করিতে দিবেন না। তুমি পাপ-ভারে অবসন্ন হইলেও তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া রাখিবেন। কোন মতেই নিরাশ হইও না, উচ্চ লক্ষ্য স্থান দেখিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে আর অধিক কিছু চাহেন না। তিনি কেবল আমারদের নিকট হইতে আমারদের ধর্ম্ম পালন করিবার অবিশ্রান্ত যত্ন চান, তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা চান এবং সর্ব্ব সংহারক পাপ হইতে দূরে থাকিবার দৃঢ়তা চান। আমরা যদি এই প্রকার চেষ্টা করি; তবে আমরা যতদূর করিতে পারি, তাহা করা হইল। ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া যখন সহস্র সহস্র পুণ্যাত্মার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব—তখন যে অতি হীন, তাহাকেও তিনি আলিঙ্গন দিবেন—তাহার অনুতাপ-জনিত অশ্রুবারি মার্জ্জনা করিবেন, এবং তাহার ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ-সকল তাঁহার করুণা-বারি প্রেরণ করিয়া সুস্থ করিবেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যে রূপ পদ্ধতি ক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অবিকল তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

কন্যা-যাত্র, বর ও বর-যাত্র সকল আসিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পর রাত্রি দশ ঘন্টার পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পবিত্র হৃদয়ে সম্প্রদান-শালায় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল-বাচন করিলেন। যথা

মঙ্গল বাচন।

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অভ্যর্থনা।

পরে অর্ঘ্য লইয়া ওঁঅর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি। —সম্প্রদাতা, ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতি গৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ মধুপর্কং প্রতি গৃহ্নামি। —সম্প্রদাতা ওঁ অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতি গৃহ্নামি। পরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলেন।

এই রূপে যথা নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর স্ত্রীআচার করিবার জন্য পাত্রকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর পাত্র আসিয়া আসনে উপবেশন করিলে এবং কন্যাকে আনয়ন করিয়া তৎসম্মুখে বসাইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল। জন-

কোলাহল আর কিছু মাত্র রহিল না। কেবল ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ওঁসপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং ত্বমেকঞ্জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণ ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়স্ত্বাং স্মরামোবয়স্ত্বাম্ভজামঃ বয়স্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ। সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্তা স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈসঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদাহ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যে নিরুক্তে নিলয়নে ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোকএষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

হে পরমাত্মন্! তুমি নিয়ত আমারদের উপর করুণা-বারি বর্ষণ করিতেছ এবং আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিবার জন্য বিবিধ উপায় বিধান করিতেছ। তুমি মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা; তুমি আমারদের সুখশান্তি; তুমি জীবনের জীবন ও চিরকালের সুহৃদ্। আমারদের সমুদায় প্রীতিকে তোমার প্রতি লইয়া যাও এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অটল উৎসাহ প্রদান কর, যেন সকল অবস্থাতে সকল সময়ে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে সমর্থ হই। তুমি আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য, এই সত্যটী যেন আমারদের মনে নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে এবং সাংসারিক তাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেন তোমার সত্তা-স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পন্ন

করি। হে নাথ! যাহাতে তোমাকে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিতে পারি এবং আমাদের সমুদায় শক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি, এপ্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ কর।

সম্প্রদান।

ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে পর সম্প্রদাতা পাত্র কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া "ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দাস্যামি" ইহা বলিয়া পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পাত্রও "ইমাং গৃহ্ণামি" ইহা বলিলেন।—পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কটরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতি কামঃ ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজআঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য রামসুন্দরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়,ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য কাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায়। শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রীমতীং সুকুমারী দেবীং। ইহা তিন বার উচ্চারণ করিয়া। এনাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং অরোগিনীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা স্বস্তি বলিলেন।

পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমং কাঞ্চনং ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইহা বলিয়া জামাতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। জামাতা স্বস্তি বলিলেন। পরে কন্যা পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতৃ দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে উপবেশন করাইয়া দম্পতীর বস্ত্রদ্বয়ে গ্রন্থি বন্ধন করতঃ পুনর্ব্বার কন্যাকে জামাতৃ বাম পার্শ্বে বসাইলেন।

পরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন।

উপদেশ।

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি ; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি-সকল তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর ; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি,পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার

পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন; সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে, যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবে,যেন উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে,তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

শ্রীমতি সুকুমারি দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবে। সকল কর্ম্মে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে ও সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাদ্বর্ণানেনকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর দম্পতী তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন এবং সভাস্থ লোকদিগকে মাল্যচন্দন দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলুটোলাস্থ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাত শত খণ্ড প্রার্থনা পুস্তক এই সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারী সম্পাদক।

নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মূল্য নিরূপণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	ভাল বাঁধা	১।৹
ঐ	সামান্য বাঁধা	১
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	সামান্য বাঁধা	।৹
ঐ	ভাল বাঁধা	১
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা		।৹
প্রার্থনা পুস্তক		৵৹

পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৮৩ শকের পত্রিকার অগ্রিম মূল্য তিন টাকা ও বিদেশীয় মহাশয়েরা তিন টাকা বার আনা সত্বর পাঠাইবেন।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵৹ ছয় আনা মাত্র। ২০ ভাদ্র বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকালের ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! তুমি যে রূপ সুবিশাল নভোমণ্ডলস্থ লোক মণ্ডলের প্রাণি-পুঞ্জের পিতা পাতা, যেমন তুমি এই সুরম্য ভুমণ্ডলের পালয়িতা, সেই রূপ তুমি আমার এই সংকীর্ণ পর্ণ গৃহেরও গৃহ-দেবতা।

তোমার কৃপাদৃষ্টি যে প্রকার সকল ভুতে, সকল লোকে, সমস্ত জীবে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রূপ এই ক্ষুদ্র পরিবারেও তোমার অপার করুণামৃত নিয়ত বর্ষিত হইতেছে।

জল বিহারী মকর কুম্ভীর ও মৎস্য সকল যদ্রূপ সর্ব্বক্ষণ তোমার সৃষ্ট জল-নিকেতনে মনের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে, আমরাও সেই রূপ স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ তোমার অপার গম্ভীর প্রেমার্ণবে আনন্দোৎফুল্ল মনে দিন যামিনী বিচরণ করিতেছি। আমাদের আত্মা নিরবচ্ছিন্ন তোমার সুস্নিগ্ধ প্রীতি-সুধা পান করিয়া দিন দিন তোমার ক্রোড়েই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সুরম্য সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে যে রূপ নগর গ্রাম, গিরি গুহা উপবন তোমার স্তুতি গানে পরিপূর্ণ হইতেছে, অদ্য তোমার প্রসাদে এই পর্ণ কুটীরও তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে ধ্বনিত হইতেছে— তোমারই সুশীতল করুণা-মলয়-সমীরণে আমাদিগের প্রীতি কলিকা বিকশিত হইয়া তাহার পবিত্র সৌরভ তোমার প্রতিই উত্থিত হইতেছে।

পবিত্র আত্মা দেবতা সকল, যে রূপ এই প্রশান্ত সময়ে পবিত্র মনে তোমার স্তুতি গাণ করিতেছেন, সংযতেন্দ্রিয় পুণ্যাত্মা ঋষিগণ যে রূপ নিমীলিত নয়নে তোমার বরণীয় জ্ঞান শক্তি ধ্যানে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই রূপ আমরাও ক্ষীণ হীন মলিন মানব হইয়া প্রাতঃ প্রস্ফুটিত প্রীতি কুসুমে তোমারই পূজা করিতেছি এবং প্রশস্ত হৃদয়ে তোমার আদেশানুমত পবিত্রতম সংসার ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পাদন করিবার নিমিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের নেতা হইয়া এই ভয়াবহ সংসারক্ষেত্র হইতে

আমাদিগকে তোমার ধর্ম্ম পথে লইয়া যাও। তুমি উপদেষ্টা হইয়া পবিত্রতম সংসার ধর্ম্ম পরিপালন করিবার উপদেশ প্রদান কর; তুমি আমাদিগের ভয় ত্রাতা মুক্তি দাতা হইয়া আমারদিগের আত্মার মোহপাশ ও হৃদয় গ্রন্থি ছেদ করিয়া তোমার সুখাবহ সন্নিধানের নিকটবর্ত্তী কর। তুমি অদ্য আমাদিগের হৃদয় রাজ্যে বিরাজিত থাকিয়া সাধুভাব ও ধর্ম্ম ভাব সকলকে উন্নত ও প্রশস্ত কর এবং অসাধু ও অপবিত্র ইচ্ছা সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা দাও। হে প্রভো! আমরা যেন অবিরক্ত চিত্তে তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি—সহস্রবার শত শত কারণে উত্যক্ত হইলেও যেন সন্তপ্ত হইয়া তোমার আজ্ঞানুমত সংসার ধর্ম্ম পরিপালনে অবহেলা ও ঔদাস্য না করি।

আমরা যেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান, পরিশ্রান্তকে আসন দান, এবং পীড়িতকে ঔষধ পথ্য প্রদানে সাধ্যমতে সঙ্কুচিত না হই। আমরা পাত্র বিশেষে সময় বিশেষে যেন আমাদিগের সম্মুখস্থ প্রস্তুত ভোজ্য অন্নের অর্দ্ধাংশও অকাতরে দান করিয়া ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, এবং অনুষ্ঠান ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মার্থ পিপাসু-ব্যক্তির ধর্ম্ম তৃষ্ণা শান্তি করি। কোন রূপেই যেন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত বা কাতর না হই। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগের সহায় হও। "আমরা তোমার আদেশানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৩ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।

অদ্যকার সূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিয়া ধন্য হইব, এই আশাতে আমাদের আত্মা পূর্ণ ছিল। এইক্ষণে সেই সূর্য্য উদয় হইয়াছে। এই সুশীতল প্রাতঃকালে আমরা পরম প্রিয়তম পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। সূর্য্য কিরণে আমাদের চক্ষু যেমন পরিতৃপ্ত হইতেছে, সেই অমৃত কিরণকে আহ্বান করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর।

এই সূর্য্যের মহিমার মধ্যে এক্ষণে আমরা স্থিতি করিতেছি; আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে ইহা অস্তমিত হইবে। যে দিবাকর এক্ষণে আলোক কিরণে দিক্ বিদিক্ উজ্জ্বল করিয়াছে, দ্বাদশ ঘণ্টা পরে ইহা আর থাকিবে না। পুনর্ব্বার তারাদলের সহিত রজনী আগমন করিবে। কল্য যেমন চন্দ্রমা রজনীর অন্ধকার ও মেঘের মধ্য হইতেও বিশদ জ্যোৎস্না বিস্তার করিতেছিলেন, আজো আবার সেই রূপ করিবেন। যেমন নিশ্চয় জানি সূর্য্য অস্তমিত হইবেন, তেমনি নিশ্চয় জানি আত্মা এই পৃথিবী হইতে অস্তমিত হইবে। কিন্তু যেমন আমরা নিশ্চয় জানি দ্বাদশ ঘণ্টার পরেই সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে—তেমনি কি জানি কোন্ সময়ে আত্মা শরীর পরিত্যাগ করিবে? মৃত্যুর সময়ের কোন স্থিরতা নাই। অদ্যকার সূর্য্য মধ্যাহ্ন কালে আরোহণ করিতে না করিতেই, কে বলিতে পারে আমারদের মধ্যে কাহার আত্মার অস্ত হইতে পারে? আমার এই বাক্য দুই প্রহরের মধ্যেই হয়ত এককালে নিরোধ হইতে পারে; এই হস্ত অসাড়

হইয়া যাইতে পারে। আমরা বলিতে পারি কোন্ সময় সূর্য্য অস্তমিত হইবে—কোন্ সময় বৃক্ষের পত্র সকল পড়িয়া যাইবে, কোন্ সময় বর্ষার জলে বৃক্ষ পল্লব সকল প্রফুল্ল হইবে—কখন্ শরতের জ্যোৎস্নাতে মেদিনী পুলকে পূর্ণ হইবে—কিন্তু মৃত্যুর জন্য সকল সময়। সকল কালের উপরেই তাহার অধিকার। কখন্ আমরা এ পৃথিবী হইতে অবসৃত হইব—কখন্ আমাদের দোষ গুণের ভার লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা জানি এককালে সংসারের সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানকার সকলেরই সঙ্গে আমারদের অস্থায়ী সম্বন্ধ। যেমন বিবস্ত্র হইয়া আসিয়াছিলাম, কিছুই লইয়া আসি নাই—সেই রূপ বিবস্ত্র হইয়া পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইবে—ধন সম্পত্তি বিলুপ্ত হইবে—এক সময় দেখিতে পাইব, "অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ"; মান মর্য্যাদা সকলি অস্তমিত হইবে কিন্তু থাকিবে কি? সকল অবস্থার তরঙ্গের মধ্যে যাহার অন্ত নাই, অবসাদ নাই, এমন ধর্ম্ম অবস্থিতি করিবে। সেই সকল সত্যভাব যাহা আমাদের আত্মার সার এবং যাহার রাজ্য সেই খানে যথায় দেশ কালের অধিকার নাই—তাহা থাকিবে। আর কি থাকিবে? সেই সকল সত্যের সত্য, সকল আধারের মূলাধার, যিনি আমারদিগকে এই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন—এবং উষাকালের আলোকের ন্যায় সুকোমল স্পর্শে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া প্রতি দিন আমারদিগকে বুদ্ধি, চেতন, জ্ঞান, বল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদের জন্য চিরকাল থাকিবেন। আমরা জানি কিসের সঙ্গে আমাদের অস্থায়ী সম্বন্ধ আর কিসের সঙ্গে নিত্য যোগ। আমাদের বিষয় বিভব মান মর্য্যাদা সকলি যাইবে—কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির অঙ্কুর যতদূর অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—দেবভাব সকল উন্নত হইবে, ধর্ম্মবল বিবৃত হইবে। আমাদের যদি সকলি যায়, তথাপি আত্মার উন্নতি লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইব। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে যোগ, পরমার্থের সঙ্গে যোগ, এ দুইই আমরা জানিতেছি;—এক ছায়ার ন্যায় ক্ষণ স্থায়ী, এক সূর্য্যের ন্যায় চির দীপ্তিমান্। আমরা কি এ দুয়ের বিভিন্নতা বুঝিতেছি না? আমরা কি এমন হতবুদ্ধি যে ছায়া ও আতপের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না? আমরা বুঝিতেছি কিন্তু মোহ আসিয়া আমারদিগকে অন্ধ করিতেছে। আমাদের নিত্য ধন কি তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি কিন্তু মোহ আসিয়া তাহা অপহরণ করে। সেই ধন লাভ করিবার জন্য কি না দেওয়া যায়? যিনি অমূল্য রত্ন, যাঁহার কোন মূল্য নাই, তাঁহাকে যদি মূল্য দিয়া পাওয়া যায় তবে তাহা দিতে কি? সেই অমূল্য ঈশ্বর-রত্ন; তাঁহাকে যদি আমাদের শরীর মন প্রাণ দিয়া লাভ করা যায়, তবে কি তাহা দিতে আমারা কাতর হইব? আমরা কি লজ্জিত হইব না যে আমরা যে এমন হীন পদার্থ, তাহা দিয়া সেই অতুল্য অমূল্যকে লাভ করিতেছি। তাঁহার জন্য এই কুটীর ত্যাগ করিতে কি কুণ্ঠিত হইব? তাঁহার নিকটে আমাদের কিছুই অদেয় নাই। তিনি হৃদয়ের ধন। "রসোবৈ সঃ" তিনি রস স্বরূপ। ফল যেমন সুপক্ক হইলে রসেতে পরিপূর্ণ হয়, বর্ষা ধারাতে যেমন বৃক্ষ সকল প্রফুল্ল হয়, বোধ হয় যেন তাহা হইতে রস নির্গত হইতেছে; পরমাত্মাকে হৃদয় পূর্ণ হইলে তাহা

হইতে সেই রূপ ব্রহ্মরস উচ্ছ্বসিত হয়। তাঁহাতে পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ তখন বলিতে থাকেন,হে পরমাত্মন্! অসীম আকাশ তোমার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আরোহণ করিয়াছ, আমি কি প্রকারে তাহা বহন করিব? তখন তাহার বাক্য মন স্তব্ধ হয়, তাহার হৃদয়ের ভাব তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, এক মুখে সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। দামোদরের বন্যার জল কোন সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে দিয়া বহির্গত হইতে থাকিলে তাহার যে প্রকার ভাব, সেই ব্রহ্মবাদির অন্তরের ভাবও সেই প্রকার, তাহা তাহার হৃদয়ে ধারণ হয় না, মহাকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তাহার ক্ষুদ্র মুখেও তাহা ব্যক্ত হয় না। ঈশ্বর যখন আত্মাতে অবতীর্ণ হন,তখন তাঁহার কি গুরু ভার তাহা বুঝা যায়,সংসারের যে কি লঘুভাব তাহাও বুঝা যায়। জ্ঞান দ্বারা সংসারের অসারতা জানিতেছি, ভাব দ্বারাও তাহার লঘুভাব উপলব্ধি করিতেছি। ঈশ্বরের গুরু ভার যখন হৃদয়েতে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহার নিকটে অর সকলি লঘু বোধ হয়। তাঁহাকে লাভ করিয়াই ব্রহ্মবিৎ বলিযা গিয়াছেন "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিং স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" যাঁহাকে লাভ করিলে আর কোন লাভকে লাভই বোধ হয় না, যাঁহাতে স্থিতি করিলে গুরু বিপত্তিও বিচলিত করিতে পারে না। এদিকে তিনি উচ্চ হইতে উচ্চ, "মহতো মহীয়ান্" এমন উচ্চ যে "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আবার এ দিকে বলিতেছি "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন।' তাঁহার মহিমা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহাকে লাভ করিলে আর সকল ক্ষতি পূরণ হয়। তাঁহাকে ভয় করিলে আর অন্যের ভয় থাকে না তাঁহার নিকটে শোক তাপ সকলি অবসন্ন হয়। যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূল হয়, তথাপি আমাদের ভয় থাকে না। সকল দানের অপেক্ষা অধিক দান যে অভয় দান, ঈশ্বর তাহাই দান করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

৩৫

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে; কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা, পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপ-চিন্তা ও বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ করিবে এবং পরমানন্দ উপভোগ করিবে। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপ-

ভোগের ইচ্ছাও হয় না; অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধি ও অসৎপুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার শান্ত স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে? অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিবেন; তিনি সর্ব্বতো ভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন, তিনি অন্যকে অন্যায় রূপে নির্য্যাতন করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি-পাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না।

৩৬

পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই এক মাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমানরূপে—পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব তিনি অচল, তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহার পূর্ণ স্বরূপকে ধরিতে পারে না—বিশেষ করিয়া বুঝিতে গিয়া বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ তিনি নিরাকার পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এ নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে, "ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই।" মন ও ইন্দ্রিয়-সকল তাঁহাকে গ্রহণ করিবার যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত; অতএব উক্ত হইয়াছে, যে "তাঁহার অধিষ্ঠানে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে।"

৩৭

তিনি চলেন তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে আছেন, তিনি এই সর্ব্ব বস্তুর বাহিরেও আছেন।

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অতএব উক্ত হই-

য়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন। তিনি কেবল দূরেতেই নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন, এত নিকটে, যে আমারদিগের অন্তরে আছেন এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি এক স্থান স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্ব্ব স্থানে সমান রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন।

৩৮

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয় স্বরূপ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব ভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন, কোন বস্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা বিশ্বপাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে। জগদীশ্বর যাহাকে যে রূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহার তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; অতএব তদ্দৃষ্টে মনুষ্যেরও কাহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা উচিত নহে। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা বিহিত, তাহাই কর্ত্তব্য।

৩৯

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; সুতরাং তিনি শিরা রহিত, তাঁহার শিরা নাই, এবং ব্রণ ও ক্ষত রহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া কি যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীর বিহীন, তদ্রূপ তিনি মনোবিহীন; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহা তাঁহার নাই। আমরা যেমন রোগে কাতর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন; তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপ বিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। এই অনন্ত জগৎ কালে কালে যে সকল শোভা ও যে সকল সজ্জা দ্বারা সুসজ্জীভূত হইবে, তিনি তাহার অগ্রেই দর্শন করিয়া সেই সকল সৃজন ও বিধান করিয়াছেন। কি সৌর জগতের পরিপাটী শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা; কি জ্ঞান ও ধর্ম্মরূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের

নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই মাত্র উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম ও অবস্থা ক্রমে উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের মন তাঁহার অতি যত্নের ধন; তিনি অতি নিপুণ রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ তরঙ্গ হইতে—দুঃখশোক হইতে—পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেই জ্ঞানামৃত—সেই প্রেমামৃত পান করিতে পারে, এমত নিয়ম-সকল বিধান করিয়াছেন। তিনি পরিভু, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ; যাবতীয় জন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি জন্ম রহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ কুম্ভীর; পশু, পক্ষি, মনুষ্য; অনন্ত কোটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর, গহ্বর, পরিপূর্ণ; তিনি সেই সকলকেই তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী ও কর্ম্মানুরূপ ফল যথা উপযুক্ত রূপে অতি ন্যায্যরূপে চিরকাল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২০ পৌষ ১৭৮২ শক।

যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

সেই রস-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই এই সৃষ্টি। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাবে ইহা পরিপূরিত, সেই আনন্দময়ের আনন্দ কিরণে সকল দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এই জগতের সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকল তাঁহারই—ইহার যাহা কিছু আছে, সকলি তিনি দিয়াছেন। তিনিই আমারদের এই পৃথিবীকে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে, জীবন ও সুখে পূর্ণ করিলেন। মনুষ্যকে সৃজন করিয়া পৃথিবীর মহত্ত্ব সাধন করিলেন। প্রীতি এবং মঙ্গল-ভাব এবং আনন্দ বিধানই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের যে অখণ্ড মঙ্গল-ভাব, আর আর জীবও সেই মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করে, তাহা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা প্রচার করে; এই উদ্দেশে তিনি উন্নত ধর্ম্মজ্ঞ জীব-সকলের সৃষ্টি করিলেন। আমারদের যে সাধু ভাব, সে তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবেরই প্রতিরূপ। সাধু ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? তাঁহারা নিজে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যত ক্ষণ না অন্যকে দিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহারদের তৃপ্তি নাই; অন্ন-পান দীন দরিদ্রের সঙ্গে বিভাগ করিয়া গ্রহণ না করিলে তাঁহারদের মনের পরিতোষ হয় না; কোন নূতন সত্য উপার্জ্জন করিলে তাঁহারদের জিহ্বা অমনি সকল পৃথিবীতে প্রচার করিতে যায়। ঈশ্বরকে কি তাঁহারা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন? ধর্ম্মের আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ, আরো

সহস্র হৃদয়ে বর্ষণ করিবার কোন বাধাই তাঁহারা মানেন না—লোক-ভয়ে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত হয়েন না—এই দুর্ব্বল শরীর একেবারে পরিত্যাগ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। সাধুভাব এ প্রকার কেন?—কেন না সাধুর সাধুত্ব সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে আসিয়াছে। এই সাধু-ভাব হইতে পরমেশ্বরের সেই অনন্ত মঙ্গল ভাব মনে কর। তিনি আপনি যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জগৎময় বিস্তার করা কি তাঁহার স্থষ্টির অভিপ্রায় নহে? তাঁর প্রেম বিতরণ করিবার জন্য এই সকল জীবের কি স্থষ্টি নয়? তিনি কি ধর্ম্মের আনন্দে, মঙ্গল-ভাবের আনন্দে, কোটি কোটি আত্মাকে পূর্ণ করিবেন না? যাহাতে উৎকৃষ্ট জীবেরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, তাঁহার সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাঁহার স্থষ্টির এই পরম লক্ষ্য।

ইহার জন্যই তিনি আমারদের আত্মাকে স্থষ্টি করিলেন এবং এই পৃথিবীতে শরীরকে তাহার বাস-গৃহ করিয়া দিলেন, ইহার জন্যই এই জগৎ সংসার নির্ম্মাণ করিলেন। এই অসংখ্য অসংখ্য লোক, যাহা দূর হইতে দূরেতে বিরাজ করিতেছে এই সকল লোক তাঁহার উন্নত জীবদিগেরই ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থল, তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের বাস-গৃহ। যে সকল জীবকে তিনি এ প্রকার উচ্চ অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহার-দিগকে কি এক কালে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? তাহা নহে—তাহা-দের মধ্যেও তিনি মুক্ত হস্তে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সকল স্থানেই আন-ন্দের অজস্র ধারা বর্ষিত হইতেছে। এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিয়া দেখ; তাহা অ-সংখ্য জীবে, অসংখ্য সুখে, পরিপূর্ণ। কোন বনের মধ্যে প্রবেশ কর—মৃগেরা বৃক্ষ-ছায়াতে সুখে তৃপ্ত হইয়া রোমন্থ করি-তেছে; পক্ষী-সকল উচ্চ কলরবে মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; বর্ষা ঋতুর প্রথম জল ধারাতে জড় বৃক্ষ-সকলও জীবের ন্যায় প্রফুল্ল হইতেছে। কিন্তু কেবল এই সকল মূঢ় জীবের জন্য, এই সকল জড় উদ্ভিজ্জের জন্যে, এই বিচিত্র স্থষ্টির রচনা নয়; ইহাদের জন্যই তিনি আপনার অনন্তভাব প্রকাশ করেন নাই। জ্ঞানের আকর, শোভার ভাণ্ডার, এই অতুল্য জগৎ এই সকল অজ্ঞ জীবদিগেরই ঐশ্বর্য্য নহে। ইহারা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। তিনি যে এই জগৎকে পরমাশ্চর্য্য শোভায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না। আত্মার স্থষ্টিতেই তিনি স্থষ্টির মহত্ত্ব সাধন করিলেন; তাঁহার মঙ্গল-ভাব প্রচার করি-লেন। জড় জগৎ কেবল যন্ত্র মাত্র—পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির দাস মাত্র—মনু-ষ্যই সেই অমৃতের ভাব, সেই পরম পুরু-যের ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার পুত্র নামের যোগ্য হইয়াছে।

তিনি পশু রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার সুখ বিস্তার করিয়াছেন, মনুষ্যকে সে প্র-কার সুখে তৃপ্ত করেন নাই। পশুদিগের এই সুখই তাবৎ—মনুষ্যের বিষয়-সুখ সর্ব্বস্ব নহে। যাহারা আত্মাকে উন্নত করিতে পারে নাই—ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পায় নাই, তাহারা কি ঈশ্বরের রাজ্যে এক কালে তাবৎ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এমত নহে। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় তাহারদের জন্যও নানা প্রকার সুখ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে, সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষে, প্রতি ঋতুতে, তাহারা নানা প্রকার সুখে সুখী হইতেছে। কিন্তু

ঈশ্বরের কি করুণা! ঈশ্বর সেই সকল সুখেতে তাহারদের তৃপ্তি দেন নাই। মনুষ্য কেবল আহার নিদ্রাতে সুখী হইতে পারে না—কেবল বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা নিদ্রিতই থাকুক, মহা মোহেতেই মুগ্ধ থাকুক, এই সকল সুখে সেই আত্মা কখনই পূর্ণ হয় না। মনুষ্য সহস্র বৈষয়িক সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকুক—অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বই বা ভোগ করুক; যাহাকে যাহা আদেশ করে, সকলই সম্পন্ন হউক; তথাপি কেন সে সুখী হইতে পারে না? যখনি আপনাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করে, আমি সুখী কি না? অমনি উত্তর পায়, তোমার শূন্য হৃদয়ে সুখ নাই। এই রূপ নিরাশ প্রাপ্ত হয়—হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এ নয়, যে এই সকল সুখেই মনুষ্য তৃপ্ত থাকুক। যাঁহার হস্তে সমুদয় আনন্দ—যাঁহার হস্তে সমুদয় ফল, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীতে গেলে কি আমারদের মঙ্গল হইবে? তাহাতে আমারদের তৃপ্তি লাভ হইবে, না সন্তোষ লাভ হইবে? আমারদের কি এই ইচ্ছা যে এই সকলেতেই আমরা সুখে থাকি? এই সকল বিষয়-সুখ অপেক্ষা কি আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অধিক দান নাই? আমরা সত্যে প্রেমে সদ্ভাবে উন্নত হইয়া তাঁহাকে লাভ করি, তিনি এই চাহেন; মনুষ্যকে সৃষ্টি করিবার তাঁহার এই তাৎপর্য্য। তিনি আমারদিগকে দেবতাদের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, কত সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি। কখন্ পারি না? যখন তাঁহার আনন্দ পাই না, যখন পশুদিগের মত আহার পানেতেই মত্ত থাকি।

হে পরমাত্মন্! আমারদের সকলকে তোমার দিকে লইয়া যাও, আমারদের সমুদয় শরীর, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মাকে অমৃতেতে নিয়োগ কর। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের শান্তি নাই, সুখ নাই; কেবলই বিষাদের অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তোমা বিনা আমারদের সুখ যে সে দুঃখ—তোমা বিনা সম্পত্তি বিপত্তি, তোমা বিনা জয় বাস্তবিক পরাজয়। আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি যখন তোমা হইতেই পাইয়াছি, তখন সে সকলকে তোমারই কার্য্যে নিয়োগ কর- হৃদয়ের ভাবকে তোমার প্রতি উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে প্রতি সপ্তাহে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমরা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে মিলিত হইতেছি। যাহাতে তোমার বিশুদ্ধ মঙ্গল-ভাব আমরা উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই—যাহাতে তোমার সহিত আমাদের গুরুতর সম্বন্ধ সকল বুঝিতে পারি—যাহাতে তোমার মধুস্বরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চিরজীবন চলিতে পারি, এই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য মহান্ কিন্তু আমরা অতি দুর্ব্বল। অতএব হে মঙ্গলময়! তুমি আমাদিগকে বল দেও—তোমার সহায়তা না পাইলে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। আমরা যাহাতে দুস্তর বিঘ্ন-রাশি অতিক্রম

করিয়া সত্যের পথে—ধর্ম্মের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকি, তুমি এমত সামর্থ্য প্রদান কর। সকল ধর্ম্মের প্রাণ যে তোমার অনুরাগ,তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমাদের মনে প্রেরণ কর। আমাদের সকলের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ যেন তোমার প্রসাদে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! আমাদের অন্তর হইতে চির-প্রথিত কুসংস্কার সকল উন্মূলিত কর—আমাদের সংশয় অন্ধকার দূরীকৃত কর,এবং আমাদিগকে নিরপেক্ষতা ও বিনয় শিক্ষা দেও। আমরা এখানে যে সকল উপদেশ শ্রবণ ও জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহা যেন কার্য্যেতে পরিণত করিতে পারি। আমাদের জ্ঞান ও কার্য্য এবং বিশ্বাস ও আচরণ সকলে মিলিয়া ইহাই যেন সাক্ষ্য দেয় যে আমরা তোমারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য—তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন কর্ম্মই করি না, কোন কথাই কহি না। হে সকল সম্পদের আস্পদ। এই ব্রহ্ম-বিদ্যালয় তোমার আশ্রয়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সারবান্ হউক। ইহার উপদেশ সকল যেন সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত ফল উৎপাদন করে, এবং ইহার অনুশিষ্টেরা সকল পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া যেন তোমার প্রেমানুরূপ প্রেম সূত্র চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত প্রশ্ন।

কোন এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু আমাদের নিকটে তিনটী প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

প্রশ্ন

১। পাপ পুণ্য কি ও তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

উত্তর

পাপ পুণ্য কি তাহা আমরা সকলেই জানিতেছি। যেমন কতক গুলি বস্তুকে সুন্দর কুৎসিত দেখিতে পাই—যেমন কতক গুলি কার্য্যকে উপকারী অনিষ্টকারী বলিয়া জানি,সেই রূপ কতক গুলি কর্ম্মকে পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি করি। পাপ পুণ্য আমাদের স্বেচ্ছাধীন কার্য্যের গুণ। পাপ পুণ্য কি, ইহা অপেক্ষা সহজ করিয়া আর বুঝান যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কর সুন্দর ও কুৎসিত কি, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, বাহিরে চাহিয়া দেখ। যদি জিজ্ঞাসা কর মিষ্ট ও কটু কি, তাহার উত্তর আস্বাদন করিয়া দেখ। সেই রূপ পাপ পুণ্য কি, তাহার উত্তর, মনুষ্যের কোন স্বেচ্ছাধীন কার্য্য নিরীক্ষণ কর—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। আমরা যেমন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অক্ষয় প্রভেদ দেখিতে পাই, তেমনি পাপ ও পুণ্যের মধ্যেও অক্ষয় প্রভেদ দেখি। ন্যায়, হিতৈষণা কৃতজ্ঞতা সরলতা এই সকল পুণ্য ভাব আমরা সহজে উপলব্ধি করি, এবং কপটতা কৃতঘ্নতা বিশ্বাস ঘাতকতা এই সকল পাপকে কুৎসিত, ঘৃণাকর,ও দণ্ডনীয় বলিয়া প্রতীতি করি। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া পুণ্য কার্য্য। যদি কেহ আমার নিকটে বিশ্বাস করিয়া এক শত টাকা রাখিয়া যায়, আর আমি তাহাকে না বলিয়া তাহা আপনার কার্য্যে নিয়োগ করি, তবে যে দেখিবে সেই আমার কার্য্যকে অন্যায় বলিবে।

ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির রচয়িতা —অতএব এক ভাবে তাঁহাকে পাপ পুণ্যের

সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ পুণ্যের ভাগী নহেন। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন এই জন্য মনুষ্য ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছেন এবং এই জন্য তাঁহার কার্য্যের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি নিজেই তাঁহার পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভাগী।

প্রশ্ন

২। ঈশ্বর যদি একমাত্র সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্ ও অপক্ষপাতী হয়েন, তবে সকল কার্য্যই ত তাঁহার কার্য্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে।

উত্তর

ঈশ্বর আমারদের জন্য ধর্ম্ম নিয়ম দিয়াছেন। কর্ত্তব্য-জ্ঞান, হিতাহিত-বুদ্ধি, ন্যায অন্যায় বিবেচনা, যাহা বলিয়াই আমরা আমারদের ধর্ম্মভাবকে ব্যক্ত করি, কিন্তু এই ভাবটি যে মনুষ্য মাত্রেরই আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যদি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়ম খণ্ডন করি, তবে সে আমারদেরই দোষ। আমারদের পাপের জন্য আমরা আপনারাই দায়ী। আমি যেমন আপনি পাপ করিয়া অন্যকে দোষী করিতে পারিনা, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতিও দোষারোপ করিতে পারি না। পাপ করিবার সময় আমরা বেস বুঝিতে পারি যে তাহা আপন ইচ্ছাতেই করিতেছি এবং ইচ্ছা করিলে তাহা নাও করিতে পারিতাম। যাঁহারা পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন অথবা যাঁহারা বলেন ঈশ্বর সকলই করিয়াছেন, এই বলিয়া আপনারা নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিরূপে এমন অন্ধ হন বলা যায় না। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'; একথা কোন মনুষ্যই বলিতে পারেন না। তবে যদি পাপানুষ্ঠানের সময় মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলেন, সে স্বতন্ত্র কথা। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব পদে পদে বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর যদি তাঁহাকে বাধ্য করিয়া পাপ কর্ম্মে রত করেন, তবে পাপ করিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া একজন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, আমি তাহার জন্য আপনাকে তিরস্কার করিতেছি! অতএব একথা বলা কোন কর্য্যেরই নহে যে আমারদের 'সকল কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে।'

প্রশ্ন

৩। ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তবে অমঙ্গল হইতেছে কেন? মঙ্গলামঙ্গল উভয় কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে?

উত্তর

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর থাকিতে জগতে যে কেন অমঙ্গল হইতেছে, এই প্রশ্ন লইয়া আদ্য কাল হইতে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, এবং তাহার সকল সিদ্ধান্ত অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। কতক ঘটনা এ প্রকার দেখিতে পাই যে আপাততঃ যাহা আমারদের নিকটে অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জগতের মঙ্গল সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। আমারদের আপনারদের উপরেও যে দুঃখ ও বিপদ আসে—তাহা হইতে অনেক সময় শিক্ষিত হই এবং তখন সেই বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করি। আর এক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সুখ অপেক্ষাও আমারদের অধিক মঙ্গল আছে, দুঃখ অপেক্ষা অধিক অমঙ্গল

আছে। সেই মঙ্গল পুণ্য এবং সেই অমঙ্গল, পাপ। যদি দুঃখে পড়িয়া পাপের অপচয় হয় এবং ধর্ম্মের বল হয়, তবে সে দুঃখই আমারদের মঙ্গল। ঈশ্বর আমারদের সুখ তেমন চাহেন না যেমন আমারদের ধর্ম্ম চাহেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ হইতে পারে। আর এক এই, যে মনুষ্য নিজেই জগতের অনেক অমঙ্গলের কারণ। মনুষ্য পাপ দ্বারা যেমন আপনার উপরে দুঃখ ও অমঙ্গল সঞ্চিত করিতেছেন, সেইরূপ পাপ দ্বারা উৎপাত, অমঙ্গল ও অত্যাচারে বসুধাকে পূর্ণ করিতেছেন। তথাপি এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত এমন রহিয়াছে, যে সে সকল সত্তে ও জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা পাইতেছে। অমঙ্গলের ভাব কখনই এত অধিক হইতে পারে না যে তাহাতে সমুদয় জগৎ সংসার ডুবিয়া যায়। তিনি লোক ভঙ্গ নিবারণের সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

জগতে কেন অমঙ্গল হয় তাহা যদিও আমরা বুঝিতে না পারি, তথাপি ঈশ্বরকে কখনই অমঙ্গল স্বরূপ বলা যায় না। ঈশ্বরকে অমঙ্গলের দেবতা বলা আমারদের আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত। ঈশ্বর যদি অমঙ্গল স্বরূপ হন তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, তিনি অসুর কিম্বা দৈত্য। তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পূজা করিতে পারি না, প্রীতি করিতে পারি না। যদি কোন অসুর সর্ব্ব শক্তিমান্‌ও হয় এবং আমারদের সম্মুখে আসিয়া বলে আমাকে পূজা কর—আমরা ভয়ে ভয়ে তাহাকে মান্য করিতে পারি, কিন্তু আন্তরিক পূজা কখনই প্রদান করিতে পারি না। মঙ্গল স্বরূপে ভিন্ন আমাদের প্রীতি আর কোথাও অর্পণ করা যায় না। ঈশ্বর যিনি তিনি পরিপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ—তাঁহাতেই আমাদের প্রীতির সার্থকতা হয়। আমরা সেই মঙ্গল স্বরূপকেই পূজা করি—তাঁহারই আরাধনা করি; তাঁহাকে প্রীতি করি; এবং বিপদে সম্পদে জীবন মৃত্যুতে সকল সময়েই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি।

আত্ম বিলাপ।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়;
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ু হীন; হীন বল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবিরে কবে?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝল ঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বু মুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপনসুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে!
মরীচিকা মরু দেশে, নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে;—
এ তিনের ছল সম ছলরে এ কু আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিকা লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি; এবে রে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টক গণে,
কমল তুলিতে !
ধরিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভলোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে !
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষ দশন, কামড়েরে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জল তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে !

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আমরা একখানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। পত্র প্রেরক এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার অভিপ্রায় মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিবেচনায় এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের যতদূর উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা এখনো হইতেছে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনো একটী ভ্রাতৃ বন্ধন হয় নাই। প্রকৃত যে একটী ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সমাজ নির্ব্বাহের ভার ২।৪ জনের উপর রহিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মের তাহাতে কোন হস্ত নাই।" এইটি তাঁহার লেখা যথার্থ হয় নাই। যে কয় জনের উপর সমাজ নির্ব্বাহের ভার সমর্পিত হয়, সাধারণ ব্রাহ্মের সম্মতিতেই হইয়া থাকে। সমাজের কার্য্য বিবরণ বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য ও সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য পৌষমাসে এক সাধারণ সভা হইয়া থাকে, সেই সময়ে কেন সকল ব্রাহ্মেরা একত্র হন না ? সমাজের কার্য্য প্রণালীতে যিনি যে দোষ দেখেন, যাঁহার যে কোন উন্নতির উপায় বলিবার থাকে, তিনি কেন সেই সময়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না ? অতএব এমন কখনই বলা যাইতে পারে না যে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে সাধারণের কোন হস্ত নাই। পরে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মেরা যে মধ্যে মধ্যে সমাজে দান করেন, তাহার সদ্ব্যয় হয় কি না, তাহা কোন ব্রাহ্মকেই জানান হয় না। কোন ব্রাহ্ম বিপাকে পড়িলে সেই টাকার মধ্য হইতে তাহার সাহায্য করা হয়, কি তাহাতে কতকগুলি বৃথা ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তাহা অনেকেই না জানিয়া দান করেন।" সমাজের আয় ব্যয় ব্রাহ্মদিগকে কি জানান হয় না ? তবে প্রতি বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ কি নিমিত্তে মুদ্রিত হইয়া থাকে ? আর বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মদের সাহায্য দিবার নিমিত্তে কোন উপায় হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় বটে কিন্তু সে কেবল অর্থের অভাব জন্য হইতে পারে নাই। তিনি আরো লিখিয়াছেন "এখন স্বাক্ষর পুস্তকে অনেক ব্রাহ্মের নাম স্বাক্ষরিত আছে বটে কিন্তু সাধারণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ও স্বাক্ষর করিবার যে উদ্দেশ্য তাহাই সিদ্ধ হইতেছে না;—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী বন্ধন স্থাপন করিবার

বিহিত উপায় হইতেছে না। আমার মতে এক্ষণে এই একটী মহৎ অভাব হইয়াছে। সকলের ভাব সমান তেজস্বী নহে; সকলের উৎসাহ সমান নহে। কত ব্রাহ্মের উৎসাহ অগ্নি ইন্ধন না পাওয়াতে নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া যাইতেছে। হৃদয়ে হৃদয়ে ঘর্ষণ না হইলে কেমন করিয়াই বা অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে? আমাদের কত বল তাহা আমরা আপনারাই জানি না, আমরা মিলিত হইলে কি না করিতে পারি?" কিন্তু এই প্রকার মিলিত হইবার যে কোন উপায় হইতেছে না, এমন কথনই নহে। এই উদ্দেশেই এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঙ্গত সভা হইয়াছে। সেখানেই 'হৃদয়ে হৃদয়ের ঘর্ষণ' হইতে পারে। ব্রাহ্মেরা স্থানে স্থানে এই রূপে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া আপনাদের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে তৎপর হইলে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই প্রকার এক এক ব্রাহ্মদল হইলে পরে সেই ভিন্ন ভিন্ন দল আবার একদলে বদ্ধ হইতে পারে। এবং সেই এক দলই ব্রাহ্মদের সৈন্য দল স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মেরা এই প্রকারে একত্র হউন, অবশ্যই তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধন হইবে। আমাদের পত্র লেখক ঠিক বলিয়াছেন যে, "যে কোন কুরীতির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে তাহার জন্য সকল ব্রাহ্ম একত্র হইলে তাহার বিশেষ উপায় অবশ্যই হইতে পারে। আপনি কি মনে করেন, দুই তিন শত ব্রাহ্মের সাধারণ বল? ধর্ম্ম ভীরুতা কাহারদিগের? যাহাদের হৃদয় বিশ্বাস-শূন্য, তাহারাই ভীরু স্বভাব—তাহারাই কপট বেশী। কিন্তু যাহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা একত্র হইলে তাহাদের বলের কি সীমা থাকে? এজন্য বলিতেছি ব্রাহ্মদের একত্র হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।" পরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিতে পারে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। "এই দুর্গোৎসবের সময় আসিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মেরা কেন আপনাদের একটী সভা আহ্বান না করেন। সেই সভায় বিবেচনা করুন এই পূজার সময় তাঁহারা কিরূপে চলিবেন। তাঁহারা গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিতে পারেন কি না? তাঁহারা পূজার গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে তথায় যাইতে পারেন কি না? সেই সভায় যাহা সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির হইবে, সকলে সেই রূপে চলিতে প্রতিজ্ঞা রূঢ় হউন। এই প্রকার করিলে কোনই উপকার হইবে না, এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মেরা যাহা এক মতে স্থির করিবেন তাহার বিপরীত আচরণ কোন ব্রাহ্মই করিবেন না, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাহা করিতে ব্রাহ্ম মাত্রেরই একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। এখন কোন এক জন ব্রাহ্ম, যে পৌত্তলিক সে পৌত্তলিক থাকিলে তাঁহার একটী কথাও শুনিতে হয় না। এখন ব্রাহ্মের না ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মতামত বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, না পৌত্তলিক পরিবার হইতে কোন বাধা আশঙ্কা করিতে হয়। পরিবারের মধ্য হইতে কেহ এক জন খ্রীষ্টান হইলে তাহার জন্য হাহাকার পড়িয়া যায় কিন্তু ব্রাহ্ম হইলে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেন? কেন না পৌত্তলিকেরা সকলেই জানে ব্রাহ্ম তো আমারদের ঘরের লোক। তাহারা নিশ্চয় জানে হিন্দুধর্ম্মে মনে বিশ্বাস না থাকুক, বাহিরে তাহার সেই মত সকলি করিতে হইবে। এই প্রকার কপট ব্যবহার ও ধর্ম্ম ভীরুতা কি ব্রাহ্মের উচিত?" এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্মেরা যদি এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন,তবে তাঁহারা দোষী। কেবল মনুষ্যের নিকটে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারা অপরাধী। এই দুর্গোৎসবের সময়ে ব্রাহ্মদের কিরূপ থাকিতে হইবে তাহা সকলেই জানেন; পৌত্তলিকতার সঙ্গে তাঁহারা কোন প্রকার সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না। পৌত্তলিক উৎসবে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যেখানে থাকিবেন, যেখানে যাইবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবেন। লেখক মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার বিবাহকে 'ব্রাহ্ম বিবাহ' বলিতে সম্মত নহেন,কেন না তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সেই বিবাহ বিষয়ে ব্রাহ্মদের সহিত কি কোন পরামর্শ হইয়াছিল? ব্রাহ্মেরা কি সম্মত হইয়াছিলেন যে এই রূপ বিবাহ প্রচলিত করিতে তাঁহারা যত্নবান্ হইবেন?" ব্রাহ্মদের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত ছিল কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহ প্রণালী যে প্রকার হউক না কেন, তাহা পৌত্তলিকতার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত। যিনি সেই পৌত্তলিকতা দোষ পরিহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী বিবাহ দিতে পারিবেন, তিনি সেই বিবাহকে অবশ্যই ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারেন। ইহা অবশ্যই সত্য যে এখন ব্রাহ্মদের মধ্যে কর্ম্ম কাণ্ডের সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক এবং সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেই প্রকার নিয়ম বন্ধন করিবার উদ্যোগেও আছেন। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে বিলম্বের জন্য ও আমরা তাঁহারদিগকে দোষ দিতে পারি না। আর এক এই যে, প্রথমে কতক গুলিন দৃষ্টান্ত না হইলে তাহার অগ্রে কোন নিয়ম বন্ধন করা বৃথা। নিয়ম কি রূপে চলিবে, তাহা কর্ম্মের সময় না দেখিয়া সকল বুঝা যায় না। পরিশেষে লেখক মহাশয় এই বলিয়া পত্র শেষ করেন "অতএব দেখুন, ব্রাহ্মদের দলবদ্ধ হওয়া কেমন আবশ্যক হইয়াছে। তাহা না হইলে অনুষ্ঠান বিষয়ের উন্নতি লাভের অতি অল্পই সম্ভাবনা। যেখানে আমরা একাকী দুর্ব্বল, ঐক্যেতে সকলে বল পাইব। হিন্দু সমাজে আমারদের কি প্রকারে চলিতে হইবে—হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ব্রাহ্ম হইয়া কতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে না তাহা কি উপায়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে —ব্রাহ্মেরা সাংসারিক কর্ম্ম কাণ্ডে কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিবেন, স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণের অবস্থা কি প্রকারে উন্নত করিবেন, এই সকল বিষয় বিবেচনা ও সিদ্ধ করিবার জন্য যদি সকল ব্রাহ্ম একত্র না হইলেন, তবে কি প্রকারে তাঁহারা বঙ্গ সমাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবেন?"

FROM THE ITALIAN OF MICHAEL ANGELO.

TO THE SUPREME BEING.

The prayers I make will then be sweet indeed
If Thou the spirit give by which I pray:
My unassisted heart is barren clay,
That of its native self can nothing feed:
Of good and pious works thou art the seed,
That quickens only where thou sayst it may:
Unless Thou shew to us thine own true way
No man can find it: Father! Thou must lead.
Do Thou, then, breathe those thoughts into my mind
By which such virtue may in me be bred
That in thy holy footsteps I may tread;
The fetters of my tongue do Thou unbind,
That I may have the power to sing of thee,
And sound thy praises everlastingly.

WORDSWORTH.

বিজ্ঞাপন।

কোন ব্যক্তি অমিত্রাক্ষরে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার ভাব যদিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মিত্রাক্ষরের রচনা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল, তাহাতে যে টাকা আদায় হয় তাহা তৎপ্রদেশে পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ টাকা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তৎপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ শান্তি পাইয়াছে, অতএব যাঁহারা ঐ টাকা দিয়াছিলেন যদি তাঁহারা তাহা ফিরিয়া লইতে চান তবে অদ্য হইতে এক মাস মধ্যে তাঁহারা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন, নতুবা এক মাস পরেই উহা সমাজে দান স্বরূপে জমা হইবেক।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গে প্রদেশ হইতে এক খানি "জাতিভেদ বিবেক সার" গ্রন্থ এই সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারী সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
" হরচন্দ্র দত্ত ১২৸০
" রামকানাই সেন ৪
" যোগেন্দ্রনাথ সেন ২
" নরেন্দ্রনাথ সেন ২
" জগচ্চন্দ্র রায় ১
" ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ১
" কালিকাদাস দত্ত ১
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১
" গোবর্দ্ধন মিত্র ১

৫০৸০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ২৫
" গোপীমোহন ঘোষ ২৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় .. ১২
" কালীপ্রসন্ন সিংহ ১২
" কালীদাস সান্যাল ১১
" রমাপ্রসাদ রায় ১২
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮
" সাগরলাল দত্ত ৩
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ৫
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৮
" রামচন্দ্র ঘোসাল ৬
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬
" অভয়াচরণ গুহ ৬
" উমাচরণ মিত্র ৩
" কাশীনাথ দত্ত ৫
" রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ৫০
" গোপাললাল ঠাকুর ২০
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব রায় .. ৫
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩

২৫০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকো ১১০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরেঘাটা ২
" কাশীনাথ দে ৫
" হেমচন্দ্র ঘোষ ২
" নবীনকৃষ্ণ বসু ১
" গঙ্গাধর কয়াল ১
" গোবিন্দকুমার চৌধুরী ৩০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ২৫
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ১০
" উমাচরণ সেন ১
" রামপ্রসাদ সেন ১

১৮৮

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার চৌধুরী ৫০

দানাধারে দান ১৪৷৶১০
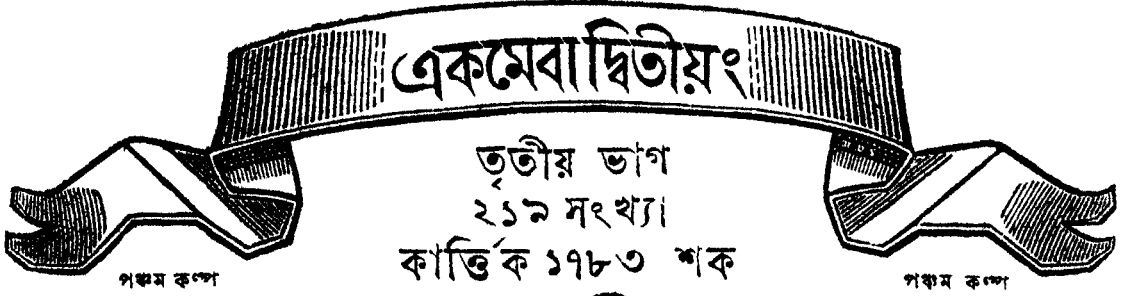
৫৫৩৷৶১০

---

৮ আশ্বিন সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ, সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলুটোলাস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১০ ভাদ্র রবিবার ১৭৮৩ শক।

যিনি এই অসীম জগতের অধীশ্বর, তিনিই আমরদের পরম পিতা। আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র; সকলেই সেই মাতার স্নেহের ধন। যখনি আমরা বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভরে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি, তখনি সেই পরম পিতার স্নেহ-হস্ত দেখিয়া পরিতৃপ্ত হই। এই স্থলেই দেখ, আমরা ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দরসে আমারদের পরম পিতার সম্মুখীন হইয়া কেমন নির্ম্মলানন্দ অনুভব করিতেছি! তাঁহার নিকটে কুটীর নাই, অট্টালিকা নাই। যেখানেই আমরা তাঁহার নাম মনের সহিত উচ্চারণ করি, তিনি সেখানেই আসিয়া স্নেহ ভাবে আমারদিগের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেন। আমরা পাপ বিকারে মুমূর্ষু হইয়া যখনি তাঁহার নিকটে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তখনি তিনি অভয় মূর্ত্তি দেখাইয়া অভয় দান করেন। আমরা যখনি আমারদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তাঁহাতে সমর্পণ করি, তখনি তাহা শত গুণ পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের শোভন তম আসন হয়। তাঁহার নিকটে বাহ্য আড়ম্বরের শোভা নাই; তাঁহাকে প্রীতি শূন্য হৃদয়ে কেবল পুষ্প চন্দন অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি হৃদয়ের প্রীতি চাহেন। আপনার হৃদয় সিংহাসনে তাঁহাকে আসীন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি ভরে প্রণাম কর; আত্মাতে প্রীতি পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার চরণে প্রকীর্ণ করিয়া জীবন সার্থক কর। আমরা প্রীতির শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে ধারণ করিব, এই আশাতেই আমারদিগের মন উৎফুল্ল হইতেছে। আমারদিগের পিতা যিনি, তিনি বাহ্যআড়ম্বর দ্বারা অভ্যর্থনীয় নহেন। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই তাঁহার প্রিয় আবাস স্থল। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁহার উপাসনার জন্য আমরা যেখানে মিলিত হই না কেন, সেখানেই তিনি আমারদিগকে প্রীতির আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন। আমরা যখন তাঁহার মহিমা ঘোষণা করি তখনি ধন্য হই। যখন তাঁহার শরণাপন্ন হই তখনি নির্ভয় হই। যখন

তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি তখনি প্রতিষ্ঠাবান্ হই। তিনি আমারদিগের ভক্তি ভাজন পিতা, আইস সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি। হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সুগন্ধ প্রীতি-সমীরণ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করি। অন্তরের ভাব সকল তাঁহার কিরণে জাগ্রত করিয়া তাঁহার চরণেই বিকীর্ণ করি। আমরা এখানে কিছু ধন মান যশের নিমিত্তে আসি নাই। আমাদের মন ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত লালায়িত নহে। আমরা সেই ভক্তি-ভাজন পিতার আরাধনার নিমিত্তেই সম্মিলিত হইয়াছি। ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন এখন ঘরে ঘরেই শ্রুত হইতেছে। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই এখন তাঁহারই গুণ গান উত্থিত হইতেছে। যথা তথা ব্রহ্মের নাম ঘোষণা হইতেছে। ইহা ভারতভুমির কি শুভ লক্ষণ! ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা এদেশের যে উপকার সম্পাদন হইতে পারে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইলেই আমাদের দেশানুরাগের সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্তি হয়। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যত দিন পর্য্যন্ত না এদেশে ধর্ম্মের অঙ্কুর বদ্ধ হইবে, যে পর্য্যন্ত ইহা বঙ্গদেশবাসি জনগণের পাষাণ বক্ষঃ বিদারণ করিয়া উত্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গল নাই। কুসংস্কার-অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানের আলোক যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে অবিশ্বাসের বিকট মুর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ধর্ম্ম-ভীরুতা লোকের মন অধিকার করিয়াছে। কপটতা নিপুণ তস্করের ন্যায় সকলের হৃদয় হইতে সাধুভাব সকল হরণ করিতেছে। এই সকল অমঙ্গলের ঔষধ কি? একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। এ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলে সম্পদেও কেহ অমিতাচারী হয় না, বিপদে কেহ অধৈর্য্য হয় না। কর্ত্তব্যের আদেশে ঈশ্বরের আদেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও অনায়াসে সেই প্রাণ দাতার হস্তে স্থাপন করিয়া নির্ভয় হইতে পারা যায়। হে দেশানুরাগী ব্রাহ্মগণ! কেন তোমরা এখনো নিদ্রিত রহিয়াছ? যদি দেশ হিতৈষণার বিন্দুমাত্রও তোমাদিগের হৃদয় ধামে নিহিত থাকে, তবে এখনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হও। দারিদ্র ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন কর, যে ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া, সকলকেই এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, তাহার বল তোমাদের জীবনে প্রবিষ্ট হউক। ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা; তাঁহাকে আমাদিগের কি অদেয় আছে, কিছুই নাই। তাঁহার জন্য যদি প্রাণও দেওয়া যায় তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রাণ দেওয়া দূরে থাকুক আমাদের যাহার যাহা সাধ্য যদি সকলেই যৎকিঞ্চিৎ দান করি, তাহা হইলেও কি না হয়? প্রাণ দিলে তো অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু আমাদের বল বিদ্যা ধন কিছু কিছু সকলে ত্যাগ করিলেও প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করি তাহা যদি তাঁহার পদতলে আবেদন করি, তবে তাহার ফল অনন্ত হয়। এসময়ে ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে উৎসাহ বল প্রেরণ করুন। এই সম্বৎসর কাল অবধি যাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে এই সমাজে তাঁহার আরাধনা করিয়া আসিতেছেন ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ের প্রীতি শিখা প্রদীপ্ত করুন। ব্রাহ্মেরা যেন গৃহে গৃহেই এই প্রকার সেই হৃদয় স্বামীর প্রতিষ্ঠা করেন।

হে নাথ! যে সকল ব্রাহ্মেরা তোমাকে

প্রাপ্তি করিবার নিমিত্তে এখানে আগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয় মন্দিরে এক বার আসীন হইয়া তাহাদের হৃদয়কে পূর্ণ কর। তুমি আমাদের হৃদয়ধামে বিরাজমান হইয়া আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও। এই বঙ্গদেশের সকল পরিবার যেন এক পরিবার হইয়া প্রাণ মন তোমাতেই সমর্পণ করে এবং সহস্র সহস্র বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রাণপণে যেন তোমার ধর্ম্ম পালন করিতে দাণ্ডায়মান হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৭ পৌষ ১৭৮২ শক।

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়।

সেই এক মাত্র সকলের বশী পরম দেবের শাসনে সমুদায় জগৎ সংসার শাসিত হইতেছে। তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া জীব জন্তু চরাচর স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। সেই পরম পিতা পরম মাতার ক্রোড়ে সমুদায় লোক, সমুদয় জীব, স্থাপিত রহিয়াছে। তিনি কি সেই অদৃশ্য অলক্ষ্য কালে এই বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়া এইক্ষণে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? কোন গৃহ-নির্ম্মাতা কি পোত-নির্ম্মাতা যেমন গৃহ ও পোত নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারদের সঙ্গে পরে তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না; তিনি কি সেই প্রকার চলিয়া গিয়াছেন, না অদ্যাপি তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন? সমুদয় আকাশ, সমুদয় কাল, তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; তিনি সকলের সাক্ষী রূপে, সকলের নিয়ন্তা রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন; আমরা সকলেই তাঁহাতে বাস করিতেছি, তাঁহাতেই জীবিত আছি, তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ব্বে, সেই রূপ বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার ইচ্ছা। সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত থাকাতে জগৎ সংসার স্থিতি করিতেছে। আমি যখন বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইল; এখন যে বলিতেছি, আমার ইচ্ছার বিরাম হয় নাই—যদি বিরাম হয়, তবে বাক্য স্তব্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদয় জগৎ সংসার প্রলয়-দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া—সকলের প্রাণ রূপে দেখিয়া, জীবন্ত দেবতা-স্বরূপ দেখিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আমি যে এক্ষণে কথা কহিতেছি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না?—আমাকে কি মৃত দেহের মত দেখিতেছ, কি জীবন্ত মনুষ্যের মত দেখিতেছ? তবে যিনি আমার এই বাক্যের বাক্য, যাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন, সমুদয় জগৎকে জীবন ও প্রাণে পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি কি আমা হইতেও জীবন্ত নহেন—তিনি কি প্রাণ-স্বরূপ নহেন? তিনি প্রাণ স্বরূপ জীবন্ত দেবতা। সেই প্রাণের চতুর্দ্দিকে সকল জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহা হইতেই সকলে জ্যোতি ও জীবন পাইতেছে। তিনি এই সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা যখনি তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি তখনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা বর্ত্ত-

মান দেখিতেছি—ভুত কাল স্মরণ করিতে হয় না, ভবিষ্যৎ কালের প্রতিও দৃষ্টির আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ যে আলোক এখানে আলোক দিতেছে, প্রত্যক্ষ যে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণ বিধান করিতেছে, এবং আমারদের কথা কহিবার ও শ্রবণ করিবার শক্তি দিতেছে, এ সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়—এই বায়ু স্পন্দহীন হয়, এই বাক্য স্তব্ধ হয়।

সেই জগৎ-কারণ জগৎ-পালকের ইচ্ছাতে সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। তিনি "রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" তিনি অখিল বিধরণ, সেতু স্বরূপ; সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সকল জগতের প্রাণ-রূপে রহিয়াছেন, অথচ তিনি ইহার সকলেরই অতীত।

যে ভুমা পুরুষের অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন কোথায় দেখা না যায়। শরৎ কালের কোন রজনীতে আকাশে যখন পূর্ণকলা চন্দ্রমা উদয় হইয়া এক মেঘ হইতে মেঘান্তরে প্রবেশ করে, এবং আবার যখন পরিষ্কৃত গগনে আসিয়া স্বকীয় নির্ম্মল শুভ্র রশ্মিতে পৃথিবীকে রঞ্জিত করে ও আমারদের নয়নকে তৃপ্ত করে; তখন তাহাতে কাহার অঙ্গুলির আদেশ দেখিতে পাই। যাঁহার অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই অঙ্গুলির চিহ্ন দেখি।

যখন সাধু ব্যক্তি সম্পত্তির স্বচ্ছন্দাবস্থা হইতে বিপত্তির মধ্যে পতিত হন; আবার যখন তিনি সম্পত্তি লাভ করেন; সম্পত্তি হইতে বিপত্তি, বিপত্তি হইতে সম্পত্তি, এই প্রকারে সংসারের সহিত সংগ্রাম করত যখন তিনি ধর্ম্মেতে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হন; তাঁহার জীবন-পুস্তকে কাহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে পাই—সেই অঙ্গুলির চিহ্ন, যাহা প্রত্যেক শুভ ঘটনাতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আত্মা যখন পাপেতে পরাভুত হয়, যখন মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়—পরে বিষাদ ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আবার যখন আত্ম-প্রসাদ লাভ করে—সেই পাপ-সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যখন নূতন বলে, নূতন স্ফূর্ত্তিতে, বিরাজ করিতে থাকে; তখন সে তাহাতে কাহার হস্তের চিহ্ন দেখিতে পায়? সেই হস্তের চিহ্ন, যাহা জগতের সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছাতে তৃষিত ধরা বৃষ্টি লাভ করিয়া শীতল হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছাতে তাপিত হৃদয় তাঁহার প্রসন্ন বারিতে শান্তি লাভ করিতেছে।

আমারদের প্রতি কি তাঁহার দৃষ্টি নাই? তিনি কি আমারদের আত্মাকে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে সে আপনার উপরে যত পাপ ও মলিনতা সঞ্চিত করুক, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নাই? কে আমারদিগকে অদ্যই এখানে প্রেরণ করিলেন? আমারদের মনে আলস্য, বিষয়াসক্তি, আমোদ-স্পৃহা, কত প্রকার কুটিল ভাব আছে, সে সকলের প্রতিকুলেও কে আমারদিগকে তাঁহার এই উপাসনা-স্থানে, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে, আনয়ন করিলেন? যিনি সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়া প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা দূর করেন, তিনিই কি আমারদিগকে এই সাধু মণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া মনের মালিন্য দুর করিতেছেন না? এখানে আসিয়া পবিত্র হইয়াছ, অতএব পবিত্র হৃদয়ে সকলে মিলিয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে

অর্চ্চনা কর। আমারদের ভূত কাল স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই—ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া এখনই তাঁহাতে সমুদয় হৃদয় অর্পণ কর। তাঁর অধিকার সর্ব্বত্রই; তিনি সর্ব্ব-সাক্ষী রূপে অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্র-ভেদী আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ফেনময় প্রবল তরঙ্গ-রাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদী-কূলে বৃক্ষ-চ্ছায়া হইতে নদীর লহরী লীলা দেখি, সেখানেও তাঁহার আনন্দ লীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তিনি সকল কালেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তাঁহার নিকটে তামসী নিশা, আর মধ্যাহ্ন দিবস,উভয়ই সমান। তিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে; তাঁর প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলোক দিতেছে। তিনি এই জগতের জীবন ও আলোক। তাঁহাকে যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তবে সকলি প্রভাহীন মলিন হইয়া থাকিত। নক্ষত্র-তারা-খচিত অনন্ত আকাশও শোভাশূন্য হইত। তিনি বিনা এই জগৎ সংসার শূন্য গৃহ—শূন্য গৃহের শোভা কোথায়? সেই প্রকার আমারদের হৃদয়। তিনি বিনা এ হৃদয়, শূন্য হৃদয়। হৃদয় যদি তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ না থাকে তবে সে শুষ্ক হৃদয় লইয়া কি হইবে? এই জগৎ মন্দিরে যদি সেই দেব-দেবকে না দেখি; এই হৃদয় সিংহাসনে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই; তবে কেবলি বিষাদের অন্ধকার। বাহিরে বিষাদ, অন্তরে বিষাদ। তিনি বিনা তাবৎ জগৎই লক্ষ্য হীন, অর্থ হীন, তাৎপর্য্য শূন্য, শৃঙ্খলা রহিত। বরং পশু হওয়াও ভাল ছিল—মনুষ্যের মত উন্নত ভাব ধারণ করিয়া যদি তাঁহাকে না দেখিলাম, তবে জীবনে কোন ফল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আপনাকে দিয়া আমারদের সমুদয় আত্মাকে পূর্ণ করিতেছেন। আমারদের প্রীতি ভাব,কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ভাব, মঙ্গল ভাব, পবিত্র ভাব, সেই একের উপাসনাতে এ সকলি চরিতার্থ হইতেছে। যে স্থানে তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্রেরা সকলে মিলিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে পূজা করে, সেই স্থানই দেব-লোকের অনুরূপ। আমরা এ পৃথিবী হইতে তাঁহার সেই অমৃত নিকেতনে গিয়া সেখানে আর কি দেখিব? এই দেখিব " মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে " সেই সকলের সম্ভজনীয় পবিত্র পরমেশ্বর মধ্যে আছেন, আর দেবতারা সকলে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আমরা হীন মলিন হইয়াও দেবতাদের সংসর্গে দেব-দেবের উপাসনা করিতে পাইব, এ আমারদের কেমন অধিকার। আমারদের আত্মা উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে গিয়া অবশেষে তাঁহারি ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে। এই রাত্রিতেই আমারদের আত্মাতে সত্যের ও মঙ্গলের যে বীজ পতিত হইল, সেই বীজ কল্যই কি বিনাশ পাইবে? ইহার সঙ্গে অনন্ত কালের যোগ। ইহাতে ঈশ্বরের করুণা বারি সিঞ্চিত হইলে ক্রমে ইহা সারবান্ বৃক্ষ হইয়া তাঁহারি অভিমুখে উত্থিত হইবে এবং দেব-লোক হইতে দেব-লোকে আমারদের সঙ্গে থাকিয়া ছায়া

দান দ্বারা আত্মাকে শীতল ও পবিত্র রাখিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার সৌন্দর্য্য যেন আমরা চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। তারা, বিভাকর, সুধাকর, বিদ্যুৎ, তুমি এ সকল জ্যোতিরই জ্যোতি। তোমার জ্যোতিতেই এ জগৎ সংসার উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তুমি আমারদের চক্ষুর জ্যোতি; তুমি আমারদের আত্মার জ্যোতি। তুমি জ্যোতির জ্যোতি; তুমি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। তুমি যদি আমারদের আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিতে চাহ, তবে অচিরাৎ তোমার দিকে লইয়া যাও। সংসার যাতনা আর সহ্য হয় না। তুমি আমারদের নয়নের সম্মুখে নিয়ত প্রকাশমান থাক। যদি তোমা ছাড়া হই, তবে রবি শশী তারা আমার নিকটে শোভা-শূন্য হয়। হে হৃদয়েশ্বর! নিয়ত আমাকে তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখ। "ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিরত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত প্রশ্ন।

১। ইচ্ছা ও কার্য্য ইহাতে পাপ পুণ্যের ফলের তারতম্য কতদূর?

উত্তর।

ইচ্ছাতেই আমাদের পাপ পুণ্য যথার্থ প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছাতেই আমি যথার্থ স্বাধীন, কার্য্যেতে আমার স্বাধীনতা নাও থাকিতে পারে। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এক জনকে মারিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু ইতি মধ্যে আমার হাত পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমার দোষের কিছুই লাঘব হইল না। যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সেখানে পাপ পুণ্য নাই। যে সকল কার্য্য স্বেচ্ছাধীন, তাহাতেই পাপ পুণ্য আছে। ইচ্ছাই সকল কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক, ইচ্ছা মন্দ হইলেই আমরা যথার্থ দোষী হই। ইহা আমরা সকলেই জানি ও সকলেই স্বীকার করি। আমরা বলি যে বাহিরের কার্য্য দেখাইয়া আমরা লোককেই ভুলাইতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে পারি না। অন্তর্যামী ঈশ্বর, যিনি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা জানিতেছেন, তাঁহার নিকটে বাহ্য ক্রিয়ার তেমন গৌরব নাই।

আমাদের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়, তখনি ধর্ম্ম কাষ্ঠাভাব ধারণ করে। আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য কিছুমাত্র চাহেন না, তথাপি আমরা যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা প্রচার করি ও তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিই তখনই আমরা ধন্য হই। যখন আমরা বলি "প্রভু তোমার ইচ্ছা" এই বলিয়া গুরু বিপত্তির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, তখন আমাদের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা উন্নত ভাব ধারণ করে।

প্রশ্ন।

২। যে স্বাভাবিক ইচ্ছা যাহা কোন রূপে ক্ষান্ত রাখা যাইতে পারে না, এমত স্থলে অভিলষিত বস্তু হইতে মনের মলিনতা উপস্থিত হইলে আমরা কি দণ্ডনীয় হইব?

উত্তর।

পূর্ব্বে বলা হইল যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু এস্থলে এক বিষয় দেখিতে হইবে। ইচ্ছা আর প্রবৃত্তি সমান নহে। এক জন অত্যন্ত তৃষিত হইলেও ইচ্ছা পূর্ব্বক জল পানে বিরত হইতে পারে।